উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৩,৫৭০.৩৫ (+১৮৭.৬৪)

নিফটি : ২৫,৬৯৪.৩৫ (+২৮.৭৫)

উদ্ধবের হার, পদ্মের দখলে বৃহন্মুম্বই ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৮°	১২°

পরিযায়ীর মৃত্যুতে উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা ১০

ট্রাম্পের হাতে মাচাদো'র নোবেল

মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা? ১১

৩ মাঘ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 17 January 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 239

সাদা চোখে সাদা কথায়

অনটনে চা শ্রমিক, শুনুন শুধু পাঁচালি

গৌতম সরকার

রাখুন তো মশাই এসআইআর- সাতসকালে টেলিফোনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গয়েরকাটার এক প্রবীণ শিক্ষক। কেন কী হল- প্রশ্নটা শেষ করতেও পারলাম না, গলার স্বর চড়িয়ে তিনি বলতে থাকলেন, 'এসআইআর-এর খবর ছাড়া আর তো কিছু লিখছেন না। অনেক গণ্ডগোল আছে বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনারা খবরওয়ালারা চা বাগানের দিকেও নজর দিন। শিল্পটা যে শেষ হয়ে গেল। ভিনরাজ্য আর এদিক-ওদিক কাজ না থাকলে শ্রমিক পরিবারগুলি না খেয়ে মরে যেত যে।'

শুধু ডুয়ার্সে এই মুহূর্তে বন্ধ ১৪টি চা বাগান। কোথাও লক আউট। কোথাও বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে মালিকপক্ষ। সত্যিই তো, এসব নিয়ে ভাবনা কোথায়! সম্প্রতি একদল ভুখা শ্রমিক দিনের পর দিন মজুরি না পেয়ে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে ধর্নায় বসেছিলেন। পাশে কোটি কোটি টাকা খরচে ডুয়ার্স উৎসব চলছিল। আলোয় ভেসে যাওয়া সেই উৎসবে নাচে-গানে তুলে ধরা হচ্ছিল সুখী জীবনের ছবি।

অভুক্ত শ্রমিকরা তখন হাড়কাঁপানো শীতে খোলা আকাশের নীচে বসে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে নিজেদের দুরবস্থা জানাচ্ছিলেন। যাঁদের সাত সপ্তাহ মজুরি বাকি তখন। সাত সপ্তাহ মানে প্রায় দু'মাস। এমনিতেই সামান্য মজুরি, তাও যদি সাত সপ্তাহ বকেয়া থাকে,

এরপর দশের পাতায়

মহাকাল শরণ

মহাকাল মহাতীর্থের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা, স্বপ্নার উপস্থিতিতে জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তাঁর সঙ্গে সেঁটে রয়েছে অনেকদিন। সেই তকমা থেকে মুক্ত হতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সেই তকমা আরও জোর করে চাপিয়ে দিতে মরিয়া তাঁর গায়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাই ভারসাম্যের পথ নিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসে সব ধর্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিত করার মধ্যে সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। ভাষণে সর্বধর্মসমন্বয়েরই বার্তা দিলেন মমতা। তাঁর কথায়, 'একটা ধর্ম থাকলে সবকিছু চলে না। একটা রং থাকলেও সবকিছু চলে না। সব ধর্মকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। ধর্ম মানে ধারণ করা, ধর্ম মানে মানবিকতা।'

ধর্মচর্চার চেয়েও তাঁর মুখে ছিল মহাকাল মন্দিরকে ঘিরে পর্যটন সম্ভাবনা ও স্থানীয় অর্থনীতিতে জোয়ার আসার কথা। তিনি বলেন, 'আজকের দিনটি বাংলার মুকুটে নতুন সংযোজন। আগামীদিনে দিঘার জগন্নাথধাম, নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গনের মতো আন্তর্জাতিক পর্যটনস্থল হবে এই মহাকাল মন্দির।'

মমতা জানান, এই অঞ্চলকে গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে তাঁর সরকারের। যেখানে আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টারও হচ্ছে। ধর্মীয় পর্যটন এবং সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে মন্দির ও সংলগ্ন চত্বর। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'শিলিগুড়িকে শুধু ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার না করে ধর্ম, তীর্থ, পর্যটন, ব্যবসা সবকিছু হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এখানে অনেক দোকান তৈরি হবে, অনেক কর্মসংস্থান হবে, অনেক হোটেল হবে। ফলে এখানকার অর্থনীতি উন্নত হবে।'

শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় মন্দিরটির শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার সর্বধর্মসমন্বয় ও উন্নয়নের নিশানাই প্রধান ছিল বটে। তবে অর্জুন সম্মানপ্রাপক অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে মঞ্চে তুলে সম্মান জানানোয় অনেকে রাজনীতির ঝলক দেখছেন। স্বপ্নাকে নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আছে। তাঁকে বিজেপি আসন্ন ভোটের প্রার্থী করবে, এমন প্রচারও আছে।

মহাকাল মন্দির

মোট জমি - ১৭.৪১ একর
মন্দিরের নাম – মহাকাল মহাতীর্থ
ব্রোঞ্জের মূর্তির উচ্চতা - ১০৮ ফুট
মূর্তির ভিত - ১০৮ ফুট
অভিষেক লিঙ্গ মন্দির - ১২টি
ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিমূর্তি
প্রতিদিন এক লক্ষ ভক্তসমাগমের ব্যবস্থা
মন্দিরের দুটি প্রদক্ষিণ পথ
একসঙ্গে ১০ হাজার মানুষ থাকবেন সেখানে
দুটি সভামণ্ডপে ৬০০০ ভক্ত বসতে পারবেন

সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে স্বপ্নার মন্দিরের শিলান্যাসে উপস্থিত হওয়া ও সংবর্ধনা গ্রহণ করা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভাষণ শেষ করে যখন শিলান্যাসের জন্য এগিয়ে যান, তখন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব কিছু বলেন মমতাকে।

এরপর দশের পাতায়

দিনহাটায় পার্টির ঝান্ডা, তেরঙা নিয়ে অবরোধ

শুভদীপ চক্রবর্তী ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৬ জানুয়ারি : লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি (তথ্যে অসংগতি) নোটিশকে ঘিরে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দিনহাটা। বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় পথ অবরোধ শুরু হয়। কোথাও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। কোথাও রাজ্য সড়ক আটকে দেন গ্রামবাসী। দিনভর গোটা দিনহাটাজুড়ে চলে চরম বিশৃঙ্খলা। অবরোধের পর বাসিন্দারা বিডিও অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ উঠছে, এর পেছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত রয়েছে। বহু জায়গাতে তৃণমূলের নেতারা সামনে না এলেও পেছন থেকে তাঁরা ওই অবরোধের নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগ। কোথাও কোথাও সরাসরি তৃণমূলের পতাকা

এরপর দশের পাতায়

নিরাপত্তায় মুড়ে উদ্বোধন আজ

সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার পুরোদমে মহড়া চলল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানাতে বৈরাতি নৃত্য থেকে শুরু করে পুলিশ ব্যান্ড, সবই মহড়া অনুষ্ঠানে ছিল। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আসা বিচারপতিদের উপস্থিতিতে এদিন মহড়া অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোন পুলিশকর্মী কোথায় কর্তব্যরত থাকবেন সেই বিষয়ে এদিন পুলিশের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, উদ্বোধনপর্বের মুহূর্তেও জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়ে কোন্দল অব্যাহত। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে রাজ্য সরকার ৫০১ কোটি টাকা খরচ করেছে বলে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সভাপতি গৌতম দাস দাবি জানান। পরে আরেক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জেলা মুখপাত্র ধীরাজমোহন ঘোষ বলেন, 'স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের পুরো এক্তিয়ার রাজ্যের। স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়নি ঠিকই, কিন্তু সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে যাবতীয় অনুমোদন কেন্দ্র সরকার দিয়েছে।' স্থায়ী পরিকাঠামো নিয়ে এই টানাপোড়েনে ধীরাজের বক্তব্য তৃণমূলকেই এগিয়ে রাখল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের অবশ্য দাবি, 'স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্র অর্থ না দিলেও কেন্দ্র বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো উন্নতিতে অর্থ দিয়েছে।'

দীর্ঘ অপেক্ষার পর উত্তরবঙ্গ ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী,

এরপর দশের পাতায়

বন্দে ভারতে 'হামলা'র ভয়

দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু শনিবার। উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। এমন হাই ভোল্টেজ ইভেন্ট ও ভিভিআইপি'র আগমন ঘিরে এখন নিরাপত্তা নিয়ে হুলুস্থুল।

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : খোদ প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী আসছেন বলে কথা। দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারতের যাত্রা নিয়ে এখন মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা চরমে। সূত্রের খবর, এরই মধ্যে আবার রেলের কাছে সতর্কবার্তা এসেছে, বন্দে ভারতে পাথর ছুড়ে 'হামলা' হতে পারে। আর তাতেই নড়েচড়ে বসেছেন রেলকর্তারা। স্লিপার বন্দে ভারতের নিরাপত্তায় ইতিমধ্যে মালদায় এসে পৌঁছেছে অতিরিক্ত প্রায় পাঁচ কোম্পানি আরপিএফ। মালদা থেকে কামাখ্যা অভিমুখে ট্রেনের যাত্রাপথে কুমেদপুর পর্যন্ত রেললাইনের দু'ধারে আরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হচ্ছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো

মোদির সফর ঘিরে সেজে উঠেছে মালদা টাউন স্টেশন। ছবি : অরিন্দম বাগ

নিজে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'যদি কেউ চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ে, তবে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

যদিও শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে মুখ খোলেননি রেলকর্তারা। তবে রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রশাসন ও আরপিএফকে সতর্ক করা হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, একটি ই-মেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মালদার কিছু সমাজবিরোধী মালদা, জমিরঘাটা, খালতিপুর, চামাগ্রাম, নিউ ফরাক্কা, বল্লালপুর, ধুলিয়ান, বাসুদেবপুর এবং তিলডাঙ্গা স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনে পাথর ছোড়ার চেষ্টা করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্টেশন এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হাওড়া থেকে এনজেপিগামী বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই যাত্রার কিছুদিন যেতে না যেতেই নতুন ট্রেনের উদ্দেশে ইট ছুড়ে বগির ক্ষতি করা হয়। যা নিয়ে সেই সময় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে একে অপরকে

এরপর দশের পাতায়

জন্মদিনে গ্রামের পাশে

ময়নাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : যে কোনও সমস্যায় থমকে থাকেনি তাঁর সাহায্যের হাত। বুধুরাম বনবস্তির 'মুশকিল আসান' মনোজ ব্যক্তিগত উদযাপন নয়, প্রতিবারের মতো এবারও নিজের জন্মদিনকে সমাজের কাজে উৎসর্গ করলেন। ময়নাগুড়ির বেসরকারি বিএড কলেজের কর্ণধার ও শিক্ষক মনোজ সাহা শুক্রবার সেখানে পৌঁছে নিজের জন্মদিনেই স্বনির্ভরতার নতুন পথ দেখালেন। এলাকার প্রায় ২৮টি পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার গ্রামে সূচনা হল একটি শুয়োরের খোঁয়াড় তৈরির কাজ।

পণ্য পরিবহণে কড়াকড়ি রাজ্য সরকারের

লাগাম ভুটানের গাড়িতে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা শাসককে ভুটানের নম্বরের গাড়ির অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিল রাজ্যের পরিবহণ ডাইরেক্টরেট। এই মর্মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের তরফে জেলা শাসকের দপ্তরে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ, রাজ্যের মধ্যে বেআইনিভাবে স্থানীয় পণ্য পরিবহণ করছে ভুটানের নম্বরের গাড়ি। এছাড়া অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে যাওয়া-আসা করছেন চালকরা। এ ধরনের বেশকিছু অভিযোগ ওঠে সম্প্রতি। ফলে গত মঙ্গলবার ফেডারেশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি চিঠি পাঠানো হয় পরিবহণমন্ত্রীকে। সেই চিঠিতে তারা জানায়, ভারতীয় আইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে শুধু পণ্য খালাস করতে পারে বিদেশি গাড়ি। কিন্তু অন্য কোথাও এই কাজ করতে পারা যায় না। অথচ কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় এমন বেআইনি কাজ নিয়মিত চলছে। এতে স্থানীয় পণ্য পরিবহণ ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। এমনকি, প্রশাসনের একাংশ এর সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ করা হয় সেই চিঠিতে। আরও অভিযোগ করা হয়, ওই গাড়িগুলো উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে পাথর তুলছে। এরপর ভারতের কিছু গাড়ি ভুটান থেকে পাথর নিয়ে এসে এইসব জেলায় ফেলছে। এই গাড়িগুলোর কোনওরকম বৈধ নথিপত্র নেই। ফলে শুধুমাত্র গাড়ির ব্যবসায়ী নয়। ড্রাইভার, হেল্পার সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়ছেন।

এ বিষয়ে ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ বলেন, 'আমরা বহুদিন ধরে এই ধরনের বেশকিছু অভিযোগ করে আসছি। কিন্তু প্রশাসন এতদিন উদাসীন ছিল। এবার যখন আমাদের চিঠিতে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন, আশা করছি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে যাঁরা শুধু পণ্য পরিবহণ ও গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁদের সংসার বেঁচে যাবে।' কোচবিহারের আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক নবীনচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাই। বিশেষ করে ওভারলোডিং-এর বিষয়টিতে নজর রাখি। তবে এখন থেকে অনেক বেশি সজাগ হতে হবে।' কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ট্রান্সপোর্ট ডাইরেক্টরেট থেকে চিঠি পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ রাজ্যের পরিবহণ ডাইরেক্টরেটের
- ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন চিঠি পাঠায় পরিবহণমন্ত্রীকে
- অভিযোগ, আইন ভেঙে স্থলবন্দরের বাইরেও মাল খালাস করছে ভুটানের নম্বরের গাড়ি

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M :- 8116082503.

•

শিলিগুড়ি নিজ এলাকায় কাজ করবার জন্য প্রচুর গার্ড চাই, বেতন 10000-12000 টাকা। (M) 8170837161, 9734396638. (C/119769)

•

সারদা বিদ্যামন্দির (উ. মা.), পুঁটিমারী বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষক চাই। শিক্ষক- ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিত। যোগ্যতা-ন্যূনতম স্নাতকোত্তর, B.Ed আবশ্যক। কার্যালয়-যোগ্যতা বি.কম পাশ, কম্পিউটার জানা আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। উপযুক্ত সাম্মানিক, পি.এফ ও ই.এস.আই.সি সুযোগ সুবিধা আছে। সম্পাদক, সারদা বিদ্যামন্দির পরিচালক সমিতি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারী, পোঃ বলরাম, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১৩৫। (C/119769)

হারানো/প্রাপ্তি

I, Sajal Roy, son of Santosh Chandra Roy, residing at pangasaheb bari, bahadur, PO - Pangasahebbari, Dist - Jalpaiguri, West Bengal - 735121 lost my original deed being no I-2775 of the year 2009. If anyone found this deed, kindly contact this number 8670659733. (C/120023)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20150969301 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 05-01-26 J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Hafijul Hoque এবং Hafijul Haque, পিতা Jamiruddin Miya এবং Jamiruddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার এবং পিতার পুরো এবং শুভ নাম Hafijul Hoque S/o Jamiruddin Miya সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: ডি. কে. ডি. বস, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/118997)

•

আমি Vadi Mandal, W/o Late Gajen Mandal, গ্রাম-সেয়াই, পোঃ খানপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যার Sl No. 510, Part No-123, Voter No:- WB/06/037/366043, 37 নং কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের আমার নাম Kesh Mandal থাকায় গত 13/01/26 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর -এ বালুরঘাট নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kesh Mandal থেকে Vadi Mandal করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120039)

•

আমি Sushama Dasgupta, W/o Late Harish Chandra Dasgupta, গ্রাম - আমজামতলা, পো - মকদুমপুর, থানা - ইংরেজবাজার, জেলা - মালদা, পিন - 732103, প: ব: আমার Rural Household Summary, 2011 সালের তালিকায় আমার নাম, স্বামীর নাম ও আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম ভুল থাকায় গত 15/01/26 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Susmadas Gupta থেকে Sushama Dasgupta এক ও অভিন্ন ও স্বামী Harish Chandra Gupta থেকে Harish Chandra Dasgupta এক ও অভিন্ন ও শ্বশুরমশাই Dukhiram Gupta থেকে Dukhiram Dasgupta করা হইল, যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120040)

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসাইনট নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএমটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএমটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৯	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১১	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএমটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৪	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৮	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৯	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএমটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২০	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালদা টাউন-কামাখ্যা ও কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ও কামাখ্যা-র মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা যথা ২৭৫৭৬/২৭৫৭৫ কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করা হবে। উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন যথা ০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল এবং ০২০৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল ১৭.০১.২০২৬ তারিখ যথাক্রমে মালদা টাউন ও কামাখ্যা থেকে যাত্রা শুরু করবে, যা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, এই উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেনগুলির সময়সূচী নিম্নলিখিতমতো সংশোধন করা হয়েছে :

০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
মালদা টাউন	↓ -	১২.৪৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
আলুয়াবাড়ী রোড	১৪.৪৫	১৪.৫০	
নিউ জলপাইগুড়ি	১৫.৩৫	১৫.৪৫	
জলপাইগুড়ি রোড	১৬.২০	১৬.২৫	
নিউ কোচবিহার	১৭.৩৫	১৭.৪০	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৭.৫৫	১৮.০০	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৯.৩০	১৯.৩৫	
রঙ্গিয়া	২১.০০	২১.০৫	
কামাখ্যা	২২.৪৫	-	

০২০৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
কামাখ্যা	↓ -	১২.৪৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
রঙ্গিয়া	১৩.২০	১৩.২৫	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৪.৪০	১৪.৪৫	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৬.০৫	১৬.১০	
নিউ কোচবিহার	১৬.২৫	১৬.৩০	
জলপাইগুড়ি রোড	১৭.৪২	১৭.৪৭	
নিউ জলপাইগুড়ি	১৮.২৫	১৮.৩০	
আলুয়াবাড়ী রোড	১৯.১০	১৯.১৫	
মালদা টাউন	২২.১৫	২২.২৫	
নিউ ফরাক্কা জংশন	২৩.০০	২৩.০৫	
আজিমগঞ্জ	২৩.৫২	২৩.৫৪	
কাটোয়া জংশন	০০.৩৬	০০.৪১	১৮.০১.২০২৬ (রবিবার)
নবদ্বীপধাম	০১.০৫	০১.০৭	
ব্যান্ডেল জংশন	০১.৫০	০১.৫২	
হাওড়া	০৩.২৫	-	

গঠন : ১৬ কোচ বন্দে ভারত স্লিপার রেক।

ট্রেনগুলির নিয়মিত পরিষেবা সম্পর্কে পরে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এআই কর্মশালা

কর্মশালায় একমনে পড়ুয়ারা। শুক্রবার রায়গঞ্জে। -সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার রায়গঞ্জের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে রিলায়েন্স জিও এবং গুগল জেমিনির যৌথ উদ্যোগে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রায় দুশো পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে ছিলেন স্কুলের শিক্ষকরা। আগামীদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেই বিষয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রোজেক্টর স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড উপস্থাপন করে জিও-র প্রতিনিধিদল। এই কর্মশালার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে নিজেরাও উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'আগামীদিনে গোটা পৃথিবী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল হতে চলেছে। সেই জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের এর পাঠ দেওয়া জরুরি। সেই বিষয়ে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল আজ। আগামীতে এআই-কে সঙ্গে নিয়ে যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই সচেষ্ট।'

উদ্ধার কিশোরী

শামুকতলা, ১৬ জানুয়ারি : প্রেমের টানে ঘরছাড়া এক কিশোরীকে উদ্ধারের পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের নির্দেশে একটি হোমে রাখার ব্যবস্থা করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে। দিন তিনেক আগে বাড়ি ছেড়েছিল ১৬ বছরের ওই কিশোরী। আশ্রয় নিয়েছিল পাশের গ্রামে প্রেমিকের বাড়িতে। ওই প্রেমিকও আবার নাবালক। দিন তিনেক পর ওই কিশোরী আচমকাই বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোক তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বকাবকি করলে সে আবার ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

তখন স্থানীয়রা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করে। কমিটির নির্দেশে তাকে একটি হোমে রাখা হয়েছে। কাউন্সেলিং চলছে। কিশোরীর পরিবার জানিয়েছে, সে বিয়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আইসিএফ/এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারের শট ব্লাস্টিং এবং পেইন্টিং

টেন্ডার নং: আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৯৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম:** ০৬ মাসের জন্য সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপে বিআরএস সেকশনে স্থাপিত শটব্লাস্টিং মেশিনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সাথে আইসিএফ/এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারের শট ব্লাস্টিং এবং পেইন্টিংয়ের কাজ (শট, পেইন্টিং ইত্যাদি ব্যবহার্য সামগ্রী বাদে)। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৪৯,৯৫,০০০/- টাকা; **বায়নার মূল্য:** ৯৯,৯০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউ এম/সিঅ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/ নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এফআইবিএ ইত্যাদির জন্য পাইপিং এবং ক্ল্যাম্পিং ডায়াগ্রাম লেআউটের মানসম্মতকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিবিডব্লিউএস-এলআইটি-৪৪-২০২৫-২৬। তারিখ: ০৮-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম :** ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের সমস্ত এলএইচবি কোচে এফআইবিএ, এয়ার স্প্রিং এবং এয়ার সাসপেনশন নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের জন্য পাইপিং এবং ক্ল্যাম্পিং ডায়াগ্রাম লেআউটের মানকীকরণ এবং এফআইবিএ ডিভাইসের আগে বিপি লাইনে একটি অতিরিক্ত ডার্ট কালেক্টর স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৬১,৮৭,৬৯৪.৮০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,২৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩১-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায় এবং খোলা ১২:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ৩১-০১-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৯৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** বরপেটা রোড স্টেশনে বিদ্যমান জলের সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য পুরোনো ওভারহেড ট্যাংকের পরিবর্তে নিউ আরসিসি ওভারহেড ট্যাংকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৯,৯৫,২৯৪.৬০ টাকা; বায়নার ধন: ২,২০,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং. : ডিএসকে/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৬, তারিখ : ০৬-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - আর্টিপাথার-ভোজাপত্তির মধ্যে যথাক্রমে ৪০৪-৫/৬ কিমি এবং ৪০০/৯-৪০১/০ কিমি অবস্থানে অনুমোদিত স্থানে ০১টি আরইউবি নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য :** ১০,৫৫,৩৮,০৮৬/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ৬,৭৭,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০১-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮৩৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

TENDER NOTICE

NIT No:105 fund: SDRF is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 22/01/2026. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

আজ টিভিতে

সোহাগে আদরে রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ লাঠি, দুপুর ১২.৪৫ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রংবাজ, সন্ধে ৭.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১২.৩০ বড়বউ, বিকেল ৩.৩০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ কমলার বনবাস, ১০.৩০ বর কনে, সন্ধে ৭.০০ আসল নকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘিনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিক্রম সিংহ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.১৩ মক্ষী, ১১.১৯ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.৫৩ কিক, বিকেল ৫.০১ বেবি জন, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.৩২ এনিমি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ গুমরাহ, দুপুর ১.১০ বম বম বোলে, বিকেল ৪.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-২, সন্ধে ৬.৫০ ফির হেরা ফেরি, রাত ১০.০০ গুপ্ত
জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ আর্জু, দুপুর ২.২১ পরদেশি, বিকেল ৫.০৬ কোয়লা, সন্ধে ৭.৫৫ কল্কি ২৮৯৮ এডি, রাত ১০.৩৯ মুকদ্দমা
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.০০ গোলমাল এগেইন, দুপুর ১.৪০ ছাবা, বিকেল ৪.৫৯ টোটাল ধমাল, সন্ধে ৭.৫০ কুলি-দ্য পাওয়ার হাউস, রাত ১০.৩০ দে ধনা ধন।

বন্ধন সন্ধ্যা ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

পিকনিক স্পেশাল পর্ব

আম মাংসের চপ এবং কোরিয়েন্ডার চিকেন স্টার ফ্রাই তৈরি শেখাবেন শম্পা পাল। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

লোকা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের অধীন পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর :** পিএনইউ-১৩-২৫। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লটের জন্য):** ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-টিওআই-৩৫-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	বরপেটা রোড স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এএ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএমএম-টিওআই-৭-২২-২ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	নিউ মিসামারি স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য ০৩ বছরের মেয়াদের লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-আরপিএএন-টিওআই-৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	রাঙ্গাপাড়া উত্তর স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৪	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-টিওআই-৬-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এবি/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-ডব্লিউআরএল-৩১-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	নাহারলাগুন স্টেশনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন বহুমুখী স্টল এবং ট্যুরিস্ট কিয়স্ক সহ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং রুমগুলির আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এসি ওয়েটিং হল ব্যবস্থাপনা চুক্তি।
এবি/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউআরএল-৩৩-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	লাইসেন্সধারীর খরচে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ক্লোক রুম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ বছরের চুক্তি।
এবি/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউআরএল-১৪-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ অবস্থিত এসি ওয়েটিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ০৫ বছরের চুক্তি।

লট শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় : ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের কাজে আজ বেহিসেবি খরচ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। বৃষ : রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংক্রান্ত বাধা কাটবে। মিথুন : ঘরের কথা বন্ধুকে বলে বিপদে পড়তে হতে পারে। অফিসের কোনও কর্তার দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : আজ খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিলেই ভালো। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কন্যা : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে প্রচুর অর্থব্যয়। কাউকে ভালো উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : ব্যবসায় বুঝেশুনে লগ্নি করাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা আজ বেশি সক্রিয় হবে। বৃশ্চিক : সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হবেন। আজ ভালো উপহার পেতে পারেন। ধনু : দাম্পত্যের সমস্যা মিটবে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার খুব সাবধানে করুন। মকর : আধ্যাত্মিক আলোচনায় শান্তি পাবেন। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়। কুম্ভ : টাকাপয়সা নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা চলবে। মীন : আজ সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ পৌষ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ৩ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ বদি, ২৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। শনিবার, চতুর্দশী রাত্রি ১২।১৫। মূলানক্ষণ দিবা ৮।৫৫। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ১০।২৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।২৮ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৮।৫৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতিবার ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১২।১৫ মধ্যে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৪৬ মধ্যে ও ১।৮ গতে ২।২৮ মধ্যে ও ৩।৪৯ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৪।৪৬ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।১২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৯ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।২৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে ভোগান্তি বেড়েই চলেছে। নোটিশ হাতে পেতেই চক্ষু চড়কগাছ ভোটারদের একাংশের। মাঝবয়সে এসে ভাই-বোন-দাদা-দিদির ও সন্তান সংখ্যা অনায়াসেই বেড়ে গেল কয়েকজনের।

সংখ্যাগত গরমিলে চরম বিভ্রান্তি

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৬ জানুয়ারি : জন্ম থেকে কেউ জেনেছেন নিজের ভাই-বোন-দাদা-দিদির সংখ্যা চার। বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র শুনানির নোটিশের দৌলতে মাঝবয়সে এসে সেই সংখ্যা অনায়াসেই বেড়ে গেল কয়েকজনের ক্ষেত্রে। নোটিশ হাতে পেতেই চক্ষু চড়কগাছ ভোটারদের একাংশের। বৃহস্পতিবার এমনই অদ্ভুত পরিস্থিতির সাক্ষী থাকেন দিনহাটা-১ বিডিও অফিস চত্বরে শুনানিতে আসা কয়েকজন। নোটিশে উল্লেখ থাকা তথাকথিত 'ভুল সংযোগে' ভাইবোনের সংখ্যাগত গরমিলকে ঘিরে চরম বিভ্রান্তি ও আতঙ্কে পড়েছেন স্থানীয়রা।

শুনানির নোটিশ হাতে ব্লক অফিস চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে করতে ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশ্বর এলাকার হাফিজুর রহমান বললেন, 'আমরা চার ভাইবোন। নোটিশে আমার ভাইবোন হিসেবে আরও দুজনের নাম রয়েছে। তাঁরা কে কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ধোঁয়াশা না কাটা অবধি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

শুনানিতে উপস্থিত ইআরও হাফিজুরের অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁকে নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি আরটিও করার কথাও বলেছেন বলে জানা যায়। এতে আরও বিভ্রান্ত ও মানসিক চাপে হাফিজুর।

তবে এই সমস্যার ভুক্তভোগী শুধু হাফিজুর নন, একই এলাকা থেকে ব্লক অফিসে আসা জাহেরা বিবিওরও একই অভিযোগ। জাহেরার দাবি, তাঁদের পরিবারে তিন বোন ও এক ভাই মিলিয়ে মোট চারজন। অথচ নোটিশে দেখানো হয়েছে ছ'ভাইবোন। বাকি দুজন কে, কোথা থেকে এলেন, সে বিষয়ে ভ্যাবাচাকা তিনি।

শুনানির নোটিশ হাতে ভোটাররা। শুক্রবার দিনহাটায়।

> **আমরা চার ভাইবোন। নোটিশে আমার ভাইবোন হিসেবে আরও দুজনের নাম রয়েছে। তাঁরা কে কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ধোঁয়াশা না কাটা অবধি স্বস্তি পাচ্ছি না।**
>
> **হাফিজুর রহমান,** ভোটার ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

এদিন একই সমস্যার ভোগান্তিতে দিনহাটা ভিলেজ ওয়ান এবং গোসানিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকেও বহু মানুষ ব্লক অফিসে ভিড় করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আতোয়ার হোসেন, রহিমা বানু, হাসিনা খাতুন, আহিমা বিবি সহ আরও অনেকে। সকলের অভিযোগ, এই নোটিশের সুবাদে হঠাৎ করে তাঁদের অজানা ভাইবোনের আবির্ভাবের অস্তিত্ব।

গোসানিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় নাটাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা হাসিনা খাতুন জানান, তাঁদের পরিবারেও চার ভাইবোন। কিন্তু নোটিশ হাতে পেয়ে জানতে পারেন তাঁরা নাকি ছ'ভাইবোন। এই অপ্রত্যাশিত তথ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় তিনি।

স্বাভাবিকভাবেই ভোটার তালিকার এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ও ভুল সংযোগের জেরে সাধারণ মানুষ চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কোথা থেকে এই নতুন ভাইবোনের নাম উঠে আসছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। বিষয়টির দ্রুত স্বচ্ছ তদন্ত ও সমাধানের দাবি তুলেছেন ভুক্তভোগীরা।

বুধবাজারে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : কারও দাবি, তাঁর দুই সন্তান। অথচ নির্বাচন কমিশনের খাতায় ছয় ছেলেমেয়ে দেখিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। আবার কারও বক্তব্য, তাঁরা তিন ভাইবোন। অথচ নির্বাচন কমিশনের নথিতে নাকি ছয় ভাইবোন দেখাচ্ছে। এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এমনই একগুচ্ছ অভিযোগে শুক্রবার কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তোর্ষা নদীর বাঁধের রাস্তায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। পরে পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়।

স্থানীয় বৃদ্ধা জেলেখা বিবি বলেন, 'আমার দুই ছেলে। অথচ কমিশনের কাগজে দেখাচ্ছে ছয় সন্তান। তাই আমাকে শুনানিতে ডাকছে।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল রহমান বলেন, '২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম আছে আমাদের। আমার চার ছেলেমেয়ে। সেই জায়গায় কাগজে দেখাচ্ছে, আমার ছয় সন্তান। সেজন্য আমার কাগজপত্র ফেরত এসেছে। আবার শুনানিতে ডেকেছে। আমার প্রশ্ন, এই ভুল নির্বাচন কমিশনের। আমাদের নয়। তাহলে আমাদের কেন হয়রান করা হচ্ছে?' হজরত মিয়াঁ বলেন, 'আমরা তিন ভাইবোন সবাই নথি জমা দিয়েছি। এখন কাগজে নাকি ছয়জন ভাইবোন দেখাচ্ছে। বিষয়টি বিএলও-কে জানিয়েছি। তিনি নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এখন নির্বাচন কমিশনকে কোথায় খুঁজব? কোথায় চিঠি পাঠাব? এসবের প্রতিবাদে আমরা আজ পথ অবরোধ করেছি।'

এদিকে, নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি সূত্রে খবর, খাগড়াবাড়ির বুধবাজার এলাকায় ২৪৫ নম্বর বুথে কাটাকুটির পর মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,০৮৯। সংশ্লিষ্ট বিএলও সুজিত সূত্রধর এইসব মানুষের সঙ্গে কথা বলে কাগজপত্র কমিশনে জমা দিয়েছিলেন। তারপরও বুথের

- একগুচ্ছ অভিযোগে খাগড়াবাড়ির তোর্ষা নদীর বাঁধের রাস্তা অবরোধ হয়
- নথি জমার পরও শতাধিক মানুষকে বিভিন্ন কারণে শুনানিতে ডাকা হয়েছে বলে অভিযোগ
- নির্বাচন কমিশনের ভুলের মাশুল গুনতে হয়রান হতে হচ্ছে বুথের মানুষকে

শতাধিক মানুষকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এতেই দেখা দিয়েছে সমস্যা।

এই বিষয় নিয়ে বিএলও সুজিত বলেন, '১,০৮৯ জনের সব নথি যাচাই করার পর আমি জমা দিয়েছিলাম। এখন তার মধ্যে ১২৯ জনকে শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁরা যে লিংকের মাধ্যমে অনলাইনে নথি জমা দিয়েছেন সেখানে কারও ছয়জন ছেলেমেয়ে দেখাচ্ছে। কারও আবার বাবা-মায়ের বয়সের সঙ্গে সন্তানের বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম বা ৫০ বছরের বেশি দেখাচ্ছে। এঁদেরই ফের শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন।'

দুরন্ত শৈশব।। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

অন্তরালে রাজনীতির

প্রতিষ্ঠা লগ্নের সৈনিক নিজের বুথেই ব্রাত্য

২০১৩-২০১৮ শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। একসময়ের দাপুটে নেতার নিজের বুথেও এখন খুব একটা গুরুত্ব নেই।

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৬ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নলঙ্গিবাড়ির বাসিন্দা পরিতোষ বসুনিয়া, মাথাভাঙ্গা কলেজে পড়াকালীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন। তৃণমূল নেতা নজরুল হকের হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ পরিতোষের। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা পরিতোষ ২০০০-২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ বছর তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিতোষ ২০১৩-২০১৮ সাল পর্যন্ত শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন। ব্লক (মাথাভাঙ্গা-১) রাজনীতিতেও পরিচিত মুখ ছিলেন পরিতোষ। একসময়ের এই দাপুটে নেতার বর্তমানে দলে কোনও পদ নেই। অঞ্চল দূর অস্ত, নিজের বুথেও দলের কোনও কর্মসূচিতে এখন ডাক পান না বছর সাতচল্লিশের পরিতোষ। এই নিয়ে তাঁর যথেষ্ট আক্ষেপ ও অনুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, 'বামফ্রন্ট এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় আসার আগে থেকে আমরা নিঃস্বার্থভাবে দলের সঙ্গে থেকেছি। অনেক প্রতিকূলতা, অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েও দলের হয়ে মিটিং-মিছিল করেছি। কিন্তু দল ক্ষমতায় আসার পর আমরা পুরোনোরাই ব্রাত্য হয়ে গেলাম।' তিনি যোগ করেন, 'এখন দলের ভালো সময়। তাই অনেকেই দলে ভিড়েছেন। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক এলাকায় তো অনেক প্রাক্তন সিপিএম নেতা রং বদলে তৃণমূলের পতাকা ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তো আবার তৃণমূলের ব্লক স্তরের নেতাও হয়েছেন। আর পরিস্থিতি পালটে যাওয়ায় আমরা, দলের পুরোনো সৈনিকরা ব্রাত্য হয়েছি।'

তৃণমূল নেতা নজরুলের প্রভাবেই পরিতোষ রাজনীতির ময়দানে নামেন। নজরুলের ঘনিষ্ঠ মহলে অবাধ যাতায়াত ছিল পরিতোষের। ২০১৮ সাল পর্যন্ত শিকারপুরে তৃণমূল রাজনীতিতে পরিতোষের যথেষ্ট 'দাপট' ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ বদলায়। এর জেরে ব্লক রাজনীতিতে নজরুলের আধিপত্য কমে। নজরুলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার খেসারত দিতে হয় পরিতোষকে। শিকারপুরে পরিতোষের গুরুত্ব কমে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচি আসনে পার্থপ্রতিম রায় প্রার্থী হওয়ার সময় কিছুদিন পরিতোষকে দলের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ভোটের পর থেকেই পরিতোষের ওপর থেকে স্পটলাইট সরে যায়। শাসকদলের 'রাডার'-এর বাইরে চলে যান তিনি। আর এখন তো নিজের বুথেও দলের কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে ডাকা হয় না। এক সময়ের ব্যস্ত নেতা এখন আলুর ব্যবসায় মন দিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, শুধু শিকারপুর নয়, ব্লকের অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতেও অনেক পুরোনো নেতাকে 'বসিয়ে' রাখা হয়েছে। দলের দুর্দিনে ময়দানে থাকা

পরিতোষ বসুনিয়া।

নেতাদের দল যোগ্য সম্মান দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন পরিতোষ। দলের কোনও কর্মসূচিতেই পুরোনোদের ডাকা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তিনি। এভাবে চলতে থাকলে সামনের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভোটবাক্সে এর প্রভাব পড়বে বলে পরিতোষের ধারণা। তিনি বলেন, 'যে দলের (সিপিএম) বিরুদ্ধে লড়াই, আন্দোলন করেছিলাম, সেই দলের পুরোনো নেতারাই যদি দল পালটে তৃণমূলে এসে নেতা হয়ে যান, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পুরোনোদের আর মর্যাদা দেওয়া হবে না। অন্য দল থেকে আসা নেতারা প্রতিহিংসার বশে আমার মতো দলের অনেক পুরোনো কর্মীকে ব্রাত্য করে রাখছেন।'

তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতার দাবি, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে দলবিরোধী কাজ করার জন্যই দলের কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারান একসময়ের দাপুটে নেতা পরিতোষ।

বেহাল বলরামপুর ও দিনহাটার মধ্যবর্তী ২২ কিমি রাস্তা

সংস্কারের দাবিতে প্রতিবাদ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৬ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর ও দিনহাটার মধ্যবর্তী ২২ কিমি রাস্তা কয়েকবছর ধরে বেহাল। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। হাজার হাজার নিত্যযাত্রী কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করছেন। এছাড়া ধুলোর সমস্যা তো রয়েছেই। এর প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে স্থানীয় চৌরঙ্গি এলাকায় পথ অবরোধ করেন। অফিস টাইমে এই অবরোধের জেরে ব্যস্ততম রাজ্য সড়কের দু'দিকে ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। বলরামপুর ফাঁড়ি ও তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ বারবার কথা বলেও অবরোধ তুলতে পারেনি। অবশেষে সংশ্লিষ্ট বিডিওর হস্তক্ষেপে প্রায় তিন ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে। বিডিও সঞ্জয় ঘিসিংয়ের কথায়, 'আমার সঙ্গে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকের কথা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই রাস্তার টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

এই রাস্তা তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। দেওয়ানহাট এড়িয়ে এই পথে দুই মহকুমার মানুষ খুব সহজে যাতায়াত করতে পারেন। তাতে প্রায় ১০ কিমি দূরত্ব কমে যায়। দিনহাটার

দিনহাটা-বলরামপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ। শুক্রবার।

দিক থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে নিম্ন অসমের সঙ্গে যোগাযোগেও এই রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু তাই নয়, কোচবিহার সদর মহকুমার জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক বাসিন্দার জীবনের সঙ্গেও জুড়ে আছে এই রাস্তা। এর পাশাপাশি বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে চলে পণ্য পরিবহণ। কিন্তু গত কয়েকবছরে এই রাস্তায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে ডাম্পার চলেছে বলে অভিযোগ। এদিন অবরোধে শামিল হয়ে স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম বিশ্বাস বলেন, 'এই রাস্তার ওপর তিনটি মহকুমার হাজার হাজার মানুষ নির্ভরশীল। অথচ রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। আমরা অনেকবার রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানালে শুধু আশ্বাস মিলেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর জেরে প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে।'

এই ভোগান্তির প্রতিবাদে এদিন এলাকাবাসীরা কার্যত ফুঁসে ওঠেন। নিজেদের দাবি আদায়ে আট থেকে আশি সকলেই চৌরঙ্গির কাছে অবরোধে শামিল হন। খবর পেয়ে বলরামপুর ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে এসে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। পরে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এসেও বিফল হয়। এই অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়। পরে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বিডিও তাঁর এক প্রতিনিধিকে অবরোধস্থলে পাঠান। সেই প্রতিনিধি মারফত তিনি অবরোধকারীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। বিডিওর আশ্বাস পেয়ে অবরোধকারীরা এদিনের মতো ক্ষান্ত হন। কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে কাজ না শুরু হলে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কেয়া রায়ের বক্তব্য, 'বেহাল রাস্তা থেকে লাগাতার ধুলো উড়ছে। তার ফলে এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে শিশু ও বয়স্করা নাজেহাল। সর্দি, শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি প্রায় সকলেই ত্বকের রোগে ভুগছেন।'

উন্নয়নের সংলাপ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়টি বুথে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর নেতৃত্বে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পম্পা রায় বর্মন, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান।

অভিযোগ

শীতলকুচি, ১৬ জানুয়ারি : গত ন'মাসে প্রায় শতাধিক বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ সামনে এসেছে শীতলকুচি বিদ্যুৎ দপ্তরে। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি কাস্টমার কেয়ারের তৎপরতায় ২০২৫-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অভিযোগগুলি নথিভুক্ত হয়েছে।

পথচারীর মৃত্যু

বক্সিরহাট, ১৬ জানুয়ারি : রাস্তা পার হতে গিয়ে দ্রুতগতির ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলায়। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম খনেশ্বর বর্মন (৮০)। তাঁর বাড়ি কদমতলায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
Kalimpong Forest Corporation Division
Ringkingpong Road, Kalimpong-734301

Corrigendum for Date Extension

Work Description : Supply, Loading, Unloading, Installation fitting and fixing of 25 KVA 3 Phase Silent Generator set and Cable connection, Earthing, Accessories etc. for use in Mongpong Nature Resort under Divisional Manager, Kalimpong Forest Corporation Division.

NIT No.	Tender ID No.	Particulars	Original Date & Time	Revised Date & Time
E-03/KPGD/25-26	2025_FDCL_981407_1	Bid Submission End Date	16.01.2026 at 01.00 PM	27.01.2026 at 01.00 PM
		Technical Bid opening Date	19.01.2026 at 01.00 PM	29.01.2026 at 01.00 PM

Details of NIT's can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfcd.com

Sd/- Divisional Manager
Kalimpong Forest Corporation Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), **মালদা ডিভিশনের গোড্ডা (জিওডিএ) এবং কহলগাঁও (সিএলজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার** জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। • **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-০৩-২০২৬। • **অকশন শুরু ঃ** ৩০.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন ঃ (১)** পিএনইউ-এমএলডিটি-জিওডিএ-টিওআই-৩৩-২৬-১; গোড্ডা। **(২)** পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৬-১; কহলগাঁও। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-297/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণিকক্ষ ও ডাইনিং শেড উদ্বোধন

ফুলবাড়ি, ১৬ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির সিঙ্গিজানি উচ্চবিদ্যালয়ে নবনির্মিত অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ও ডাইনিং শেডের উদ্বোধন হল শুক্রবার। আনুষ্ঠানিকভাবে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা মহকুমার এআই (স্কুল) মাধ্যমিক মনোজকুমার মণ্ডল। ডাইনিং শেডের উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা মহকুমার এসআই (স্কুল) মাধ্যমিক ডঃ শেখ নাসিব আহমেদ। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রমণীকান্ত বর্মন জানান, আইআরডিএফ-এর অর্থানুকূল্যে স্কুলের এই অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ও ডাইনিং সেট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া তৈরি হয়েছে ছাত্রীদের শৌচালয়। এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা। তিনি আরও বলেন, 'ডাইনিং শেড না থাকায় মিড-ডে মিল খেতে পড়ুয়াদের অসুবিধা হচ্ছিল। এখন আর অসুবিধা থাকবে না।'

অনুমোদিত হল ফার্স্ট স্ট্যাটিউট

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পাঁচ বছর পর অনুমোদন হল প্রথম বিধি বা 'ফার্স্ট স্ট্যাটিউট'। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ওই স্ট্যাটিউট অনুমোদন করেছেন। এই বিধি অনুমোদনের ফলে এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেরাই পরিচালনা করতে পারবে। পাশাপাশি এই বিধির মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিটি, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলি নির্ধারিত করতে পারবে। এমনকি গবেষণার কাজও শুরু করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্ট্যাটিউট অনুমোদন হওয়ায় খুশি জেলার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িতরা।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'স্ট্যাটিউট অনুমোদনের ফলে এখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করতে পারব। এমনকি স্ট্যাটিউটের জন্য পিএইচডি এবং অন্য গবেষণার কাজও দ্রুত শুরু করার পরিকল্পনা আছে আমাদের।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর রাজ্যের তরফে স্ট্যাটিউট অনুমোদনের জন্য রাজভবনে পাঠানো হয়। এমনকি রাজভবনের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি 'স্ট্যাটাস রিপোর্টও' পাঠায় আচার্যের কাছে। কিন্তু তার পরেও রাজভবন থেকে দীর্ঘদিন স্ট্যাটিউটের অনুমোদন আসেনি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ৫ বছর পর প্রথম বিধি বা ফার্স্ট স্ট্যাটিউট অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের অনুমোদনের পর এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা যাবে। স্থায়ী রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ, অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন এবং

- এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেরাই পরিচালনা করতে পারবে
- এই বিধির মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত নিয়মাবলি নির্ধারিত করতে পারবে
- গবেষণার কাজও শুরু করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

নতুন কোর্স চালুর পথও প্রশস্ত হল।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন মেলে। তার দু'বছর পর অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হয়। এর মধ্যে রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্যও বিশ্ববিদ্যালয় সামলেছেন। গত দেড় বছর আগে অবশ্য স্থায়ী উপাচার্য পায় বিশ্ববিদ্যালয়। আর তার পরেই গত কয়েক মাস আগে আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে উন্নীত হন। এবার মিলল স্ট্যাটিউটের অনুমোদন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্ট্যাটিউট অনুমোদনের ফলে এখন সমাবর্তন করাও সম্ভব হবে। পাশাপাশি এই পাঁচ বছরে নতুন বিল্ডিং, নতুন কোর্স চালুর ব্যাপারে যেসব কাজ থমকে ছিল তার সবটাই এবার ধীরে ধীরে শুরু করা হবে। এমনকি পিএইচডি এবং অন্য গবেষণার কাজও দ্রুত চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে আলিপুরদুয়ারকে তুলে ধরা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 30000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*

BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank

Whirlpool LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

ONIDA — 1.5 Ton - Inverter ₹ 24990*
Godrej — 1.5 Ton - Inverter ₹ 26490*
VOLTAS — 1.5 Ton - Inverter ₹ 27990*
Haier — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28490*
Panasonic — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
Carrier — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
MITSUBISHI ELECTRIC — 1.5 Ton - Inverter ₹ 29990*

ONIDA — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 28990*
Godrej — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 30490*
VOLTAS — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 33990*
Haier — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 34990*
Panasonic — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990*
Carrier — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 34990*
MITSUBISHI ELECTRIC — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 33990*

LLOYD — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
BLUE STAR — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
LG — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
HITACHI — 1.5 Ton - Inverter ₹ 32490*
SAMSUNG — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30490*
IFB — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
Whirlpool — 1.5 Ton - Inverter ₹ 27990*

LLOYD — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990*
BLUE STAR — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 36990*
LG — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38490*
HITACHI — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 36490*
SAMSUNG — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 37990*
IFB — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35490*
Whirlpool — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 30990*

*All Prices are after Cashback & Exchange

SAMSUNG — Galaxy S25 Ultra
A17 5G (6/128) Cost Price 17999*
S 25Ultra(12/256) Cost Price 122490* 10000/- Cashback on UPI

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback
Apple 17 Pro (256) Cost Price 134900* 4000/- Cashback

vivo
V60 (8/256) Cost Price 38999* 3000/- Cashback on UPI
X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback

MI 15C (6/128) Cost Price 12499*
Note 15 (8/128) Cost Price 22999* 3000/- Cashback

realme
15Y 5G (8/128) Cost Price 19499* 1000/- Cashback
16Pro 5G (8/256) Cost Price 33999* 3000/- Cashback

oppo
A6 Pro (8/128) Cost Price 21999* 2000/- Cashback
Reno15 (8/256) Cost Price 45999* 10% Cashback

Haier BLUE STAR VOLTAS Godrej
DEEP FREEZER
Starting From ₹ 15990

LG IFB Haier Godrej Panasonic
MICROWAVE
Starting From ₹ 5990

KENSTAR BAJAJ USHA PHILIPS Sunflame HAVELLS
MIXER GRINDER
Starting From ₹ 1490

Great Eastern™
We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

QLED 100
144Hz with AI Center Max
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
₹ 2,44,990

75 QLED
₹ 55,990

65 QLED
₹ 40,990

55 4K GOOGLE TV
₹ 25,990

43 QLED
₹ 22,490

43 GOOGLE TV
₹ 15,990

32 QLED
₹ 11,990

32 GOOGLE TV
₹ 9,990

32 SMART
₹ 7,990

24
₹ 5,990

Whirlpool 184 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 13990*

188 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 14490*

IFB 187 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 14990*

Haier 185 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15490*

Godrej 184 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15490*

LG 185 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15690*

BOSCH 207 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 18990*

Godrej 238 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 21490*

IFB 243 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 21990*

LG 242 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 22990*

Haier 240 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 23490*

Whirlpool 235 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 23990*

LG 308 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 28990*

BOSCH 269 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 29990*

Haier 300 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 30490*

Godrej 330 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 33990*

LG 408 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 37990*

Godrej 472 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 47490*

Haier 596 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 64190*

Godrej 600 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 71190*

LG 650 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 75190*

Haier 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 15290*

Godrej 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 15990*

Godrej 7.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 17990*

BOSCH 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 18490*

LG 8 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 18690*

LG 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 21490*

IFB 6.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 21990*

IFB 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 25490*

8.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 25990*

BOSCH 10 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 30990*

Haier 6 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 24490*

LG 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

Godrej 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

Whirlpool 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 28990*

IFB 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 32490*

LG 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 32990*

BOSCH 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 34590*

IFB 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 36490*

LG 13 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 56490*

KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware

WATER HEATER
Starting Price
₹ 2190*

PHILIPS

INDUCTION
₹ 2090*

HAVELLS

MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD
₹ 2090*

BAJAJ

MIXER GRINDER (3 JAR) + IRON
₹ 2290*

PHILIPS

MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD
₹ 2390*

KENSTAR

MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER
₹ 2790*

HAVELLS

AIR FRYER
₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257

BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100

RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028

MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029

BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660

JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859

S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025

COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - **8240823718**

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI

ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

নামেই মিত্র

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টানা তিনবার প্রধান পদে বসছেন মহিলারা। বর্তমান প্রধানের হয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাঁর স্বামী। মহিলা আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্য প্রশ্নের মুখে।

পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের দেখা নেই

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ১৬ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের আসনটি মহিলা সংরক্ষিত। টানা তিনবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে বসেছেন মহিলারাই। সেই নিয়ম মেনে সেখানে প্রধান হয়েছেন হেমন্তী রায় মাঝি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে নিয়মিত তাঁর দেখা পান না গ্রামবাসী। কারণ বকলমে প্রধানের কাজ করেন তাঁর স্বামী হরিপদ রায় মাঝি। তিনি আবার গোপালপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি। গ্রামবাসীরা নিজেদের মোবাইল ফোনে প্রধান হিসেবে হরিপদর নম্বরই সেভ করে রেখেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, কাজ যদি প্রধানের স্বামীই করেন, তাহলে মহিলা সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন কী?

২৪ আসনবিশিষ্ট গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৮ হাজার ৫৮০ জনসংখ্যা। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানের চেয়ারে বসেন হেমন্তী। গোপালপুরের বাসিন্দা বিমল বর্মন বলেন, 'এলাকার যে কোনও সমস্যা নিয়ে প্রধানের স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও প্রধানকে সবসময় পাওয়া যায় না। তবে প্রধানের স্বামীকে পাওয়া যায়। তাই আমরা প্রয়োজনে প্রধানের স্বামীর কাছেই যাই।' অপর বাসিন্দা তারাপদ বর্মন বলেন, 'আমরা প্রধান বলতে হরিপদকে চিনি। আমাদের এলাকায় কোনও সমস্যা হলে বা কিছুর প্রয়োজন হলে হরিপদকেই পাই। প্রধানকে

হেমন্তী রায় মাঝি।

তো দেখাই যায় না।' অপর বাসিন্দা মদন বর্মনের কথায়, পানীয় জলের সমস্যা হোক বা রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজন, সমস্ত কিছু প্রধানের স্বামীকে জানাতে হয়। প্রধানের মোবাইল নম্বরই স্থানীয়দের কাছে নেই। তাই প্রশাসনিক পদে হেমন্তী রায় মাঝে থাকলেও সমস্ত কাজ করেন তাঁর স্বামী।

এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। দলের ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বর্মন বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখছি, প্রধানের চেয়ারে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন। তবে প্রধানের কাজ শুধু সই করা, বাকি কাজ তাঁর স্বামীই করছেন। এটা আইনবিরুদ্ধ কাজ।'

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হেমন্তী রায় মাঝি বলেন, 'এসব মিথ্যা অভিযোগ। আমি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যাই, প্রশাসনিক সমস্ত কাজ করি। বাইরের কিছু কাজে স্বামী সাহায্য করেন। এতে অন্যায়ের কিছু নেই।' এই ব্যাপারে প্রধানের স্বামী বলেন, 'দলীয় দায়িত্ব রয়েছে, তাই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে হয়। একজন মহিলার পক্ষে সমস্ত এলাকায় যাওয়া সম্ভবও হয় না। আমি স্ত্রীকে সাহায্য করি, কিন্তু প্রধানের কাজ স্ত্রীই করেন।' গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রধান থাকা সত্ত্বেও অন্যজনের হাতে বকলেম শাসনভার ভালো চোখে নিচ্ছেন না স্থানীয়রা। তাঁদের মন্তব্য, কাজ করতে না দিলে প্রধান শিখবেন-জানবেন কিভাবে?

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দিনহাটা-২ ব্লকে

১২০ বিএলও'র গণ ইস্তফা

শুভদীপ চক্রবর্তী

সাহেবগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে একেক দিন একেক রকমের নির্দেশিকা জারি করছে নির্বাচন কমিশন। সেই নতুন নিয়মে কাজ করতে এবং নাগরিকদের বোঝাতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন বিএলও-রা। হয়রানির শিকারও হচ্ছেন। এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার দিনহাটা-২ ব্লকের ১২০ জন বিএলও গণ ইস্তফা দিলেন।

দিনহাটা-২ ব্লকের মোট বিএলও'র সংখ্যা ২২৫। তাঁদের মধ্যে ১২০ জন লিখিতভাবে ইস্তফাপত্র জমা দেন বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার নীতীশ তামাংয়ের কাছে। শনিবার থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজ করবেন না বলে তাঁরা জানিয়েছেন। ফলে এই দিনহাটা-২ ব্লকজুড়ে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

এবিষয়ে বিডিও নীতীশ তামাং বলেন, ১২০ জন বিএলও স্বাক্ষরিত একটি গণ ইস্তফাপত্র হাতে এসেছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। তবে আগামীতে কীভাবে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ চলবে তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি। এদিন সকাল

দিনহাটা-২ ব্লকের বিএলও-দের একাংশের অবস্থান। শুক্রবার।

থেকে দিনহাটা-২ ব্লক প্রশাসনের অফিসে চলছিল এসআইআর-এর লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি শুনানি। সেই শুনানি চলাকালীন ব্লক অফিস চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি গণ ইস্তফা দেন বিএলও-রা। এদিন বিএলও অধিকাররক্ষা কমিটির দিনহাটা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে চলছিল সেই কর্মসূচি। বিক্ষোভ শেষে উপস্থিত বিএলও-দের এক প্রতিনিধিদল বিডিও তথা এইআরও'র সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে গণ ইস্তফাপত্র তুলে দেয়। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন নির্দেশ আসছে। প্রতিটি বুথে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি তালিকায় এসেছে, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিফিকেশন করা অসম্ভব। পরিস্থিতি এমন, ভোটার তালিকায় কারও নাম না থাকলে তার দায়দায়িত্ব বিএলও-দের উপরে পড়বে। এতে ভোটাররা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়বেন। তাতে বিএলও-দের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়বে। দীর্ঘদিন ধরে সঠিকভাবে স্কুল না করতে পারায় স্কুলগুলির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

এদিকে, বিএলও-দের গণ ইস্তফার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, বিডিও অফিস চত্বরে যাতে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের নেতৃত্বে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

দিনহাটা বিধানসভার ১০৬ নম্বর বুথের বিএলও হানিফ

- দিনহাটা-২ ব্লকের বিএলও'র সংখ্যা ২২৫। ইস্তফা দেওয়া ১২০ জন শনিবার থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করবেন না বলে জানান
- নির্বাচন কমিশনের নতুন নতুন নির্দেশিকায় তাঁদের কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি
- তৃণমূলের নির্দেশেই জটিলতা তৈরির জন্য বিএলও-রা এই কাজ করছেন বলে বিজেপির দাবি

শিকদার বলেন, বাঁচার অধিকার সবার আছে। আমরা বাঁচতে চাই। যাঁদের ম্যাপিং রয়েছে তাঁদেরও শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। প্রথমে আমরা ভোটারদের বলেছিলাম আপনারা কাগজ দিন, আর কিছু করতে হবে না। তারপরেও তাঁদের নোটিশ এসেছে। কাজের কোনও গাইডলাইন নেই, নিয়ম নেই। অনিয়মে হোয়াটসঅ্যাপে চলছে সবকিছু।

৭/৯৭ বুথের বিএলও জাফর নুরে সাদিক বলেন, মানসিকভাবে আমরা ভেঙে পড়েছি। তাই ইস্তফা দিলাম। যাঁরা বাকি রয়েছেন, তাঁরাও আগামীতে ইস্তফা দেবেন।

এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, কেন তাঁরা ইস্তফা দিলেন তা আমার জানা নেই। তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমার কাছে খবর রয়েছে, তৃণমূলের নেতারা এসব নির্দেশ দিচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, সব চাইতে বেশি রোষের মুখে পড়ছেন বিএলও-রা। তাঁরা তো ওই গ্রামেরই বাসিন্দা। সমস্যায় পড়লে সাধারণ মানুষ বিএলও-দের সামনে পেয়ে তাঁদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছেন। সেই জায়গা থেকে নিজেদের বাঁচাতে তাঁরা গণ ইস্তফা দিয়েছেন বলে শুনেছি।

শীতকালে কম্বল ছাড়া রামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীরা।

মালদা সফরে প্রধানমন্ত্রী

স্কুল ছুটি, নিরাপত্তার চক্রব্যূহে দুর্ভোগ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : আর পাঁচটা দিনের চাইতে এদিন স্কুলের প্রার্থনা লাইনের ছবিটা ছিল একেবারেই আলাদা। প্রার্থনা লাইনে প্রধান শিক্ষক ঘোষণা করলেন, 'কাল থেকে দু'দিন স্কুল ছুটি...। স্কুলে পুলিশ থাকবে।' এই ঘোষণা শুনেই পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাইস্কুলের হাজারো পড়ুয়া উল্লাসে ফেটে পড়ে। কী মজা! স্কুল ছুটি।

শুধু কালাচাঁদ হাইস্কুলই নয়, মালদা শহরের রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়, রেলওয়ে হাইস্কুল, পুরাতন মালদা পুর এলাকার জিকে হাইস্কুল, আহ্লাদমণি হাইস্কুল, সাহাপুর হাইস্কুলের মতো দশটি স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরে ওই স্কুলগুলিতে ঠাঁই নিয়েছেন সিভিক ও পুলিশকর্মীরা। তবে স্কুল ছুটিতে পড়ুয়ারা খুশি হলেও ক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কালাচাঁদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাহুলরঞ্জন দাসের বক্তব্য, 'সবে নতুন শিক্ষাবর্ষের পড়াশোনা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরে পুলিশকর্মীদের জন্য স্কুল ছুটি দিতে হয়েছে। আর এবার প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য। সিলেবাস শেষ হবে কীভাবে?'

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য মালদার টাউন স্টেশনে এসে চরম বিপাকে পড়ছেন যাত্রীরা। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্টেশন চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, স্টেশনের বেশ কিছুটা দূর থেকে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন এক দম্পতি। তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন বেঙ্গালুরু থেকে আসা ১২৫০৯ নম্বর ট্রেন এসে দাঁড়ায় পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একে স্টেশনের অনেকটাই দূরে ওই দম্পতিকে নামিয়ে দিয়েছেন টোটোচালক। তারপর ট্রেন ধরার জন্য র‍্যাম্প ধরে অনেকটাই হাঁটতে হবে। মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে গিয়ে চরম শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছেন তাঁরা। ওই ট্রেন ধরতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব মহিলা অনুপমা চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি মালদা শহরের বুড়াবুড়িতলায়। বয়সজনিত কারণে হাঁটতে চলতে বেশ অসুবিধা হয়। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার অনুমতি নেই। তাই লিফট কিংবা এসকালেটার ব্যবহার করারও সুযোগ নেই। অগত্যা র‍্যাম্প দিয়ে হাঁটা শুরু করেন তিনি। চলতে চলতে বলতে থাকেন, 'আগে জানলে আজ যেতাম না।'

প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য রেলমন্ত্রকের একের পর এক নির্দেশে কার্যত দিশেহারা মালদা ডিভিশনের রেলকর্মীরা। এই যেমন মালদা টাউন স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীর সফর চলাকালীন ডিজেল শেডে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ট্রেনের ইঞ্জিন চালু রাখা যাবে না। মাত্র ৩৫ মিনিটের প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য রেলকে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে অভিযোগ। এক রেলকর্মী জানান, মালদার ডিজেল শেডে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০টি ইঞ্জিন থাকে। সব ইঞ্জিনের 'স্টার্ট' বন্ধ করে রাখতে হবে। একটি ইঞ্জিন ফের চালু করতে হলে প্রায় ১২০০ লিটার করে তেলের অপচয় হবে। আর সেইজন্যই অন্য সময়ে সচরাচর ইঞ্জিনের 'স্টার্ট' বন্ধ করা হয় না। রেলকর্মীদের জন্যও জারি হয়েছে একাধিক নির্দেশিকা। রেলের কর্মীদের পরিচয়পত্র দু'দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে। স্থায়ী পরিচয়পত্র কোনও কাজে লাগবে না ওই দুইদিন। উলটে এই দুইদিনের জন্য দিল্লি থেকে বিশেষ কার্ড এসেছে। সেই কার্ড পাওয়ার জন্য রেলকর্মীদের পরিবারের সকলের তথ্য দিতে হয়েছে কেন্দ্রকে। দিতে হয়েছে প্রত্যেকের আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর সহ নানা রকম তথ্য। মোদির অনুষ্ঠান চলাকালীন সব মালগাড়ি ও যাত্রীবাহী ট্রেন আগের স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। তাই শনিবার এই সময়কালে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের যাত্রীরা সমস্যায় পড়তে পারেন।

অপলকে।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মোষ সহ গ্রেপ্তার দুই

বক্সিরহাট, ১৬ জানুয়ারি: আন্তঃরাজ্য মোষ পাচার ঠেকাতে তৎপর বক্সিরহাট থানা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গাপাকরি নাকা পয়েন্টে একটি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ২১টি মোষ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। পরিবহণের বৈধ নথি দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় চালক ও খালাসিকে। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় লরিটিকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আবুল কাশেম এবং সিরাজুল ইসলাম। তাঁরা অসমের বরপেটার বাসিন্দা।

দায়িত্বে দীপক

সিতাই, ১৬ জানুয়ারি : সিতাই বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করতে বিজেপি সিতাই বিধানসভায় কনভেনার হিসেবে দীপককুমার রায়কে নিযুক্ত করেছে। আগেও তিনি একই দায়িত্ব পালন করেছেন। নেতৃত্বের আশা, তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় ভোটের ময়দানে আরও শক্তিশালী হবে বিজেপি।

ফাঁসে মৃত্যু

দিনহাটা, ১৬ জানুয়ারি : দিনহাটার পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জমাদারবসের বাসিন্দা পরেশ বর্মনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার বাড়ির বাইরে ফাঁকা জমিতে একটি শিমুল গাছে ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ ঝুলছিল। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

রামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেলে না চাদর-কম্বল

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৬ জানুয়ারি : স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হলে বাড়ি থেকে বিছানার চাদর নিয়ে আসতে হয়। শীতে কম্বলও পান না তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীরা। একান্ত বাধ্য না হলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনেকে ভর্তি থাকতে চান না। নিজেরাই রেফার নিয়ে অন্যত্র চলে যান। ফলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধিকাংশ বেড ফাঁকা। এনিয়ে আসন্ন বিধানসভা ভোটের মুখে জনমানসে ক্ষোভের পারদ চড়ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি শয্যা থাকা সত্ত্বেও অব্যবস্থার কারণে প্রাথমিক চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগসুবিধা নেই। পর্যাপ্ত চিকিৎসকও নেই। নার্স, গ্রুপ-ডি কর্মী, কর্মবন্ধু, সুইপার পদে ঘাটতি রয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত একাধিক ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন জরুরি। যদিও সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

১০ শয্যার এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১ ও ২ এছাড়া ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আলিপুরদুয়ারের বারবিশার বাসিন্দারা নির্ভরশীল। আউটডোরে দেখালেও এসব সমস্যার জন্য অনেকেই ভর্তি থাকতে চাইছেন না। রোগীদের একাংশের অভিযোগ, এখানে সবরকম পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হলেও আদতে কিছুই মেলে না।

> **দিনকয়েক আগে এক রোগীকে এনেছিলাম। ভর্তির পর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিছানার চাদর, কম্বল কিছুই দেওয়া হয়নি।**
>
> **দিলীপ বর্মন**
> স্থানীয় বাসিন্দা

একথা মানতে চাননি তুফানগঞ্জ-২'এর বিএমওএইচ মনোরঞ্জন দাস। তাঁর সাফাই, 'রোগীদের বেডে চাদর দেওয়া হয়। কিছুক্ষেত্রে পরিবার কম্বল নিয়ে আসে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত চাদর, কম্বল দুই-ই রয়েছে। চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

দিনছয়েক আগে রামপুরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব মানস মিয়াঁ অসুস্থ হয়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন। তাঁর অভিযোগ, ভর্তির পর ঠান্ডায় কাঁপলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে কম্বল পাননি। পরে বাড়ি থেকে কম্বল আনতে বাধ্য হয়েছেন।

বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের জন্য সাকুল্যে দুজন চিকিৎসক। কোনও কারণবশত একজন চিকিৎসক অসুস্থ কিংবা ছুটিতে থাকলে বাকি একজনের পক্ষে বহির্বিভাগের রোগী দেখার পর জরুরি বিভাগ সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বেডের অভাবে প্রায়ই রোগীদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। স্থানীয় রমেশ দাস বলেন, 'সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিতকরণে রামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা, চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।' তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেছেন, 'কেন এমন হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

কোচবিহারের জনপদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক-একটি সময়ের গল্প। কোথাও পশুপাখির স্মৃতি, কোথাও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রভাব, আবার কোথাও এলাকার ভৌগোলিক রূপই হয়ে উঠেছে নামকরণের ভিত্তি। তেমনি কোচবিহার শহরের পাটাকুড়া এলাকাটির নামকরণের পিছনেও রয়েছে অতীত ইতিহাস।

'কুড়াহীন' হয়েছে কোচবিহারের পাটাকুড়া

কী নামে ডেকে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি: রাজবংশী ভাষায় 'কুড়া' শব্দের অর্থ অগভীর জলাশয়। পাটাকুড়ায় একসময় ছিল ছোট ছোট কুড়া। কুড়াতে পাট জাগ দেওয়া হত। সেখান থেকেও এই পাটাকুড়া নামকরণ বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে পাটাকুড়া এলাকাটি দুটি ভাগে বিভক্ত- পাটাকুড়া ১৬ আর ১৮ নম্বর মিলে পাটাকুড়া। নিউ পাটাকুড়া পড়েছে গুড়িয়াহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলকায়। কোচবিহারের ইতিহাস গবেষক স্বপনকুমার রায় বলছেন, 'পাটাকুড়া হয়তো রাজাদের কোনও রাজপাট অথবা কোন দেবদেবীর পাট। কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় গর্ত করে মাটি তুলে সেই মাটি দিয়ে উঁচু বাড়ি হয়েছে। সাগরদিঘি থেকে শুরু করে কোচবিহার শহরের বুকে বিভিন্ন দিঘিতে এর প্রমাণ দেখা যায়। অনুমান করা যেতেই পারে, সেরকমই এখানে কুড়া বানিয়ে এই মাটি বাড়ি তৈরির কাজে লাগানো হয়েছিল।'

বন্যায় বাড়ি ভাঙা পড়েছিল মহারাজার ল' অ্যাসিস্ট্যান্ট অখিলচন্দ্র পালিতের। ৮০ জনের পরিবার রাতারাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গিয়েছিল সেসময়। নিউ পাটাকুড়ায় জমি দেওয়া হলেও সেখানে তাঁরা যাননি। তাঁর বংশধর অনিরুদ্ধ পালিতের মুখে জানা গেল পাটাকুড়া নামের আরও একটি তথ্য। তিনি বললেন, 'মহারাজার দর্জি প্রমোদরঞ্জন বোসের (খোকা দর্জি) মুখে শুনেছি, গোলবাগান চত্বরে কোনও এক সময় একটা জলাশয় ছিল। কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা

কোচবিহার শহরের পাটাকুড়া মোড়।

ভূমিকম্পে সেটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ওই সময় থেকে ওই অঞ্চলকে বলা হত ফাটা কুড়া। পরবর্তীতে যা পাটাকুড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে।'

অনেকে বাড়ি বিক্রি করে চলে গেলেও, পাটাকুড়ায় এখনও বহু পুরোনো পরিবার রয়েছে। বোস বাড়ির চতুর্থ প্রজন্ম সোমনাথ বোসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'আমাদের পাটাকুড়ার ইতিহাস যাতে হারিয়ে না যায় সে জন্য বয়স্কদের সঙ্গে কথা বলে লেখা, অডিওর মাধ্যমে আমরা যতটা পারছি পাড়ার ইতিহাস রক্ষা করার চেষ্টা করছি।'

সালটা ১৯৫৪। ভয়ংকর রূপ নেয় তোর্ষা। এমনিতেই পাহাড়ে মানে ভুটানে বৃষ্টি হলে তোর্ষায় জল বাড়ে। তার উপর এই একটানা বৃষ্টিতে সেই নদী জলে টইটুম্বুর। প্রবল জলরাশি নিয়ে তোর্ষার সে এক ভয়ংকর রূপ। দেখতে দেখতে নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক চর, এ টিম মাঠ, বি টিম মাঠ, কোচবিহার মহাশ্মশান, কারিশাল মসজিদ। একটু একটু করে শহরের দিকে সরে আসছে তোর্ষা। ভাঙন শুরু হল বৃষ্টি থামার পর। পাটাকুড়া অঞ্চলে ছিল রাজবাড়ির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ি, চাপরাশিপট্টি। ভাঙনে তলিয়ে গেল। রাজপরিবারের রানিবাগান বা কেশব আশ্রমও বাদ গেল না। তলিয়ে গেল কেশব আশ্রমের অর্ধেকের বেশি। পাটাকুড়া থেকে হাজরাপাড়া, চোখের সামনে ভেঙে ভেঙে পড়েছিল দালানকোঠা। প্রত্যক্ষদর্শীরা কয়েকজন আজও বেঁচে আছেন। ৮৮ বছরের মলয়কুমার বোসের মুখ থেকে বেশ কিছু ঘটনার কথা জানা গেল। সেসময় নৌকাডুবি হতে দেখেছেন শিবরঞ্জন দে (৮২)। নদীগর্ভে মহাশ্মশান তলিয়ে যাওয়ায় শ্মশানটি বর্তমান স্থানে (বিবেকানন্দ স্ট্রিট) স্থানান্তরিত হয়। পাটাকুড়ায় একটা বড় অংশ তোর্ষার গ্রাসে চলে যাওয়ায় শহরের অপরপ্রান্তে সূচনা হয় নিউ পাটাকুড়ার। বাড়িঘর হারিয়ে দিশেহারা প্রায় ৫০০ পরিবারকে সরকারের তরফে শহরের পূর্বপ্রান্তে জায়গা দেওয়া হয় বসবাসের। নিজেদের শিকড়কে মনে রাখার জন্য বাসিন্দারা সেই পুরোনো নামেই তাঁদের নতুন জায়গার নামকরণ করেন। পাটাকুড়ার গোলবাগানের আদলে সেই নতুন বা নিউ পাটাকুড়াতেও তৈরি হয় আরেকটি গোলবাগান। এখানে দেখা হল অশোক চাকির সঙ্গে। তাঁর ঠাকুরদা দেবেন্দ্রনাথ চাকি তোর্ষার ভাঙনে বাড়িঘর হারিয়ে নিউ পাটাকুড়ায় বাড়ি তৈরি করেছিলেন। রানিবাগানের কাছে থাকত উপেন্দ্রনাথ দেবের পরিবার। ঘরবাড়ি হারিয়ে তাঁরাও নিউ পাটাকুড়াতে আসেন বলে জানালেন উপেন্দ্রনাথের বংশধর উদয়শংকর দেব।

- দিনহাটা শহরের অদূরে আমবাড়ির প্রধান সড়কের পাশে প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে তিন বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছিল এই আধুনিক সার তৈরির প্রকল্প
- ওই এলাকা অলিখিতভাবে পরিণত হয়েছে বিশাল ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, প্রকল্প চালু না হওয়ায় ক্ষোভ

সার প্রকল্প এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৬ জানুয়ারি : ঘটা করে সার কারখানা তৈরি করেছিল দিনহাটা পুরসভা। শহরের অদূরে আমবাড়ির প্রধান সড়কের পাশে প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে তিন বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছিল এই আধুনিক সার তৈরির প্রকল্প। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, শহরের আবর্জনা সেখানে ফেলে পরে পৃথকীকরণ করে জৈব সার তৈরি করা। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সার তৈরির কারখানার পরিবর্তে ওই এলাকা অলিখিতভাবে পরিণত হয়েছে বিশাল ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। সুবিস্তৃত জমিজুড়ে আবর্জনার পাহাড় গড়ে উঠেছে, যা প্রধান সড়ক থেকেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ফলে একদিকে যেমন চরম দৃশ্য দূষণ হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও মারাত্মক আকার নিচ্ছে।

সাহেবগঞ্জ থেকে প্রতিদিন দিনহাটা যাতায়াত করেন পূরবীবালা রায়। টোটো, অটোতেই দীর্ঘ যাত্রাপথ। তাঁর অভিজ্ঞতা, আমবাড়ির এই এলাকায় পৌঁছোলে মাঝেমধ্যে নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। শুধু অস্বস্তিই নয়, এই দুর্গন্ধ থেকে নানা ধরনের রোগব্যাধির আশঙ্কাও থেকে যায় বলে মনে করছেন পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পুর এলাকার সমস্ত আবর্জনা এখানে ফেলা হলেও তা প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা শুরু হয়নি। ফলে দিনের পর দিন আবর্জনার স্তূপ বাড়ছে এবং সমস্যা আরও জটিল হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ রায়ের মতে, এভাবে খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলে রাখায় মাটি, জল ও বাতাস- তিনটিই দূষিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি এমইডি কর্তৃপক্ষ ওই এলাকা পরিদর্শন করেছে। আমরাও চাইছি যত দ্রুত মেশিন এনে কাজ শুরু করতে। এমইডি কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পটি কার্যকর হবে।

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের উন্নয়নে গতি আনতে

৩,২৫০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের রেল এবং সড়ক প্রকল্প

যাত্রার শুভারম্ভ

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে
হাওড়া - গুয়াহাটি (কামাখ্যা)

কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে
গুয়াহাটি (কামাখ্যা) - হাওড়া

••••••••

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল

নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচ্চিরাপ্পল্লী

আলিপুরদুয়ার - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

আলিপুরদুয়ার - মুম্বই (পানভেল)

••••••••

মেল এক্সপ্রেস

বালুরঘাট - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

রাধিকাপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

৪ লেন-এর রাস্তা

এনএইচ-২৭-এর ধূপগুড়ি - ফালাকাটা অংশ

নতুন রেল লাইন

বালুরঘাট এবং হিলির মধ্যে

লোকো শেডের উন্নয়ন

শিলিগুড়িতে

নেক্সট জেনারেশন ফ্রেট রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা

নিউ জলপাইগুড়িতে

বন্দে ভারত ট্রেনের জন্য

জলপাইগুড়িতে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ

নিউ কোচবিহার ও বামনহাট-এর মধ্যে

নিউ কোচবিহার ও বক্সিরহাট-এর মধ্যে

প্রকল্পগুলির উপকারিতা

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন
- সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক যাত্রা
- যাত্রার সময় প্রায় ২.৫ থেকে ৩ ঘণ্টা হ্রাস
- গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিমি পর্যন্ত
- জীবানুনাশক প্রযুক্তিসম্পন্ন শৌচালয়

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
- যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য যাত্রা

মেল এক্সপ্রেস ট্রেন
- আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন
- পর্যটন এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ
- দ্রুততর এবং আরও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা
- উন্নত সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রার সময় হ্রাস
- পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রেলযাত্রা

এনএইচ-২৭ সড়ক প্রকল্প
- গুরুত্বপূর্ণ চিকেন নেক করিডোর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি
- শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটির মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ১ ঘণ্টা হ্রাস

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

১৭ জানুয়ারি ২০২৬ | মালদা টাউন স্টেশন | সকাল ১১ টায়

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীতিন জয়রাম গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

খগেন মুর্মু
সাংসদ

ইশা খান চৌধুরী
সাংসদ

ভারতীয় রেলওয়ে

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৯ সংখ্যা, শনিবার, ৩ মাঘ ১৪৩২

হয়রানির ‘গণতন্ত্র’

নির্বাচন কমিশনের প্রচারে সবসময় বলা হয়, ভোটদানের হার যত বেশি হবে, তত গণতন্ত্রের হাত শক্ত হবে। নির্ভয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোটদান, ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ করার দায়িত্ব পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রক্রিয়া দেখে কিন্তু স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যাঁদের ভোটে গণতন্ত্র মজবুত হয়, সেই সাধারণ মানুষকে শুনানির নামে হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে। লজিস্টিক ডিসক্রিপেন্সির নামে শুনানিতে ডাকায় সেই অভিযোগ আরও জোরালো হচ্ছে। ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ভোটারদের সন্দেহের চোখে দেখা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক বৈকি।

ভোটার তালিকাকে অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত করা দরকার। অবৈধ ভোটারের তালিকায় ঠাঁই হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই যুক্তিতে জীবিত মানুষকে মৃত বলে দেখিয়ে দিলে কিংবা পারিবারিক তথ্যের মিল নেই কেন প্রশ্ন তুলে ভোটারের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হলে তা নিঃসন্দেহে চিন্তার কথা। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরুর পর বহু সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছেন। বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে- এই আতঙ্কে অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আবার নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন ফরমানের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন বলেও অভিযোগ আছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি যেসব রাজ্যে এসআইআর চলছে সেখানেও বিএলও-দের আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে। এত মৃত্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিন্তু ভাবলেশহীন। অতীতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদের নাম মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। জ্ঞানেশ কুমারের আমলে সেই সুনাম হারিয়ে যাচ্ছে।

ভোট চুরি, ভোটার তালিকায় গরমিল, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত ইত্যাদি অভিযোগে কমিশনকে ঘিরে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এসআইআর-এর শুনানিতে হয়রানি বাড়তে থাকায় কমিশনের বিরুদ্ধে গণরোষ ক্রমশ বাড়ছে। ফরাক্কা, চাকুলিয়ার অশান্তি সেই রোষের বহিঃপ্রকাশ। এটা ঠিকই যে, হিংসা, অশান্তি কখনও বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন নিদানে সাধারণ মানুষের হতাশা, আশঙ্কা, বিরক্তি, ক্ষোভকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

কমিশনের নতুন নিয়মে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আর এসআইআর-এর বৈধ নথি নয়। এই ঘোষণার পর এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন খামখেয়ালির অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছে। এলাকা বেছে নোটিশ পাঠানোর অভিযোগও আছে। এতে বিভ্রান্তি বাড়ছে। অথচ নির্বাচন কমিশন নির্বিকার। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, যেখানে বহু পরিবারে শিক্ষার আলো পৌঁছোয়নি, আর্থিক বৈষম্য ভয়াবহ, দু’বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়া যেখানে স্বপ্ন, মাথার ওপর ছাদটুকুও যেখানে পাওয়া যায় না, সেই দেশে এই পরিস্থিতি নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে।

ভোটার তালিকা, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি নথিতে নামধাম, বাবা বা স্বামীর নাম, বয়স, লিঙ্গের মতো ভুল সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় করেন না। কমিশনের মতো যে সমস্ত সংস্থা নথিগুলি তৈরি করে, তাদের গাফিলতির কারণেই ভুল থেকে যায়। অথচ এই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এসআইআর-এ ২০০২ সালের যে তালিকাকে নির্বাচন কমিশন মানদণ্ড বলে চিহ্নিত করেছে, সেখানে কোনও ভুল থেকে থাকলে তার দায় কমিশনেরই।

কিন্তু কমিশন সেই ভুল স্বীকার করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে মুখে কুলুপ এঁটে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ফলে নোটবন্দি থেকে এসআইআর-এ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আমজনতার হয়রানির ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। শুধু রূপভেদ হয়েছে, কিন্তু চরিত্রগত কোনও পরিবর্তন হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশে এই ঘটনা লজ্জাজনক বৈকি।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

- শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

গোলাপের দেশে শুধুই রক্তাক্ত সিনেমা

ইরানে শুরু হয়েছে খামেনেইয়ের লোহার দুর্গে ফাটল। হারানো স্বজনকে খোঁজা চলছে ডিজিটাল কফিনে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আব্বাস কিয়ারোস্তামির সিনেমার কাব্যময় বাস্তবতা নিয়ে লেখালেখি হয় প্রচুর। ঠিক এভাবেই আলোচনায় আসে আসগর ফারহাদির মানবিক দিক বা পারিবারিক সংঘাত। জাফর পানাহির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততা। মজিদ মজিদির শ্রমিক শ্রেণি ও শিশুদের নিয়ে নিওরিয়ালিজমের কাব্য ভাবনা।

ইরানের বিশ্বকাঁপানো এই চিত্র পরিচালকরা সবাই মিলে একটি ছবি বানাতে চাইলেও এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারবেন না। ইরান এখন যা দেখছে বাস্তবে। গোলাপের দেশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে, বারুদের গন্ধে। সাম্প্রতিক ইরানের যে কয়েকটা ভিডিও বিশ্বজুড়ে ভাইরাল, তার কয়েকটা দেখলে শিউরে উঠতে হয় বারবার। মনে হবে চারপাশের বিশ্ব সংসার সম্পূর্ণ অনিত্য। আমি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি এক অচেনা পৃথিবীর অভ্যন্তরে।

ডিজিটাল মর্গ বলে শুনেছেন কিছু? অজস্র স্বজনহারা মানুষ একটি লাশকাটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের সন্ধানে। কান্নায় ভরে গিয়েছে চারপাশের আকাশ। অথচ মৃতদের সরাসরি দেখার কোনও উপায় নেই। এত কাছে, শেষবারের জন্য ছোঁয়ারও আইন নেই। বড় পর্দায় মৃতদের ছবি দেখে বলতে হবে, ওটাই কি তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন, যে হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য?

হারানো স্বজনকে চিনতে পারলে আবার অন্য সমস্যা। তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া কঠিন। প্রথমত, আত্মীয়দের কাছে অর্থ চাওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, মানুষ যে পছন্দের জায়গায় তাঁকে কবর দিতে পারবে, তা নয়। পিছন পিছন তাড়া করবে মিলিটারি। তৃতীয়ত, কোনওমতে দ্রুত তাকে কবর দিতে বলা হবে। সেই কবর বেশিদিন থাকা কঠিন।

সোজা কথায়, সরকারি বিক্ষোভে মৃত মানুষের শেষকৃত্য করার পর্যন্ত উপায় নেই। ইরানের মৌলবাদী সরকার তা করতে দেবে না সহজে। বিস্ফোরক ইরানে অনেক শহরেই এখন এইরকম ব্যবস্থা। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, ইন্টারনেট নেই সে দেশে। বহু বছর ধরে সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের ভয়ে ইউরোপে পালিয়ে গিয়েছেন অনেক আত্মীয়কে ফেলে রেখে। তাঁরা এতদিন অন্তত খোঁজখবর পেতেন কাছের মানুষগুলোর। এখন সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ইরানিরাও তীব্র সংকটে।

তাঁদের কাছের মানুষগুলো আদৌ বেঁচে আছেন কি না, সেটা তাঁরা জানতে পারছেন একবারই। যখন ইরানি আত্মীয়-স্বজন ইরাকের সীমান্তের কাছাকাছি শহর বা গ্রামে গিয়ে নেটের অস্তিত্ব পাচ্ছেন কিছুটা। ফোন করছেন। বলছেন, অমুকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে।

তিন বছর আগে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভে নেমে গ্রেপ্তার হন ২২ বছরের তরুণী মহসা আমিনি। জেলে থাকার সময় তাঁকে মেরে ফেলে পুলিশ। সেই সময় যেভাবে জনস্রোত বিক্ষোভে নেমেছিল, তা ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর আর দেখা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ সব অতীতকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

আগের বিক্ষোভ ছিল একান্তভাবেই শুধু মহিলাদের। সেখানে সঙ্গী হয়েছিল জেন জেড। এবার বিক্ষোভ শুরুই হয়েছে ব্যবসায়ীদের হাত ধরে।

আজকের ইরান ঠিক কী জায়গায়? নেটহীন দেশের আসল খবর সবসময়ই পাওয়া মুশকিল। বিবিসি, সিএনএন-এর মতো পশ্চিমী ওয়েবসাইটগুলো দেখলে একরকম খবর মিলছে। আল জাজিরার মতো পশ্চিম এশিয়ার নামী ওয়েবসাইট দেখলে আবার অন্য খবর। মৃত আর ধৃতদের সংখ্যা ফারাক হয়ে যাচ্ছে বিস্তর। এবং বিভ্রান্তিও বিস্তর।

আমরা যে মৃতদের খবর জানছি তা মূলত আমেরিকার এক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সির (এইচআরএএনএ) মাধ্যমে। বুধবার পর্যন্ত তাদের হিসেবে ইরানে লোক মারা গিয়েছে ২৬১৫। ইরানের সরকার আবার বলছে সংখ্যাটা অনেক বেশি করে দেখানো হচ্ছে। ইরানের সরকারি টিভির রিপোর্ট সত্যি ধরলে সংখ্যাটা তিনশোর কাছাকাছি। এত ফারাক হয় কী করে?

শুধু সংখ্যার হিসেব তো নয়, ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি সংক্রান্ত খবরও পালটে যাচ্ছে একেক জায়গায়। পশ্চিম মিডিয়ায় বলা হচ্ছে, ট্রাম্প ইরানকে হুমকি দিয়েছেন, হত্যালীলা না থামালে ইরানকে আক্রমণ করবে আমেরিকা। সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক এবং ওমান মিলে আমেরিকাকে অনুরোধ করেছে ইরানে হস্তক্ষেপ না করতে। এই খবরটাই আবার যখন পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ খবরের কাগজে বেরোচ্ছে, ‘অনুরোধ’টা হয়ে উঠছে ‘হুংকার’!

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য, আলি খামেনেইয়ের এই দীর্ঘদিনের লোহার দুর্গ ভেঙে পড়ার মুখে কীভাবে? খামেনেইকে এখানে অনেকে ভুল করে ডাকেন খোমেইনি। খোমেইনি ছিলেন ইরানের মুসলিম বিপ্লবের নায়ক, দেশের প্রথম শীর্ষ নেতা। তিনি ইরানকে মুসলিম রাষ্ট্র করেছিলেন শাহ জমানাকে ভেঙে দিয়ে। খোমেইনির মৃত্যুর পর ১৯৮৯ সালে সেই দায়িত্বে আসেন খামেনেই। ৩৬ বছর রাজত্ব চলছে তাঁর। পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর চেয়ে দীর্ঘদিন শাসন কেউ করেননি।

খামেনেই আর খোমেইনির ছবি দেখতে পাওয়া যায় লখনউয়ের বিখ্যাত ভুলভুলাইয়ায়। গেটের মুখে লাগানো। গোটা বিশ্বের শিয়া মুসলিমদের কাছে তাঁরা ঈশ্বরের মতো। বলা হয়, দুজনের মধ্যে খামেনেই দারুণ ট্যাক্টিশিয়ান। পূর্বসূরির ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন অনেক। জানেন, কী করে বিরোধীদের চাপে রাখতে হয়। প্রত্যেকটা পদক্ষেপের পেছনে থাকে নিখুঁত সমীকরণ। যা খোমেইনির ছিল না।

প্রথমজন বরং একটু নমনীয় ছিলেন, দ্বিতীয়জন বেশ গোঁড়া। খোমেইনি মহিলাদের ভোটদানের ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন। খামেনেইয়ের আমলে অতটা স্বাধীনতা পাননি মহিলারা। সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়েছে অনেকদিন পর। ১৯৮৮ সালে প্রথমজন তাঁর শিষ্যের সমালোচনাই করেছিলেন প্রকাশ্যে, শারিয়া আইন নিয়ে মন্তব্যের জন্য। তবে শেষপর্যন্ত তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন উত্তরসূরি হিসেবে।

আজকে ইরানের বিদ্রোহটা মূলত খামেনেই রাজের বিরুদ্ধেই। রাজনৈতিক ইস্যু ধরলে চারটি কারণ বলা যায়। ১) একনায়কতন্ত্র ২) রাজনৈতিক দুর্নীতি ৩) মানবাধিকার লঙ্ঘন করা ৪) ইন্টারনেট বন্ধ করে লোকের বলার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মানুষের ক্ষোভের কারণ অনেক। ১) জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন বেড়ে যাওয়া। ২) মুদ্রাস্ফীতি। ৩) জল এবং বিদ্যুতের হাহাকার। ৪) অর্থনীতির দিক দিয়ে একেবারে ফোঁপড়া হয়ে যাওয়া দেশ।

পশ্চিমী দুনিয়ার খবর বিশ্বাস করলে ইরানের ১৮০টা শহরে বিক্ষোভ চলছে। ৫১২টা জায়গায়। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশেরই দাবি, খামেনেইকে সরিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে ইরানের ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহলভিকে। ৪৬ বছর ধরে যিনি নির্বাসিত। কতটা আতঙ্কিত ও বীতশ্রদ্ধ হলে আজকের দিনে লোকে আবার রাজতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরতে চায়, সেটা ভাবলে অবাক লাগে।

এই ভদ্রলোকের কথা শুনলে অনেকেরই মনে পড়বে শেখ হাসিনার কথা। আমাদের সীমান্তের ওপারে হাসিনা যেমন নির্বাসিত, বাইরে থেকে বার্তা দিয়ে চলেছেন দেশবাসীকে, রেজা পাহলভির এক দশা। আমেরিকা থেকে বার্তা দিয়ে চলেছেন সমর্থকদের এবং আশায় আছেন ট্রাম্প কিছু একটা করবেন।

এভাবে কতটা কী হবে, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে অবশ্য। বরং হিতে বিপরীতই হতে পারে। শাহ এখন চেষ্টায় আমেরিকার পাশাপাশি ইজরায়েলকেও রসেবশে রাখতে। দু’দিন আগেই দেখি তিনি বলেছেন, আমরা ক্ষমতায় ফিরলে প্রথমেই স্বীকৃতি দেব ইজরায়েলকে। এমন সব কথাবার্তা আরব দুনিয়ার পছন্দ হওয়ার নয়। যতই শিয়া-সুন্নির টানাপোড়েনে ইরান কিছুটা এক ঘরে হোক পশ্চিম এশিয়ায়।

যে কোনও নেতাই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে তাদের ক্ষতবিক্ষত মুখ বেরিয়ে পড়বে। বেরিয়ে পড়বে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রক্তপাত, জনতার ক্রোধ। এভাবেই সিংহাসন থেকে চলে গিয়েছেন ইরানের চিরশত্রু সাদ্দাম হোসেন, বন্ধু সিরিয়ার বাশার আল-আশাদ, লিবিয়ার গদ্দাফি। এখন আফগানিস্তানে তালিবানদের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা বলছেন, ‘নিজেদের মতবিরোধের জন্য আমাদের ডুবতে হতে পারে।’

ইরানের বিশ্বখ্যাত পরিচালক জাফর পানাহি তাঁর শেষ ছবিটি তৈরি করেছেন ইরানের ভিতরে, একেবারে গোপনে। ওখানে ওই রকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও ভাগ্যিস কোনও স্বরূপ বিশ্বাস নেই যে দাদাগিরি দেখিয়ে সিনেমা তৈরি বন্ধ করবেন! বারকয়েক গ্রেপ্তার হওয়া পানাহির ছবির নাম ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’, যার জন্য নিউ ইয়র্কে পুরস্কার পেয়ে তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রতিবাদীদের।

ইরানে যা বর্বরতা চলছে, তা মোটেই একটা ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ নয়। এটা একেবারে চরম বাস্তব। ইরান এক বিষাদসিন্ধু, যেখানে মৃতদের কোনও শেষকৃত্য নেই। তার মধ্যেই চলছে প্রতিবাদ। যার একটা ছবি মনে পড়ছে। এক তরুণী দাঁড়িয়ে তেহরানের রাস্তার মোড়ে। হিজাব নেই, বোরখা নেই। তার একটি হাতে ধরা খোমেনেইয়ের ছবির পোস্টার। মুখে কোনও কথা নেই, তরুণী ওই ছবিতে শুধু আগুন ধরিয়ে দেয় এককোণে। স্লোগান দেয় না কোনও। শুধু ওই আগুনের শিখা দিয়ে ঠোঁটে ধরা সিগারেটে আগুন ধরায়। দেখে, কীভাবে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে খামেনেইয়ের পোস্টার। নীরবে।

বসরাইয়ের বিখ্যাত গোলাপ চাই না হাতে। তেহরান, ইস্ফাহান, মাশাদ, শিরাজ শহরের রাজপথে এমন আগুনই চাই নতুন প্রজন্মের।

আজ

১৯৪৫

কবি ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারের জন্ম আজকের দিনে।

২০১০

আজকের দিনে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রয়াত হন।

আলোচিত

আমি মুসলিম হয়েও ‘রামায়ণ’ ছবিতে সুর দিয়েছি। আমার পড়াশোনা ব্রাহ্মণ স্কুলে। তাই রামায়ণ, মহাভারত জানি। এই মহাকাব্যগুলো উচ্চতর আদর্শের কথা বলে। মানুষ তর্ক করতেই পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত ভালো জিনিসের মূল্য দিই। নবিও বলেছেন, জ্ঞান যে কোনও জায়গা থেকে পাওয়া যায়।

- এআর রহমান

ভাইরাল/১

সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন মেয়েরা। এই যেমন, হিমাচলপ্রদেশের নেহা ঠাকুর পেল্লাই ট্রাক নিয়ে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত করেন। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। তাঁর দৈনন্দিন ‘ট্রাক-যাপন’ তুলে ধরেন সামাজিক মাধ্যমেও।

ভাইরাল/২

সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে দিল্লির এক বৃদ্ধার প্রাণ বাঁচাল ই-কমার্স সংস্থা ব্লিংকিট-এর অ্যাম্বুল্যান্স। বৃদ্ধার নাতি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে দুজন নার্স বাড়িতে এসে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। নেটিজেনরা সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

জনমন

জনমত

পুরোনো বাড়িগুলোকে বাঁচতে দেওয়া হোক

প্রাচীন বাড়িগুলো আর নেই। তাদের জায়গায় গড়ে উঠছে একের পর এক বিশাল অট্টালিকা। আমাদের পাড়ার বহু স্মৃতিবহ, জনপ্রিয় একটি বাড়িও সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে, সেখানেই শিগগিরই মাথা তুলবে বহুতল আবাসন।

যে বাড়িগুলোতে আমরা বছরের পর বছর ধরে থেকেছি, চারপাশে ঘর, মাঝখানে উঠোন, আলো-হাওয়ার মুক্ত ছোঁয়া- সেসব ছেড়ে আমাদের যেতে হচ্ছে চার দেওয়ালের বন্দিজীবনে। মানুষ যেন একাকিত্বের ভয়ে কিংবা আধুনিকতার মোহে, নিজের বহু বছর আগলে রাখা পৈতৃক বাড়িগুলো তুলে দিচ্ছে অন্যের হাতে। আর তার ফলেই জন্ম নিচ্ছে সারিসারি বহুতল অট্টালিকা।

কিন্তু এই উন্নয়নের দৌড়ে আমরা কি হারিয়ে ফেলছি আমাদের শিকড়? বড় বড় অট্টালিকার আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে পুরোনো দিনের বাড়িগুলো- যেগুলো আজ কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি বা পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে।

এই বাড়িগুলো যেন শুধু ছবি হয়ে ফিরে না আসে। পরবর্তী প্রজন্ম যেন ইট-কংক্রিটের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কেবল গল্প না শোনে, নিজের চোখে দেখতে পায় পুরোনো দিনের জীবনের ঝলক।

তাই বলি- বাঁচতে দাও পুরোনো বাড়িগুলোকে/বাঁচতে দাও আমাদের স্মৃতি, আমাদের ইতিহাসকে।

অভীক দত্ত, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চাকরিপ্রার্থী নয়, এখন লক্ষ্য চাকরিদাতা

মধ্যবিত্তের ‘সরকারি চাকরি’র স্বপ্নে কি ফাটল ধরল? চাকরির লাইনে দাঁড়ানো নয়, দেশ এখন চাকরি তৈরির পথে।

পীযূষ গোয়েল

একটা সময় ছিল যখন ভালো ছাত্র মানেই ছিল—হয় ডাক্তার, নয় ইঞ্জিনিয়ার, আর নিদেনপক্ষে সরকারি অফিসের বড়বাবু। বাবা-মায়েরাও এর বাইরে কিছু ভাবতে ভয় পেতেন। ‘ব্যবসা’ বা ‘উদ্যোগ’ শব্দগুলো মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমে খুব একটা জাতে উঠত না। কিন্তু হাওয়া বদলাচ্ছে এবং সেই বদলটা এতটাই জোরালো যে খোদ আন্তর্জাতিক দুনিয়াও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের হাত ধরে ভারতে এক নতুন অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে, যেখানে তরুণ প্রজন্ম আর ‘চাকরিপ্রার্থী’ নয়, বরং ‘চাকরিদাতা’ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর যে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, তার আসল কারিগর কিন্তু এই ঝুঁকি নেওয়া তরুণ তুর্কিরাই।

বিশ্বের স্টার্টআপ মানচিত্রে ভারত এখন প্রথম সারির খেলোয়াড়। ২০১৫ সালে লালকেল্লা থেকে যখন স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন অনেকেই একে নিছক রাজনৈতিক চমক ভেবেছিলেন। কিন্তু এক দশক পর ফিরে তাকালে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রতিটি জেলা ও ব্লকে উদ্যোগের চারাগাছটি মহীরুহে পরিণত হতে শুরু করেছে। ২০১৬ সালে সরকারিভাবে এই প্রকল্পের সূচনার পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি থেকে নির্মাণ—সব ক্ষেত্রেই পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুনের আবাহন।

ভারত মানেই শুধু সস্তায় শ্রম—এই তকমা ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে। গত এক দশকে ‘ডিপ টেকনলজি’ এবং উদ্ভাবনে জোর দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারত ৮১ থেকে একলাফে ৩৮ নম্বরে উঠে এসেছে। ১৬,৪০০-র বেশি

- এআই

নতুন পেটেন্টের জন্য আবেদন জমা পড়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় স্টার্টআপগুলো এখন আর বিদেশিদের কপি-পেস্ট করছে না, বরং মৌলিক গবেষণায় মন দিয়েছে। কৃত্রিম মেধা বা এআই (AI) মিশনের হাত ধরে রোবোটিক্স, সেমিকনডাক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতেও ভারতের নাম উজ্জ্বল হচ্ছে।

স্টার্টআপ মানেই কি শুধু বেঙ্গালুরু, মুম্বই বা গুরুগ্রাম? এই ধারণাটা ভাঙাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং পরিসংখ্যানে স্বস্তির খবর—দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ স্টার্টআপ এখন উঠে আসছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শহরগুলি থেকে। শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ বা কোচবিহারের মতো ছোট শহরের ছেলেমেয়েরাও আজ গ্লোবাল মার্কেটে পাল্লা দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে। ২০১৬ সালে যেখানে মাত্র ৪টি রাজ্যে স্টার্টআপ নীতি ছিল, আজ তা ছড়িয়েছে ৩০টিরও বেশি রাজ্যে। ২ লক্ষেরও বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ আজ ভারতের অর্থনীতির ইঞ্জিনে নতুন জ্বালানি। এর চেয়েও বড় কথা—নারীশক্তির উত্থান। স্বীকৃত স্টার্টআপগুলির ৪৫ শতাংশেই অন্তত একজন মহিলা ডিরেক্টর রয়েছেন।

সরকার এখানে চালক নয়, বরং সহায়কের ভূমিকায়। ‘অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স’ বিলোপ করা, কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা করার ফলে অক্সিজেন পেয়েছে নতুন কোম্পানিগুলো। ‘গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস’ বা জেম (GeM) পোর্টালে ৩৫ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ যুক্ত হয়েছে, যারা ৫১ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্ডার পেয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি কেনাকাটায় বড় বড় কর্পোরেটের একচেটিয়া অধিকার ভেঙে ছোটদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জও আছে। বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে ব্রিটেনের বা ইজরায়েলের মতো দেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে। ২১টি আন্তর্জাতিক সেতু বা ‘ব্রিজ’ সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। কিন্তু আসল লড়াইটা মানসিকতার। যে দেশে সরকারি চাকরির জন্য হাহাকার, সেখানে দাঁড়িয়ে এই ‘উদ্যোগী’ হওয়ার মন্ত্র কতটা স্থায়ী হবে, তা সময় বলবে। তবে একটা কথা স্পষ্ট—ভারতীয় যুবসমাজ আর শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নেই। তারা ঝুঁকি নিতে শিখেছে। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি মানেই যে শুধু অন্যের অধীনে কাজ করা নয়, বরং নতুন কিছু তৈরি করা—এই বোধটা জাগছে। এই আত্মবিশ্বাসটুকুই আগামীর ভারতের আসল পুঁজি।

(লেখক কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৭

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ৩। ছোট বাড়ি ৫। বাদামের একটি প্রজাতি ৭। ভারতের প্রাচীন জাতি ৯। বস্ত্রাদিতে মোরগ ফুলের মতো বা পাতার মতো নকশা ১১। গবেষণার জন্য গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ঘর ১৪। বজ্র-এর আঞ্চলিক রূপ ১৫। প্রতিদিনের, রোজকার।

উপর-নীচ : ১। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ২। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র ৩। প্রবল সমর্থন ৪। সুতো জড়িয়ে রাখার জন্য কাঠের নাটাই ৬। অতি দুরন্ত বা অশান্ত ৮। মুখ, বর্ণনা, বিবরণ ১০। অন্য কাল বা যুগ, ১১। বসন্তকাল বা বৈশাখ মাস ১২। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ১৩। মনসামঙ্গলের গান।

সমাধান ■ ৪৩৪৬

পাশাপাশি : ১। ভাতিজা ৩। নাশ ৫। নামী ৬। চাকলা ৮। উড়ানি ১০। হরজ ১২। ছিদাম ১৪। নাদ ১৫। নীপ ১৬। মরাল।

উপর-নীচ : ১। ভাদ্রবউ ২। জানাজানি ৪। শতক ৭। লাই ৯। লাছি ১০। হরদম ১১। জনবল ১৩। দামিনী।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

অভিরাজ বিশ্বাস দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ছবি আঁকা ও ক্যারাটেতে বেশ কয়েকটি পুরস্কার রয়েছে এই খুদের ঝুলিতে।

সম্প্রীতির ফুল ফোটায় হুজুরের মেলা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

হলদিবাড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান’- এই সাম্য ও মৈত্রীর বাণী আজ যেন নীরবে-নিভৃতে কাঁদে! হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা এখন চরম পর্যায়ে। যেখানে ফ্রিজে মাংস রাখায় একজন মুসলিমকে খুন হতে হয়। অন্যদিকে, ধর্মীয় অবমাননার নামে একজন হিন্দু তরুণকে পিটিয়ে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ কি তাহলে শুধুই কথার কথা?

এই কথাটিকে ভুল প্রমাণ করল হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা। শুক্রবার হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলার শেষ দিনে হাজারো মানুষের ভিড়ের মাঝেই ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালাচ্ছিলেন হলদিবাড়ির বাসিন্দা রঞ্জিত রায়। তারপর হাত জোড় করে হুজুর সাহেবের কাছে নিজের মনস্কামনা জানান রঞ্জিত। তাঁর পাশেই ভিড়ের মাঝে মোমবাতি, ধূপকাঠি নিয়ে জ্বালানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন মদনকুমার রায়।

রাজ্য তথা দেশজুড়ে যখন ধর্ম নিয়ে বিভেদের রাজনীতি প্রকাশ্যে আসছে মাঝেমাঝেই, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির গড়েছে। শুক্রবার হলদিবাড়ির বেশিরভাগ রাস্তাই পূর্ণ ছিল পুণ্যার্থীদের ভিড়ে। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে দোয়া পড়তে এসেছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা। তাঁদের পাশাপাশি প্রথম দিনের মতোই প্রচুর হিন্দু পুণ্যার্থীও মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নিজের মনস্কামনা জানালেন হুজুর সাহেবের কাছে। আবার অনেকে নিজের মনস্কামনা পূরণ হওয়ার আনন্দে অর্থ থেকে বিভিন্ন জিনিস অর্পণ করলেন মাজারে। অন্যদিকে, মেলায় আসা অসংখ্য বিক্রেতার মাঝেও হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষরাও নানা রকম খেলনা, খাদ্যসামগ্রী থেকে ঘরগৃহস্থালির নানা জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। বেশিরভাগ দোকানই ছিল ক্রেতাদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। এই মেলা যেন পরিণত হয়েছে এক মিলনমেলায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, অসম থেকেও পুণ্যার্থীরা মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন। মেলায় আসা রঞ্জিত বললেন, ‘এখানে মনস্কামনা পূরণ হয়। তাছাড়াও শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে যে যা কামনা করে তেমনভাবেই হয়। এটা হিন্দু-মুসলিম সবার মেলা। পাশাপাশি থাকার জন্য আমরাও আসি। সকলে একসঙ্গে মিলে এই মেলায় যেভাবে উপস্থিত হয় তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি করে। সবাই একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।’

একদিকে মাজার চত্বরে নমাজ আদায়, অন্যদিকে ভিন্নধর্মের মানুষ ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন। শুক্রবার।

- শুক্রবার মাজারে দোয়া পড়তে এসেছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষজন
- প্রচুর হিন্দু পুণ্যার্থীও মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মনস্কামনা জানান হুজুর সাহেবের কাছে
- মেলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ নানা সামগ্রীর পসরা সাজিয়েছেন

একই সুর শোনা যায় মদনের গলাতেও। তাঁর কথায়, ‘হুজুর সাহেবের মেলায় মনের বসনা পূর্ণ হয় দেখেই মানুষ আসে। অনেক দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে। এখানে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।’

এদিন হুজুর সাহেবের মাজারে দোয়ায় অংশ নিতে এসেছিলেন মহম্মদ মান্নান। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ‘হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মাজারে আজ যেখানে একদিকে আমরা দোয়া পড়েছি, অন্যদিকে হিন্দু ভাইয়েরাও নিজেদের মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেছেন।’ আরেক পুণ্যার্থী ফিরোজ রহমান বলছেন, ‘হুজুর সাহেবের মেলাতে হিন্দু-মুসলিম সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছে যা সম্প্রীতির অনন্য নজির স্থাপন করেছে।’

মেলার সম্প্রীতি নিয়ে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেব মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম সরকারের প্রতিক্রিয়া, ‘হুজুর সাহেবের সময় থেকেই এই সম্প্রীতি চলে আসছে। এখানে সবাই জাতিধর্মনির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। মনস্কামনা পূরণের জন্য এখানে সবাই আশীর্বাদ নিতে আসেন। এখানে ভেদাভেদ নেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর জয়গানই এখানে আসল।’

হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণে উপচে পড়া ভিড়। হলদিবাড়িতে শুক্রবার।

টোল গেটে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

দু’দিনে প্রায় আট লক্ষ পুণ্যার্থী

হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলা। দু’দিনব্যাপী চলা এই মেলার প্রথম দিন কমিটির প্রত্যাশামতো ভিড় না হলেও দ্বিতীয় দিন বেশ ভালোই ভিড় হয়েছিল। সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট-বড় গাড়িতে চেপে অনেকে মেলায় এসেছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণ সহ মেলা সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে নেমেছিল মানুষের ঢল। মেলায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও মেলায় আসা প্রাইভেট গাড়িগুলি থেকে মেখলিগঞ্জ পুরসভার টোল গেটে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানার পর মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে টোলের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির কর্মীদের কাছে কৈফিয়ত চান এবং এভাবে টাকা নেওয়া বন্ধ করেন।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, ‘আমি খবর পাই পুরসভার টোল পরিচালনাকারী এজেন্সি অনৈতিকভাবে মেলায় আসা প্রাইভেট গাড়ি থেকে টোল নিচ্ছে। কমার্সিয়াল গাড়ির থেকে টোল নেওয়ার বরাত দেওয়া হয়েছে, প্রাইভেট গাড়ির থেকে নয়। ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

এজেন্সির তরফে সরিফুল মহম্মদ বলেন, ‘দু-একটি প্রাইভেট গাড়ির ক্ষেত্রে টোল নেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান না করার পর আর প্রাইভেট গাড়ি থেকে টোল নেওয়া হয়নি।’

এদিন বিকেলে দোয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ৮২তম এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কমিটির সভাপতি গদিনশিন পির সায়ীদ নুরুল হক হুজুর সাহেব। মেলা শেষ হতেই আসন্ন মেলা আয়োজনের জন্য নতুন কমিটি তৈরি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। মেলা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই প্রশাসনের মধ্যস্থতায় নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। জানা গিয়েছে, আগামী দুই বছরও মাঘ মাসের ১ এবং ২ তারিখ মেলার আয়োজন করা হবে। এদিন হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায় দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা ভক্তিভরে ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালান। এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমান বলেন, ‘দু’দিনে প্রায় আট লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’ এবছর দুই হাজারের বেশি স্টল বসেছিল মেলায়। ঘর সাজানোর সামগ্রী, খেলনা, জামাকাপড়, বিভিন্ন মূর্তি, কাপ-প্লেট, হাতে তৈরি নানা জিনিস, ধর্মগ্রন্থ বিক্রি হয়েছে মেলায়।

দ্রুত কাজ শেষ করা নিয়ে বৈঠক

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার পুরসভায়। শুক্রবার বিকালে কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ওভারশিয়ার, কাউন্সিলারদের নিয়ে বিশেষ এই বৈঠক করেন পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ। বৈঠকে পুরসভার বিভিন্ন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা নিয়ে কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, সে বিষয়ে ওভারশিয়ারদের কাছে জানতে চান আমিনা। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে পুরসভার আধিকারিক ও কাউন্সিলারদের সঙ্গে আমিনা কথা বলেন। পুরসভা সূত্রে খবর, পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে মোট ৮০টি বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথে ১০ লাখ টাকা করে কাজের হিসাবে কোচবিহার শহরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে প্রায় ৮ কোটি টাকার কাজ হওয়ার কথা। এর মধ্যে প্রায় ২০০ কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আরও বহু কাজ বাকি আছে।

পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘কাজের জন্য ৮ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা ঢুকেছে। ফলে এই টাকার কাজ তাড়াতাড়ি করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট (ইউসি) জমা না দেওয়া পর্যন্ত বাকি টাকা পাওয়া যাবে না। যে কারণে এদিন বৈঠক করে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ইউসি জমা দিতে বলেছি।’

আজ শহরে

- অনুভব নাট্যোৎসবের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন পরিবেশিত হবে চাকদহ নাট্যজন প্রযোজিত ‘ভয়’ নাটকটি। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সন্ধে ৬.৩০ মিনিট থেকে নাটকটি শুরু হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে দুপুর ১২টায় আড্ডার মুখ থেকে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

ছাদে আচার, বড়ি কিংবা পাঁপড় শুকানো বাঙালির জীবনে নতুন কোনও বিষয় নয়। যত কাহিনী শোনা যায়, ততই যেন কম। কোচবিহার শহরে এখনও এই প্রথা হারিয়ে যায়নি। আর এই প্রত্যেকটা খাবারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে ছাদের একটা নিজস্ব গন্ধ।

ছাদের গন্ধে রসনাবিলাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : ছাদ। হরেকরকম ছাদ। পুরোনো বাড়ির ছাদ, নতুন বহুতল বাড়ির ছাদ। ছাদ সে অনেক গল্পগাথার সাক্ষী। সময়ের সঙ্গে বাড়ির উঠোন হারিয়ে ছাদই এখন ভরসা। শীতের মিঠে রোদে বাড়ির ছাদটি কেমন যেন খাঁখাঁ করছে। ছাদের এককোণে পেতে রাখা একটি মাদুরের উপর সার দিয়ে সাজানো কাচের বয়েম। ভেতরে থরে থরে সাজানো মশলা মাখানো আম, কুল, লংকার আচার। জমে থাকা আচারে সূর্যের আলো পড়তেই শীতের কুয়াশার উপর ভর করে তার টক-ঝাল-মিষ্টি গন্ধ পৌঁছে যায় আশপাশের এলাকায়। আর সেই লোভনীয় গন্ধের টানেই ছাদে চলত ছোটদের ‘আচার অভিযান’। বাড়ির বড়দের চোখের আড়ালে সন্তর্পণে ছাদে উঠে আচার হাপিস করে দেওয়ার আনন্দ নেওয়া ছিল ছোটবেলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখন ছাদ আছে ঠিকই। কিন্তু বাড়িতে তৈরি করা মা, ঠাকুমাদের হাতের সেই আচার শুকোতে দেওয়ার দৃশ্য কেবলই ধূসর এক স্মৃতি। সময় বদলেছে, বদলেছে জীবনযাত্রার ধরনও। তাই সেই ছাদে দাঁড়িয়েই স্মৃতিচারণা করেন প্রবীণরা। আর তাঁদের কাছে শোনা সেই আচার অভিযানের গল্প, রূপকথার মতোই লাগে ছোটদের।

এখনও নিয়ম মেনে বাড়িতে আচার বানান কোচবিহারের পার্বতী বর্মন। তিনি বলছিলেন, ‘বাজারে যতই আচার পাওয়া যাক না কেন, বাড়িতে আচার বানিয়ে সারা বছর ধরে খাওয়ার স্বাদটাই যেন আলাদা। প্রতিবছরই আমি আচার বানাই। সেগুলি ভালো রাখতে মাঝেমধ্যেই রোদে শুকোতে দিই।’ ছাদের স্মৃতি নিয়ে গল্প করতে গিয়ে সেই নস্টালজিয়ার কথাই বলছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অমল চক্রবর্তী। তাঁর স্মৃতিচারণ, ‘ছাদে শুকোতে দেওয়া আচার চুরি করে খেতে গিয়ে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সে কত কাণ্ড! এখন এসব মনে পড়লে নস্টালজিক হই। এখন আর বাড়ির ছাদে কাচের আচারের বয়েমে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করে না।’ আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েই বাড়িতে আচার তৈরির প্রবণতা কমছে বলে মনে করেন প্রবীণ বাসিন্দা রাধারানি দাস। তিনি বলছিলেন, ‘আমাদের বাড়িতে একসময় নিয়ম করে আচার বানানো হত। রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত তা খাওয়া হত। কিন্তু এখন ছেলেরা বাজার থেকেই আচার কিনে আনে। বাড়িতে তৈরির সেই ঝামেলার পাট চুকে গিয়েছে।’

আচার যে সহজ কোনও মেনু নয় তা বেশ ভালোভাবেই জানেন আজকালকার দিনের গৃহবধূরা। তাই বাজার থেকে আম, লেবু, লংকা কিনে এনে, রোদে শুকিয়ে, যত্ন করে মশলা দিয়ে আচার তৈরির বদলে ‘রেডিমেড’ বা প্যাকেটজাত আচারই বেশি পছন্দের। প্রবীণরা জানাচ্ছেন, আচার বানানোটা কেবল একটা রান্নার পদ্ধতি ছিল না, এটি ছিল কার্যত পারিবারিক উৎসব। বাড়ির গিন্নিরা দুপুরবেলা একজোট হয়ে মশলা কুটতেন, চলত আড্ডা আর হাসিঠাট্টা। আচারের বয়েম পাহারার দায়িত্ব থাকত বাড়ির বয়স্কদের ওপর। পাহারা এড়িয়ে ছাদে শুকোতে দেওয়া সেই আচার চেখে দেখা ছিল ছোটদের কাছে অসাধ্য সাধনের আনন্দ। সেই টক-মিষ্টি-ঝাল স্মৃতি আর শৈশবের আনন্দ যেন আজ সুপার মার্কেটের ছোট ছোট বয়েমে বন্দি হয়ে গিয়েছে। সেই বয়েমে আচারের স্বাদ হয়তো রয়েছে, কিন্তু ছাদে শুকোতে দেওয়ার সেই দৃশ্য নেই।

পাখির চোখে কোচবিহারের বাড়ির ছাদ। ছবি : জয়দেব দাস

> **বাজারে যতই আচার পাওয়া যাক না কেন, বাড়িতে আচার বানিয়ে সারা বছর ধরে খাওয়ার স্বাদটাই যেন আলাদা। প্রতিবছরই আমি আচার বানাই। সেগুলি ভালো রাখতে মাঝেমধ্যেই রোদে শুকোতে দিই।**
> -পার্বতী বর্মন

তৃণমূলের মিছিল

তুফানগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানির নামে মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে শুক্রবার মিছিল করে মহকুমা শাসক ও তুফানগঞ্জ-১ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি জমা দিল তুফানগঞ্জ শহর ব্লক তৃণমূল। মিছিলটি দলের শহর কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে মেইন রোড পরিক্রমা করে আবার সেখানেই শেষ হয়েছে। ছিলেন দলের শহর ব্লক সভাপতি গৌতম সরকার, জেলা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ধর, শহর যুব সভাপতি দেবাশিস বর্মা প্রমুখ। গৌতম বলেন, ‘বৈধ কাগজপত্র দেখানোর পরেও বয়স্কদেরও হয়রান করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই এই কর্মসূচি।’

দেহ উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতাল রোডে। এদিন সকালে শোয়ার ঘর থেকে ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বাবু বাসফোর (৩৮)। দেহ উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

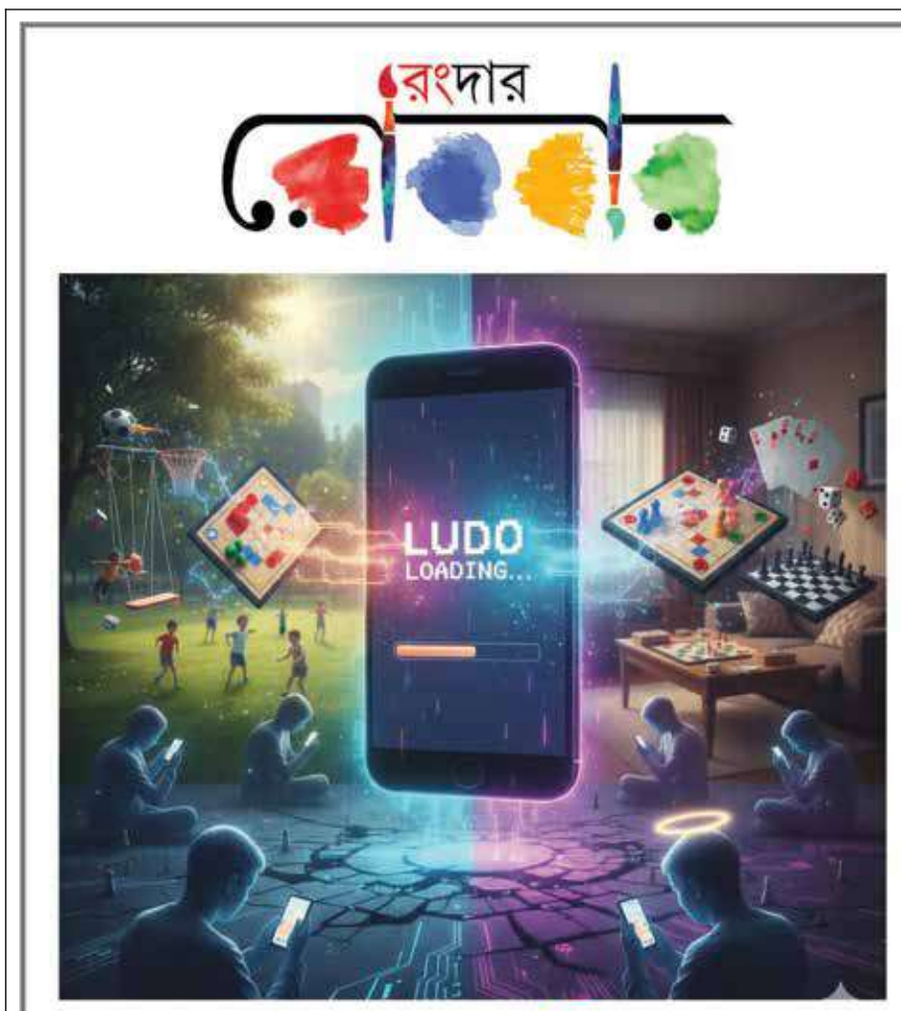

লুডো লোডিং

লুডো, ক্যারম, তাস থেকে শুরু করে চু কিতকিত কিংবা হাডুডু-একসময় এই খেলাগুলোই ছিল সবার প্রাণ। আজ সেই দিনগুলো ধুলো জমা স্মৃতির মতো ফিকে। তবে এমন নয় যে আমরা খেলাগুলো ভুলে গিয়েছি; বরং বদলে গিয়েছে খেলার ময়দান। এই সমস্ত খেলার বেশিরভাগ প্রাণ খুঁজছে মোবাইলের স্ক্রিনে।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, হিমি মিত্র রায় ও অপরাজিতা কুণ্ডু
ট্রাভেল ব্লগ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
ছোটগল্প শুভময় সরকার
অণুগল্প মৌসুমি মজুমদার, পঙ্কজকুমার ঝা
কবিতা সুবীর সরকার, চিরঞ্জীব রায়, কিশোর মজুমদার ও অনুভব দে

২৫ জনের দলের ২০ জনের চাকরি

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : কথায় বলে ‘সৎসঙ্গে স্বর্গ বাস, আর অসৎসঙ্গে নরক বাস।’ আজকে যেখানে যুবসমাজের বিপথগামী হওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যায়, তখন এক অনন্য ঘটনার সাক্ষী থাকল তুফানগঞ্জ। মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার (এসএসএ) ময়দানকে প্রণাম করে চাকরিতে যোগ দেবেন অমিতরা। এই মাঠই তাদের জীবন গড়ে দিয়েছে। চারদিকে যখন চাকরির জন্য হাহাকার ও কর্মসংস্থানের অভাব। তখন তুফানগঞ্জের কয়েকজন তরুণের লক্ষ্যই ছিল দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যোগদান করা। এইজন্য রুটিন মেনে শরীরচর্চা করতেন তাঁরা। তুফানগঞ্জের অন্য কোথাও আদর্শ মাঠ না থাকায় একমাত্র ভরসা ছিল মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠ। আর সেই মাঠেই বছর দুয়েক ধরে ২৫ জনের একটি ব্যাচ নিয়মিত শরীরচর্চা করছে। শেষে সাফল্যও এল। সেই দলের ২০ জনই এবার যোগ দিচ্ছেন স্টাফ সিলেকশনের জিডি কনস্টেবল পোস্টে। যাঁর মধ্যে দুজন মহিলা প্রার্থীও রয়েছেন। লিখিত পরীক্ষার পর তাঁদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু চাকরিতে যোগ দেওয়ার অপেক্ষা। তবে এই সকলের জন্য তাঁরা কৃতিত্ব দিচ্ছেন এসএসএ ময়দানকেই। আর তাতেই হাসি ফুটেছে অভিভাবকদের মুখে। পরীক্ষায় পাশ করা তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দত্তপাড়া এলাকার অমিত দত্তের কথায়, ‘তুফানগঞ্জ শহরে এমনিতেই অনুশীলনের কোনও মাঠ নেই। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ভরসা ছিল শুধুমাত্রই এসএসএ-র মাঠ। সকাল ও সন্ধ্যাই এই মাঠ-ই হয়ে উঠেছিল আড্ডার স্থল। পরিশ্রমের ফল পেয়ে ভীষণ খুশি।’

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ছিল তাঁদের লিখিত পরীক্ষা। ফল প্রকাশের পর জুলাইতে তাঁদের শারীরিক কসরত সম্পন্ন হয়। এরপর মেডিকেল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ওই ব্যাচের অধিকাংশই সুযোগ পেয়েছেন। তুফানগঞ্জ শহর বাদেও, পালপাড়া, দত্তপাড়া, শালবাড়ি, নতুন বাজার সহ বিভিন্ন এলাকার তরুণ-তরুণীরা রয়েছেন। সাফল্যের পর সুশান্ত বর্মন বললেন, ‘একসঙ্গে এত বন্ধুর স্বপ্নপূরণ হল ভাবতেই অবাক লাগছে। আগে থেকেই আত্মবিশ্বাস ছিল আমরা চাকরি পাব। আসলে মনের জোরটাই বড় কথা। আমাদের বিশ্বাস, এবারে যাঁদের হল না। আগামীতে অবশ্যই হবে।’ একই বক্তব্য বিক্রম আর্যরও।

খেলাধুলোর দুনিয়ায় তুফানগঞ্জের পরিচয় বরাবরই আলাদা। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ময়দান। কেননা এই মাঠে খেলেই জেলার নাম করেছেন শিবশংকর পাল, অনন্ত সাহারা। তবে ক্রিকেটের বাইরেও যে এই মাঠের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে এবারে সেটাই যেন প্রমাণ করলেন একদল তরুণ-তরুণী।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এসএসএ ময়দানে দৌড়াতে ব্যস্ত একদল তরুণ তুর্কি।

পৃথিবীর পাঠশালা

নীল আগুনের আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি মানেই টকটকে লাল লাভা— এই ছবিতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার 'কাওয়াহ ইজেন' আগ্নেয়গিরিতে রাতে গেলে মনে হবে আপনি পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছেন। কারণ, সেখান থেকে বের হয় বৈদ্যুতিক নীল রঙের আগুন! আসলে এটি লাভা নয়। এই আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সালফার বা গন্ধক গ্যাস বের হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এসে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই গ্যাস দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে এবং উজ্জ্বল নীল শিখা তৈরি করে। সেই তরল সালফার যখন পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামে, মনে হয় যেন নীল লাভা বইছে। দৃশ্যটি যতটা সুন্দর, ততটাই বিষাক্ত। পর্যটকরা গ্যাস মাস্ক পরে এই অপার্থিব দৃশ্য দেখতে যান, আর স্থানীয় শ্রমিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে সালফার সংগ্রহ করেন।

পায়রা যখন মিসাইল

ড্রোন বা জিপিএস আসার আগে মিসাইল কীভাবে লক্ষ্যভেদ করত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বিএফ স্কিনার এক আজব সমাধান দিয়েছিলেন— 'প্রোজেক্ট পিজিয়ন' বা পায়রা চালিত মিসাইল! মিসাইলের সামনের অংশে তিনটি পায়রাকে বসিয়ে রাখা হত। তাদের সামনে একটি স্ক্রিন থাকত যেখানে লক্ষ্যের ছবি দেখানো হত। স্কিনার পায়রাদের শিখিয়েছিলেন স্ক্রিনে টার্গেট দেখলেই ঠোকর মারতে। পায়রা ঠোকর মারলে মিসাইলের দিক সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হত। শুনতে অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর লাগলেও, পরীক্ষায় এটি দারুণ কাজ করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী শেষমেশ এই প্রোজেক্ট বাতিল করে দেয়, কারণ তারা ভেবেছিল মিসাইলের ভেতর জ্যান্ত পায়রা ভরে যুদ্ধ করাটা শত্রুপক্ষের কাছে হাসির খোরাক হবে।

শত্রু যখন বন্ধু হল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান এবং জার্মানরা ছিল একে অপরের জানের দুশমন। কিন্তু যুদ্ধের একেবারে শেষ লগ্নে, ১৯৪৫ সালে অস্ট্রিয়ার 'ক্যাসেল ইটার'-এর যুদ্ধে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। সেখানে আমেরিকান সৈন্য এবং জার্মান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল! তাদের প্রতিপক্ষ ছিল হিটলারের অনুগত খুনি বাহিনী 'এসএস'। দুর্গের ভেতরে বন্দি ফরাসি ভিআইপিদের (যাঁদের মধ্যে টেনিস তারকা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন) বাঁচাতে এই দুই শত্রুপক্ষ একজোট হয়েছিল। ইতিহাসে এটিই একমাত্র ঘটনা যেখানে আমেরিকান ও জার্মানরা একই পক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, মানবতার খাতিরে যুদ্ধের ময়দানেও অনেক সময় সমীকরণের আমূল বদল ঘটে।

বিশ্বের একলা গাছ

সাহারা মরুভূমির নাইজার অংশে মাইলের পর মাইল কেবল ধু-ধু বালি। তার ঠিক মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল একটিমাত্র অ্যাকাসিয়া গাছ, যার নাম 'ট্রি অফ টেনেরে'। ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনও গাছপালা ছিল না। একে বলা হত বিশ্বের নিঃসঙ্গতম গাছ। শত শত বছর ধরে মরুযাত্রীদের কাছে এটি ছিল এক পবিত্র ল্যান্ডমার্ক বা দিকনির্ণয়ের চিহ্ন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এক মাতাল লিবিয়ান ট্রাক ড্রাইভার সেই ফাঁকা মরুভূমির মাঝখানেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ওই একমাত্র গাছটিতেই ধাক্কা মারে! শতাব্দীপ্রাচীন গাছটি ভেঙে পড়ে। যে গাছটি প্রকৃতির রুক্ষতা সহ্য করে দিনের পর দিন বেঁচে ছিল, মানুষের মূর্খামির কাছে তাকে শেষমেশ হার মানতে হল। বর্তমানে সেই জায়গায় গাছটির স্মরণে একটি ধাতব ভাস্কর্য বসানো আছে।

সড়ক-রেলপথে অবরোধ, রাজনৈতিক তর্জা

পরিযায়ীর মৃত্যুতে উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা

পরাগ মজুমদার

বেলডাঙ্গা, ১৬ জানুয়ারি : অগ্নিগর্ভ বেলডাঙ্গা। টানা ৫ ঘণ্টা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম দশা প্রশাসনের। কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ। কোথাও রেললাইনে অবরোধ। সেইসঙ্গে ভাঙচুর, আগুন। পরিণামে দীর্ঘসময় বন্ধ হয়ে থাকল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ। অচল হয়ে গেল শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল।

শেষপর্যন্ত মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া ও পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। মুর্শিদাবাদের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক বছর তিরিশের আলাউদ্দিন শেখকে ঝাড়খণ্ডে খুনের অভিযোগের কারণে এই উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি হয়। আলাউদ্দিনের দেহ কফিনবন্দি হয়ে আসার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অবরুদ্ধ হওয়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'দিকেই কয়েক কিলোমিটারজুড়ে তীব্র যানজট তৈরি হয়। কয়েকশো পণ্যবাহী ট্রাক ও বাস আটকে পড়ায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। অ্যাম্বুল্যান্সে আটকে পড়েন রোগীরা। বেলডাঙ্গা স্টেশনের কাছে অবরোধ করে ট্রেনের ইঞ্জিনে মৃত শ্রমিকের ছবি ঝুলিয়ে বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন।

রাস্তার টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। শুক্রবার বেলডাঙ্গায়।

নিহত আলাউদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাঁর দেহ। শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি রক্ষার আবেদন জানালেও বিক্ষোভের কারণ যুক্তিসংগত বলে মত দেন। তাঁর কথায়, 'বেলডাঙ্গায় কাদের প্ররোচনা আছে, আপনারা জানেন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শুক্রবার সংখ্যালঘুদের জমায়েত চিরকালই হয়। আমাদের দুর্গাপুজো, শিবরাত্রিতেও হয়। আমি কি বারণ করতে পারি? ওদের ক্ষোভ সংগত।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা বক্তব্য, 'ঝাড়খণ্ডের মতো অবিজেপি রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে। তাহলে ট্রেন অবরোধ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেন?' শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আইনি শাসন নেই। শাসকের আইন প্রতিষ্ঠিত। তার বেনজির দৃষ্টান্ত আবার দেখল পশ্চিমবঙ্গবাসী। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব, মানুষকে অশান্তির আগুন ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক রুটি সেঁকা বন্ধ করুন।'

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দোষীদের চিহ্নিত করার আবেদন করেন। অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক পরিযায়ী শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করেন। কেউ চুরি-ডাকাতি করেন না। কেন তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে না? বাইরে গেলেই বাংলাদেশি বলা হচ্ছে এঁদের।

জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর অবরোধ তুলে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানোর আর্জি জানান। মৃতের মা সোনা বিবি বলেন, 'আমার ছেলের বৌকে চাকরি দিক রাজ্য সরকার। তবে বিক্ষোভকারীদের বলব, কাউকে অসুবিধায় না ফেলে অবরোধ তুলে নিন।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যেভাবে ভিনরাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে, তাতে মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামছে।'

রাস্তায় ফেলে মার মহিলা সাংবাদিককে

বহরমপুর, ১৬ জানুয়ারি : পেশার টানে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধকারীদের প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়তে হল সোমা মাইতিকে। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক সোমা বহরমপুরের বাসিন্দা। শুক্রবার সেই হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। হামলার হাত থেকে বাদ যাননি সোমার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যান রঞ্জিত মাহাতোও। রাস্তায় ফেলে তাঁদের এলোপাতাড়ি মারধর করে বিক্ষোভকারীরা। হাত, পা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে চোট পেয়েছেন। পরবর্তীতে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় সেই দুজনকে।

ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও হতভম্ব ভাব কাটেনি সোমার। নিজের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এর আগে কখনও হয়েছেন বলে মনে করতে পারেননি সোমা। কাঁদো কাঁদো গলায় নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, 'দীর্ঘ বছর ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। নানা চড়াই উতরাই দেখেছি। তা বলে এমন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি। দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আমাকে টেনে এনে চুল ধরে টানাটানি করে। তারপর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। কুৎসিতভাবে স্পর্শ করে। আমার ক্যামেরাম্যানকেও ছাড় দেয়নি ওরা। মেরে ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই ভয়ানক স্মৃতি ভোলার নয়।'

ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী আবুজার আলি বলেন, 'প্রায় চার পাঁচশো লোক মিলে ঘিরে ধরেছিল ওই মহিলা সাংবাদিক ও তার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যানকে। পরে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে মারধর। আমরা কোনওরকমে ওদের উদ্ধার করি।'

সাতদিনের মধ্যেই চলবে স্লিপার ভলভো

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পাঁচটি ভলভো স্লিপার বাসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট ছয়টি বাস উদ্বোধনের কথা থাকলেও, একটি বাসে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সেটিকে কোচবিহারে কেশব রোড সংলগ্ন এনবিএসটিসি'র বাস টার্মিনাসে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি ও কলকাতা হয়ে দিঘা পর্যন্ত চলাচল করবে ওই বাসগুলি। তিনি বলেন, 'কিছু সরকারি নিয়ম পূরণ করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে আমরা বাসগুলি চালানো শুরু করব। প্রাথমিকভাবে ছয়টি বাসের মধ্যে ৫টি বাস আমরা চালাব। একটি বাস রিজার্ভে রাখব।'

- আপাতত পাঁচটি স্লিপার ভলভো বাস চলবে, আরেকটি বাসকে রিজার্ভে রাখা হবে
- প্রতিটি বাসে ৪০টি করে সিট সহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থাকবে
- কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি থেকে ১টি এবং শিলিগুড়ি থেকে দুটি বাস দিঘা যাবে

উদ্বোধন হলেও সাধারণ মানুষের মনে এখন অনেকগুলি প্রশ্ন। যেমন বাসের টিকিটের দাম কত হবে? কখন ছাড়বে বা কলকাতা বা দিঘায় যেতে কত সময় লাগবে? নিগম সূত্রে খবর, বাসগুলির মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে একটি করে অর্থাৎ মোট তিনটি বাস চালানো হবে। ওই বাসগুলি শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা ও দিঘা যাবে। আর শিলিগুড়ি থেকে বাকি দুটি বাস একইভাবে কলকাতা হয়ে দিঘা যাবে। তবে ভাড়া বা সময়সূচি কোনও কিছুই এখনও চূড়ান্ত না হলেও কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে বাসগুলি বিকেলের দিকে ছাড়বে বলেই নিগম সূত্রে খবর।

আরও জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে কলকাতার ভাড়া হতে পারে কমবেশি ২ হাজার টাকা। আর কোচবিহার থেকে দিঘার ভাড়া হবে ২২০০ থেকে ২৪০০ টাকার মধ্যে। প্রতিটি বাসে ৪০টি করে বিছানা রয়েছে। বসতে চাইলে সোফার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতিটি বিছানার সামনে রয়েছে আলাদা ভিডিও স্ক্রিন, এসির হাওয়া কমবেশি করার বাটন, চার্জার পয়েন্ট সহ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা। এনবিএসটিসি'র এমডি দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা যেতে ১৩-১৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। কলকাতা থেকে দিঘা যেতে আরও ৪-৫ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় লাগবে।

বাস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কোচবিহার বাস টার্মিনাসে পার্থপ্রতিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্র, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য ট্রেনের নিশ্চিত টিকিট পাওয়া নিয়ে যাত্রীরা সমস্যায় পড়তেন। এই বাসগুলি চালু হলে হয়রানি অনেকটাই লাঘব হবে বলে নিগমের ধারণা। তবে উদ্বোধনের আগেই একটি বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দামের বাসের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

দিনহাটায়

প্রথম পাতার পর

হাতে অবরোধ করতে দেখা গিয়েছে গিয়েছে সাধারণ মানুষকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দিনভর বিক্ষোভ আন্দোলনকে সামাল দিতে কোথাও সেভাবে পুলিশের তৎপরতা দেখা যায়নি। তৃণমূলের যোগসাজশের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'ভুগছেন তো সাধারণ মানুষ। সেই ভোগান্তির ফলে তাঁরা এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন যে নিজেরাই রাস্তায় নেমে অবরোধ করেছেন। কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নয় নিজেরাই ঠিক করে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করেছেন।' এদিন দিনহাটা-২ ব্লকের খারুভাঁজ এলাকায় দিনহাটা-সাহেবগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। সেখানে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে হাজির ছিলেন বহু মানুষ। আবার দিনহাটা-বলরামপুর রাজ্য সড়কের বুড়িরহাট এলাকায় জাতীয় পতাকা হাতে অবরোধে শামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। আচমকা অবরোধে চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় প্রায় ৪২ হাজার বাসিন্দাকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে শুনানিতে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই খবর সামনে আসতেই বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। সেখান থেকে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। তার পরেই শুক্রবার সকাল থেকেই দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় কোথাও সাধারণ আবার কোথাও তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা পথ অবরোধ করেন। এদিন দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের প্রান্তিক বাজার, বুড়িরহাট, নাজিরহাট, নিগমনগর ঘাটপার, নয়ারহাট, খারুভাঁজ, দিনহাটা শহরের পাঁচমাথা মোড় এলাকাতে কোথাও চলে পথ অবরোধ। আবার কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওই অবরোধ চলার পর তা উঠে যায়। এদিকে, অফিস টাইমে অবরোধের ফলে একাধিক জায়গায় সমস্যায় পড়তে হয় অফিসযাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের। যদিও পুলিশ প্রশাসন পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের তরফে বারবার নোটিশের ধরন পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষকে শুনানির নামে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। এর ফলে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে গড়ে ওঠা একটি গণ আন্দোলন। অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। নিগমনগর ঘাটপার এলাকার বাসিন্দা মানিক বর্মন বলেন, 'নানাভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। নোটিশে হাজিরার সময় দেওয়া হয়েছে বিকেল তিনটের সময়। কিন্তু রাত আটটা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এধরনের হয়রানির বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমে আন্দোলন করেছি। আগামীদিনে হয়রানি বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন পালটা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস এসব করছে। তাদের মনে হতাশা ঢুকে গিয়েছে। অবৈধ ভোটাররা বাদ যাবে তাই তারা ভয় পাচ্ছে।'

বক্সায় বাঘ। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বন্দি।

বন্দে ভারতে 'হামলা'র ভয়

প্রথম পাতার পর

দোষারোপ করতে শুরু করেন বিজেপি ও তৃণমূল নেতারা। এরপর তদন্তে নেমে ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে পূর্ব রেল। মালদা ডিভিশনের তরফে প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা একলব্য চক্রবর্তী একটি ভিডিও এবং একটি স্টিল ছবি প্রকাশ করেছিলেন সেই সময়। যে ছবিতে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, কোনও এক নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে চার কিশোর। তারাই বন্দে ভারত লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। সেবার ঘটনাটি ঘটেছিল মালদা ডিভিশনের মধ্যে। আর তাই এবার স্লিপার বন্দে ভারতের প্রথম দিনের যাত্রা নিয়ে মালদা ডিভিশনের আধিকারিকরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

১৭ জানুয়ারি মালদায় আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মালদা টাউন স্টেশন থেকে তিনি স্লিপার বন্দে ভারত সহ একাধিক ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী দুপুর সাড়ে বারোটায় মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছাবেন। প্রথমে তিনি ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দে ভারত স্লিপারে বসে জেলার ১০ জন খুদে পড়ুয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এছাড়াও স্টেশন চত্বরে ৩০ জন পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর বক্তব্য রাখবেন। ঠিক দুপুর পৌনে একটায় নতুন ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন। এরপর দুপুর একটা বেজে পাঁচ মিনিটে স্টেশন থেকে বেরিয়ে কপ্টারে চেপে সোজা চলে যাবেন সাহাপুর বাইপাসে সেতু সংলগ্ন ময়দানে।

উদ্বোধন আজ

প্রথম পাতার পর

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেজন্য হাইকোর্ট এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই নজরদারি চালিয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের চারটি গেটেই এদিন থেকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সাধারণের প্রবেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এদিন যাঁরা ভেতরে কাজ করছেন সিকিউরিটি পাস ছাড়া তাঁরা ঢোকার অনুমতি পাননি।

সকাল থেকেই সার্কিট বেঞ্চের মূল ভবনে আদিবাসী, রাভা, বৈরাতি সহ একাধিক নৃত্যশিল্পীদের দল দেখা গিয়েছে। এই শিল্পীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিকে নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির গাড়ি কোন গেট দিয়ে কোথায় এসে দাঁড়াবে, নৃত্যশিল্পীরা কীভাবে অতিথিদের স্বাগত জানাবেন, প্রধান বিচারপতির গাড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রবেশের পরেই মঞ্চে কীভাবে ঘোষণা হবে, সব নিয়েই এদিন মহড়া চলে। মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ করে অতিথিরা সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনের মূল প্রবেশদ্বারের ফিতে কাটবেন। এদিকে, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জেলার সমস্ত পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পং থেকেও সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে আসা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যে পুলিশকর্মীরা সাদা পোশাকে কর্মরত থাকবেন তাঁদের জন্য বিশেষ ড্রেসকোড করা হয়েছে।

শহরের মানুষ ও প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজেপি এদিন সন্ধ্যায় মিছিল বের করে। অন্যদিকে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্থায়ী ভবনের সামনে টাঙানো তৃণমূল নেতাদের সমস্ত হোর্ডিং পুলিশ খুলে দিয়েছে।

তৃণমূল লিগ্যাল সেল এদিন তড়িঘড়ি জেলা তৃণমূল অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডাকে। লিগ্যাল সেলের সভাপতি গৌতম দাস বলেন, 'স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী ভবন নির্মাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। একইভাবে পাহাড়পুরের স্থায়ী ভবন নির্মাণেও রাজ্য সরকার ৫০১ কোটি টাকা খরচ করেছে।' সেলের কার্যনির্বাহী সদস্য সোমনাথ পাল এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বিজেপির লিগ্যাল সেলের সদস্য সৌজিৎ সিংহ সার্কিট বেঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সার্কিট বেঞ্চ আন্দোলনের বর্ষীয়ান আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নিয়ে কোনও রাজনীতি চান না। উদ্বোধনী পর্ব ভালোয় ভালোয় মিটে এই ভবনে যাতে ভালোভাবে কাজ শুরু হয় সেটাকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে জানান।

বক্সায় ফের রয়েল বেঙ্গলের দর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : বক্সায় আবার বাঘের দেখা মিলল। বক্সা টাইগার রিজার্ভে পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত আটটা উনিশে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওই বাঘের ছবি পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার সেটা নজরে আসে বনকর্তাদের। এই খবর সামনে আসতেই বক্সা বাঘবনের কর্তাদের মধ্যে খুশির আমেজ। ২০২৩ সালের পর আবার বক্সায় বাঘের দেখা পাওয়া গেল। এদিন এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'বক্সার জঙ্গলে যে বাঘের থাকার পরিবেশ রয়েছে সেটা আবার প্রমাণ হল। কয়েক বছর ধরে জঙ্গলে বাঘের বিচরণভূমি তৈরির কাজ চলছে। সেটারই সুফল মিলেছে।' শেষবার ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঘের ছবি ধরা পড়ে ক্যামেরায়। আর তার আগে ২০২১ সালে একইরকমভাবে ছবি পাওয়া যায়।

তথ্য : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও অভিজিৎ ঘোষ

অনটনে চা শ্রমিক, শুনুন শুধু পাঁচালি

প্রথম পাতার পর

তাহলে শ্রমিকরা কি পেটে খিল দিয়ে থাকবেন? প্রশ্নটা ডুয়ার্স উৎসবে কেউ তুললেন না পাছে সুখী জীবনের ছবি তুলে ধরার চেষ্টাটায় ছন্দপতন ঘটে।

ডুয়ার্স উৎসব সরকারি কর্মসূচি নয় বটে, কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের উদ্যোগে হয়ে থাকে। ডুয়ার্স উৎসব আয়োজনের ভাবনার পিছনে ছিল ডুয়ার্সের সংস্কৃতি, জীবন, প্রকৃতি, পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি সংরক্ষণ। চা শিল্প ও চা শ্রমিকদের সমস্যাও সেই ডুয়ার্সের অংশ। ভুখা শ্রমিকদের হাহাকারের পাশে বহিরাগত শিল্পীদের এনে জলসার আয়োজন কি অমানবিক মনে হল না? কোন ডুয়ার্সকে তুলে ধরা হল উৎসবে? অনটনক্লিষ্ট চা শ্রমিকরা কি ডুয়ার্সের বাইরের? উৎসবের অন্যতম শিল্পী ইমন চক্রবর্তীকে দিয়ে রাজ্য সরকার উন্নয়নের পাঁচালি রেকর্ড করিয়েছে সম্প্রতি। সেই পাঁচালিতে কিন্তু বন্ধ বাগান নেই। চা শ্রমিকের অনটন নেই। জীবন কত সুন্দর দেখানোর জন্য চারদিকে আরও নানা আয়োজন। মেলা-খেলা-উৎসব। কোথাও নেই শুধু চা শিল্পের অন্ধকার দিকের ছবি। যতটা আড়ালে রাখা যায়, ততই না ভালো। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু চা শ্রমিকের সমস্যা শুনতে এসেছিলেন গত মাসে। বললেন বেশি, মঞ্চে শুনলেন মাত্র সাতজনের কথা। তারপর আশ্বাস দিলেন। তবে শর্তসাপেক্ষ আশ্বাস- আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করুন। তারপর আপনাদের মজুরি বাড়বে। যদি পালটা প্রশ্ন করি, ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে কেন আপনার সরকার মজুরি বাড়াল না? উত্তরটা স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে নেই।

অথচ অভিষেকের সফর ও সভার রাজকীয় আয়োজনে ও নিরাপত্তার বহরে লক্ষ লক্ষ টাকা মুড়িমুড়কির মতো খরচ হয়ে গেল। শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দির প্রতিষ্ঠায় খরচ ধরা হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা। টাকা নেই শুধু বাগানগুলির অচলাবস্থা কাটানোর, শ্রমিক পরিবারগুলিকে অনটন থেকে মুক্ত করার।

এসব নিয়ে উচ্চবাচ্যের বদলে সব দলের কথা এখন মিশছে দুটি স্রোত- ভোট আর এসআইআর-এ। তাও যতটুকু দলীয় স্বার্থে প্রয়োজন ততটুকুই। নির্বাচন কমিশন সদ্য নিয়ম করেছে, আগে নির্ধারিত নথিগুলির কোনওটা না থাকলেও চলবে চা শ্রমিকদের। বাগানে তাঁদের কাজের রেকর্ড দেখালেই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আর অসুবিধা হবে না। কিন্তু নিয়মই সার। অনেক বাগানের শ্রমিকরা সেই খবর জানেনই না। ফলে হয়রানির অন্ত নেই। অথচ কমিশনের এই নিয়মের কৃতিত্ব দাবি করে বিবৃতি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। চা বাগানের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা কতটা, সেটার উদাহরণ যেন কমিশনের নিয়ম প্রচারে তেমন আগ্রহ না থাকাটা। বীরপাড়ার কাছে লঙ্কাপাড়া বাগান ২০১৫ থেকে বন্ধ। রামঝোরা অচল দু'বছরেরও বেশি। নামে মধু, বাস্তবে জীবনের কোনও মিষ্টত্ব নেই হাসিমারার কাছে মধু চা বাগানে। অতীতে নামী বাঙালি চা শিল্পগোষ্ঠী রায় গ্রুপের মালিকানার বাগানটি এহাত ওহাত হয়ে বন্ধ হয়ে আছে গত মে মাস থেকে।

পাশেই হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনিতে নানারকম কাজে দিনমজুরি না থাকলে এতদিনে হয়তো শ্রমিক পরিবারগুলি না খেয়ে মরে যেত। আরেক পুরোনো নামী সংস্থা বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানির কালচিনি ও রায়মাটাং বাগান কয়েকবার মালিকানা বদলের পর এখন বন্ধ। গত বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বামনডাঙ্গা-টন্ডুর কঙ্কালসার হয়ে যাওয়া সবার জানা। কিন্তু কতজন জানেন, বামনডাঙ্গা-টন্ডু বাগানটাও অচল হয়ে পড়ে আছে।

রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর বাগানগুলি দীর্ঘদিন থেকে চা শিল্পের হতশ্রী চেহারাটার মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অচলাবস্থায় কিন্তু শুধু সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির শ্রমিকদের ধাক্কা নয়। সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের অন্তত চার জেলার অর্থনীতি মার খায়। এমনিতে উত্তরবঙ্গে শিল্প বলে কিছু নেই। তার ওপর একের পর এক বাগান বন্ধের পাশাপাশি কম উৎপাদন, চায়ের উপযুক্ত দাম না পাওয়ার সমস্যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে চা শিল্পকে।

গয়েরকাটার ওই শিক্ষক বলছিলেন, 'লক্ষণ ভালো দেখছি না। আপনারা সাংবাদিকরা বেশি করে তুলে না ধরলে কারও নজর পড়বে না।' সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে না বলা ভুল। তবে বাগান মালিক বা সরকারের অবস্থা এখন- কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।

স্বপ্নার উপস্থিতিতে জল্পনা

প্রথম পাতার পর

একটু পরে মাইকে স্বপ্নাকে মঞ্চে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বপ্না এসে খাদা পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নমস্কার করেন। মমতাও স্বপ্নাকে শাল পরিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে মঞ্চে কিছু কথাবার্তা হয়।

এতেই জল্পনা উসকে উঠেছে। স্বপ্না অবশ্য পরে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আরও ভালোভাবে সমাজের জন্য কাজ করার কথা বললেন। আরও অনেক কথা হয়েছে, সেসব এখন বলছি না।' কী কথা স্বপ্না বলতে চাইলেন না- যাবতীয় জল্পনা এখন তা নিয়ে। এটুকু বাদ দিলে শিলান্যাসের অনুষ্ঠান পুরোটাই ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'চাঁদমণির ১৭.৪১ একর জমিতে এই মন্দির হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মহাকাল মন্দির। এখানে বিশ্বের উচ্চতম মহাকালমূর্তি তৈরি হবে। যার মোট উচ্চতা হবে ২১৬ ফুট। এর মধ্যে শুধু ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট এবং যে ভিতের ওপরে মূর্তি বসানো হবে, সেটি হবে ১০৮ ফুট দীর্ঘ। প্রতিদিন এখানে এক লক্ষ দর্শনার্থী আসতে পারবেন।'

সরকারিভাবে মন্দিরের নাম দেওয়া হয়েছে 'মহাকাল মহাতীর্থ'। একটি ট্রাস্ট মন্দিরের দেখাশোনা করবে। মমতা বলেন, 'কাজটা শেষ করতে আড়াই বছর মতো সময় লাগবে।' মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চলতে চলতে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গিয়ে মনে করিয়ে দেন, পঞ্জিকা অনুযায়ী শিলান্যাসের সময় ৪.১৫ মিনিট বেজে গিয়েছে। মমতা অবশ্য বলেন, 'বক্তব্য শেষ হলেই শিলান্যাস করব।' মমতা জানান, এই মন্দিরে দোতলা মহাকাল মিউজিয়াম এবং সংস্কৃতি হল থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি নন্দীগৃহ, মন্দির চত্বরে ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির থাকবে। ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপকেও ঠাঁই দেওয়া হবে। মন্দিরের দুটো প্রদক্ষিণ পথ থাকবে, যেখানে একসঙ্গে ১০ হাজার ভক্তের সমাগম হতে পারে। রীতি অনুযায়ী চার কোণে চার দেবতা থাকবেন। দু'দিকে দুটি সভামণ্ডপ থাকবে, যেখানে ছয় হাজার মানুষ একসঙ্গে বসতে পারবেন।

এছাড়া প্রসাদ বিতরণকেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, ডালা কমপ্লেক্স, পুরোহিতদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

হার্ভার্ড কি অতীত! গবেষণার বিশ্বযুদ্ধে চিন এগিয়ে, পিছিয়ে আমেরিকা

আমস্টারডাম, ১৬ জানুয়ারি : একটা সময় ছিল যখন উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত আমেরিকার নাম। হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড বা এমআইটি— নামগুলোই ছিল আভিজাত্য আর মেধার সমার্থক। কিন্তু সেই দিন কি তবে শেষ হতে চলল? উত্তরটা হয়তো 'হ্যাঁ'। শিক্ষার বিশ্বমঞ্চে এখন নতুন দাদাগিরি শুরু করেছে চিন। আমেরিকার তাবড় তাবড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছনে ফেলে গবেষণার দুনিয়ায় এখন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে ড্রাগন। আর এই লড়াইয়ে ভারত? দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা দূরবীণ দিয়েও এই রেসের ধারেকাছে নেই।

সদ্য প্রকাশিত এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। 'লেডেন র‍্যাঙ্কিং'-এর তথ্য অনুযায়ী, গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার প্রকাশের নিরিখে বিশ্বসেরার তকমা হারিয়েছে আমেরিকার গর্ব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের হটিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে চিনের ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি। শুধু তাই নয়, একদা যে তালিকার প্রথম দশে আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, আজ সেখানে চিনেরই জয়জয়কার। প্রথম দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাতটিই এখন চিনের! হার্ভার্ড নেমে গিয়েছে তিন নম্বরে।

আমেরিকার পতন কেন?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বদল একদিনে হয়নি। একুশ শতকের শুরুতে গবেষণার জগতে আমেরিকার যে দাপট ছিল, তা এখন ম্লান। এর পিছনে বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার অনুদানে ব্যাপক কাটছাঁট করেছে। ফেডারেল ফান্ডের ওপর নির্ভরশীল আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ধুঁকছে। উলটোদিকে, চিন গত দুই দশক ধরে নিঃশব্দে অথচ আগ্রাসীভাবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢেলেছে। তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার— বিশ্বমঞ্চে মেধার লড়াইয়ে আমেরিকাকে হারানো। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কথায়, 'বৈজ্ঞানিক আধিপত্যের ওপরেই নির্ভর করছে একটি দেশের প্রকৃত ক্ষমতা।' আজ সেই বিনিয়োগের ফল পাচ্ছে বেজিং।

'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা'

টাইমস হায়ার এডুকেশনের ফিল বাটি বিষয়টিকে দেখছেন 'গ্লোবাল এডুকেশন'-এর ক্ষমতার পালাবদল হিসেবে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, 'আমেরিকার স্কুলগুলো যে খারাপ হয়ে গিয়েছে তা নয়, আসল ঘটনা হল চিন অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়েছে।' একটা সময় ছিল যখন প্রথম ২৫-এ চিনের মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকত। আর আজ? ঝেজিয়াং, সিংহুয়া কিংবা পিকিং ইউনিভার্সিটি এখন বিশ্বের গবেষণার অভিমুখ ঠিক করে দিচ্ছে। চিনা গবেষকরা এখন নিজেদের কাজ শুধুমাত্র মান্দারিন ভাষায় সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক ইংরেজি জার্নালে প্রকাশ করছেন, যা তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সাইটেশন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

কোথায় দাঁড়িয়ে ভারত?

চিন যখন রকেটের গতিতে এগোচ্ছে, আর আমেরিকা নিজেদের গড় বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন আমাদের দেশের অবস্থান কী? এই প্রশ্নটা এখন খুব প্রাসঙ্গিক। আমরা প্রায়শই 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান বড়ই রূঢ়। গবেষণার গুণমান এবং সংখ্যার নিরিখে এই এলিট ক্লাবে ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অদৃশ্য। যেখানে চিনের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দশে জায়গা করে নিচ্ছে, সেখানে ভারতের আইআইটি বা আইআইএসসি-র মতো প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলোও এই তালিকার অনেক নিচে।

গবেষণায় বরাদ্দ অর্থের অভাব, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি— ভারতের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনেক। চিনের মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা 'ভিশন' আমাদের উচ্চশিক্ষায় এখনও অনুপস্থিত। আমরা যখন ডিগ্রির সংখ্যা গুনতে ব্যস্ত, চিন তখন পেটেন্ট আর গবেষণাপত্র দিয়ে বিশ্বকে শাসন করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে।

ভবিষ্যৎ কী?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজ্ঞানের এই জগতটা নিষ্ঠুর। এখানে যে উদ্ভাবন করবে, সেই রাজত্ব করবে। আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাফায়েল রেইফ অকপটে স্বীকার করেছেন, 'চিন থেকে যে মানের এবং যে সংখ্যার গবেষণাপত্র আসছে, তা আমাদের কাজকে ম্লান করে দিচ্ছে।'

আমেরিকা যদি এখনই তাদের নীতি পরিবর্তন না করে এবং গবেষণায় বরাদ্দ না বাড়ায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় পশ্চিমাদের চেয়ে প্রাচ্যের নামই বেশি দেখা যাবে। আর ভারতের জন্য এটা নিছকই এক সতর্কবার্তা নয়, বরং অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। বিশ্বসেরার দৌড়ে শামিল হওয়া তো দূর, আমরা যদি এখনই নিজেদের গবেষণাগারগুলোকে ঢেলে না সাজাই, তবে আগামী দিনে আমরা কেবল অন্যের তৈরি প্রযুক্তির ক্রেতা হয়েই থেকে যাব।

এখন দেখার, হার্ভার্ডের এই পতন আমেরিকার জন্য 'ওয়েক-আপ কল' হয় কিনা, নাকি চিনের এই উত্থান বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণটাই পুরোপুরি বদলে দেয়। তবে আপাতত এটুকু স্পষ্ট— জ্ঞানের মানচিত্রে মধ্যমণি এখন আর পশ্চিম নয়, পুবের দেশ চিন।

পট পরিবর্তনেও বদল হয়নি সিঙ্গুরের, জমি আন্দোলনের গেরোয় সব দল

মোদির সফরের আগে আক্ষেপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৬ জানুয়ারি : বছর কুড়ি আগে ২০০৬ সালের ২৮ মে সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ায় টাটাগোষ্ঠীর কর্ণধার রবিকান্তকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। পরে সেই বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, সিঙ্গুর ছেড়ে টাটাগোষ্ঠী গুজরাটে সানন্দে পাড়ি দিয়েছিল। বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোডে রতনপুর আলুগুদাম থেকে ডানদিকে বাজেমেলিয়া, গোপালনগর, সিংহেরভেড়ি, খাসেরভেড়ি হয়ে সোজা বেড়াবেড়ি রাস্তাটি ছিল মাটির। এখন সেই রাস্তা কংক্রিটের হয়ে গিয়েছে। সন্ধের পর রতনপুর মোড় থেকে বেড়াবেড়ি পর্যন্ত রাস্তা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওই রাস্তা এখন আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের দাবি কি আদৌ মিটেছে? রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গুরে আসছেন। তার আগে সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের একটাই বক্তব্য, 'আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার বাস্তবায়ন চাই।'

সিঙ্গুরে টাটা কারখানার জন্য ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল রাজ্য সরকার। ২০০৮ সালে তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল আন্দোলনের মুখে পড়ে টাটারা এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই জমি অধিগ্রহণকে বেআইনি বলা হয়েছিল। কৃষকদের হাতে জমিও ফিরিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কারখানার জন্য তৈরি হওয়া গোপালনগর মৌজার ৩৯৭ একর এবং খাসেরভেড়ি এবং সিংহেরভেড়ি মৌজার ২০০ একর জমি টাটারা নিয়েছিল। প্রায় ৩০০ একর জমিতে টাটাগোষ্ঠী তাদের প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল। সেই জমি আর চাষযোগ্য করা সম্ভব নয়। তাই এই ৬০০ একর জমি চাষযোগ্য করতে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে বারবার জানিয়েছেন স্থানীয় চাষিরা। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ৩০০ একর জমি চাষযোগ্য করেছে। কিন্তু বাকি জমি কেন চাষযোগ্য করা হবে না, তা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন তখনকার কৃষক আন্দোলনের নেতারা।

> মাত্র ৩০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। আমরা শিল্পের বিরোধী নই। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে সিঙ্গুরকে নিয়ে, তারা কেন কংক্রিটের জঙ্গলে শিল্প বানাবে না?
>
> -দুধকুমার ধারা

২০০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাজেমেলিয়ার কাছে মাঠের ধার থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাপসী মালিকের দেহ। তখন ছিল ধুলোভরা মাটির রাস্তা। এখন সেটি কংক্রিটের রাস্তা। তার সামনে রয়েছে তাপসী মালিকের একশহিদ বেদি। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলে খাসেরভেড়ি এলাকা। তখন আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন দুধকুমার মণ্ডল। এখন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকলেও তিনি বলেন, 'মাত্র ৩০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। রাজ্য সরকার চাইলে বাকি ৩০০ একরও চাষযোগ্য করতে পারে।' রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমাদের প্রায় ৮০০ একর জমি চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতারা আসছেন শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে।'

কামারকুণ্ডু রেলস্টেশনের পাশে চায়ের দোকান। অনেক ঘটনার সাক্ষী। পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে পুলিশের গাড়িতে আগুন দেখেছে এই দোকান। ওই দোকানের মালিক রাজর্ষি সাহা বলেন, 'আন্দোলনের প্রথম থেকে দেখছি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। সিঙ্গুরের পরিবর্তন হয়নি।'

উত্থানই এখন গলার কাঁটা

ভোট-পাখি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : যে মাটি একদা মমতাকে নবান্নের চাবি উপহার দিয়েছিল, দেড় দশক পর সেই সিঙ্গুরের মাটিই কি এবার তাঁর রাজনৈতিক দুর্গে ফাটল ধরাবে? রাজনীতি বড়ই নিষ্ঠুর, এখানে রাজা আর প্রজার স্থান বদল হতে সময় লাগে না। ২০০৬-২০০৮ সালে যে সিঙ্গুর ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের 'লঞ্চপ্যাড', ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে বিজেপি তাকেই মমতার শাসনের কফিনে শেষ পেরেক হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। দৃশ্যপট এক, কিন্তু চিত্রনাট্য আজ সম্পূর্ণ উলটো। একসময় যে জমিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান উঠেছিল 'কৃষিজমি বাঁচাও', আজ সেখানেই প্রশ্ন উঠছে— 'শিল্প কোথায়?'

ফ্ল্যাশব্যাক ও বর্তমান

২০০৮ সালে মমতার তীব্র আন্দোলনের জেরে রতন টাটা বাংলা ছাড়েন, ন্যানো কারখানা চলে যায় গুজরাটে। সেদিন মোদি টাটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আর আজ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই মোদিই সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি সেই সিঙ্গুরের মাটিতেই সভা করার কথা বিজেপির। স্থান—সিংহেরভেড়ি মৌজা, যা একসময় ন্যানো কারখানার জন্য চিহ্নিত ছিল। বিজেপির কৌশল পরিষ্কার—সিঙ্গুরকে তারা আর কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে দেখাতে চায় না, বরং দেখাতে চায় 'শিল্পের বধ্যভূমি' হিসেবে। তাদের বয়ান সহজ ও সোজা—'মমতার জেদের কারণে বাংলা থেকে টাটা বিদায় নিয়েছে, আর তার ফলেই আজ বাংলার যুবসমাজ বেকার।'

বাস্তব ছবিটা করুণ

সিঙ্গুরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চায়ের আড্ডায় তর্ক চললেও বাস্তব ছবিটা বেদনাদায়ক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে জমি ফিরলেও প্রায় ১০০০ একর জমির বড় অংশ আজও চাষযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কংক্রিটের ধ্বংসাবশেষ আর আগাছায় ভরা সেই জমি না দিচ্ছে ফসল, না হয়েছে শিল্প। মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক চাষি জমি ফেরত পেয়েও অসহায়। বিজেপি ঠিক এই জায়গাটিতেই আঘাত করে বলছে, 'না হল শিল্প, না হল কৃষি'। যে স্বপ্নের ফানুস দেখিয়ে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তা আজ চুপসে যাওয়া বেলুন।

জটিল সমীকরণ

২০২৬-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপি প্রচার করছে যে, টাটা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থেকে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসও চলে গিয়েছে। রাজ্য বিজেপির মতে, সিঙ্গুর থেকেই শিল্পের শবযাত্রা শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, সেদিন মমতার পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ বিজেপির মঞ্চে। শুভেন্দু অধিকারী, যিনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন, আজ তিনিই মমতার প্রধান প্রতিপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, ১৮ জানুয়ারির সভায় এমন অনেক কৃষককে সামনের সারিতে বসানো হবে, যাঁরা একসময় জমি আন্দোলনের সৈনিক ছিলেন, কিন্তু এখন শিল্প চান।

উলটোদিকে তৃণমূলের তূণে সবথেকে বড় বাণ— সুপ্রিম কোর্টের রায়। তাদের দাবি, জমি অধিগ্রহণ ছিল অবৈধ এবং তারা কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু একদশক আগের সেই 'জমি ফেরত'-এর নৈতিক জয় কি আজকের পেটের খিদের কাছে টিকবে? যখন পকেটে চাকরি নেই, তখন মানুষ কি আর পুরোনো আবেগে ভাসবে?

অর্থনৈতিক সংকটের প্রতীক

সিঙ্গুর আজ শুধু রাজনীতির দাবার ঘুঁটি নয়, রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটের একটি ধ্রুপদি উদাহরণ: এক, বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট - সিঙ্গুর-পর্বের পর থেকে বড় শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগ করতে ভয় পায়, রাজ্যের গায়ে 'লুজার্স ইমেজ' লেগে গিয়েছে। দুই, কর্মসংস্থান বনাম অনুদান - 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো অনুদানে গ্রামের মানুষ কিছুটা তুষ্ট হলেও ২০-২৫ হাজার টাকার চাকরির প্রত্যাশী শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে সিঙ্গুর এক দগদগে ঘা। মোদির সভায় এই অংশটিই ভিড় জমাচ্ছে। তিন, স্থানীয় অর্থনীতি - কারখানা হলে এলাকার যে ভোলবদল হত, তা না হওয়ায় স্থানীয়দের মনে এখন শুধুই আক্ষেপ।

সিঙ্গুরের মাঠে এখন সর্ষেফুলের বদলে ফুটছে রাজনীতির বিষফুল। মমতা একসময় বলেছিলেন 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'— আজ বিরোধীরা প্রমাণ করতে চাইছে যে, তিনি ভিত্তিটাও নড়বড়ে করেছেন আর ভবিষ্যৎটাও অন্ধকার করে দিয়েছেন। রবিবারে মোদির সভা থেকে কী বার্তা আসে, সেটা দেখার বিষয়। তবে এটা পরিষ্কার, যে সিঁড়ি দিয়ে মমতা ক্ষমতায় উঠেছিলেন, তা আজ পিচ্ছিল। বিজেপি যদি চাষিদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে 'মমতা মানেই শিল্পের বাধা', তবে ২০২৬-এ নবান্ন রক্ষা করা তৃণমূলের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। শেষ উত্তর দেবে সময় আর ব্যালট বাক্স।

উপাচার্য নিয়োগে জট কাটার ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে টানাপোড়েন অবশেষে মীমাংসার পথে। রাজ্য ও রাজ্যপালের সমঝোতার ইঙ্গিত মিলেছে সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের শুনানিতে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে উপাচার্য নিয়োগ মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত এবং রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি জানান, আলোচনার মাধ্যমে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে দু-পক্ষ একমত হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, '৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জট কাটার পর এখন নজর দেওয়া হোক বাকি থাকা ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।' সেগুলির ক্ষেত্রেও আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান সূত্র বের করার নির্দেশ দেন তিনি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজি এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জট এখনও কাটেনি।

আদালত জানায়, উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটি ফের সক্রিয় হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন এই কমিটিকেই পরবর্তী পদক্ষেপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।

হার নিশ্চিত জেনে দাঙ্গার ছক : মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্যু- 'এসআইআর'। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'ভোটে জেতা অসম্ভব জেনে এখন দাঙ্গা বাধানোর ছক কষছে বিজেপি।'

এসআইআর-এ মৃত্যু মিছিলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল শোক ও ক্ষোভের মিশেল। এসআইআর-এর নোটিশের চাপে বীরভূমের সিউড়ির ২ নং ব্লকের কোমা গ্রামের এক ৬৮ বছরের বৃদ্ধ, খেলা বেদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, নথি জমা দেওয়ার পরেও দ্বিতীয়বার তলবে মানসিক চাপ সইতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি।

মমতা প্রশ্ন তোলেন, 'এতদিন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে জন্ম শংসাপত্র হিসেবে মানা হলেও আচমকা তা কেন বাতিল করা হল?' আধার কার্ড বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়েও বাংলার ক্ষেত্রে কেন আলাদা নিয়ম নিয়ে তিনি কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, মালদায় প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে, যা আদতে 'বাঙালি খেদানো'র নীল নকশা। নাম না করে কয়েকজন বিজেপি নেতাকে বিঁধে তিনি বলেন, 'যাঁদের জীবনের অর্ধেক সময় ইডি-সিবিআইয়ের হেপাজতে কেটেছে, তাঁরা আবার আমার জেল নিয়ে কথা বলছেন! আমি ফাঁসিকে ভয় পাই না।'

মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিককে ভিনরাজ্যে পিটিয়ে মারার ঘটনায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা এসব করছে, তাদের গ্রেপ্তার করবই।' তাঁর বার্তা, 'বিজেপি প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে।' প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরের ঠিক আগে মমতার এই ঝাঁঝালো আক্রমণ বঙ্গ রাজনীতিতে যে নতুন মেরুকরণের জন্ম দিল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, এই 'নথি যুদ্ধের' পালটা দিল্লি কী চাল দেয়।

স্থগিতাদেশ মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : দলত্যাগ বিরোধী আইনকে কেন্দ্র করে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ নিয়ে আইনি টানাপোড়েন নতুন মোড় নিল সুপ্রিম কোর্টে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিধায়ক পদ বাতিলের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়ে মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছয় সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী গৌরব আগরওয়াল বলেন, 'মুকুল রায়ের হয়ে তাঁর পুত্রের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।' এই বক্তব্য খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট করে দেন, অসুস্থ ব্যক্তির হয়ে তাঁর পুত্র মামলা দায়ের করতেই পারেন।

নবান্নে ধর্নায় অনড় বিজেপি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : নবান্নের সামনেই ধর্না দিতে অনড় বিজেপি। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন মামলা দায়ের করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমরা যে জায়গাটি ধর্না কর্মসূচির জন্য চেয়েছিলাম, সেটা পাইনি। শান্তিপূর্ণভাবেই এই কর্মসূচি করতে চাই আমরা। তাই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছি।'

ট্রাম্পের হাতে মাচাদো'র নোবেল

ওয়াশিংটন, ১৬ জানুয়ারি : মার্কিন রাজনীতির অলিন্দে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। বহুদিনের স্বপ্নপূরণ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে খুশি করতে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেলটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো।

ঝটিকা অভিযান চালিয়ে দিনকয়েক আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন বাহিনী। এখন আমেরিকায় তাঁর বিচার চলছে। এদিকে মাদুরোর অবর্তমানে ভেনেজুয়েলায় শুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াই। সম্প্রতি মাচাদোর বদলে মাদুরোর ডেপুটি তথা অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। যার জেরে ক্ষমতা দখলের দৌড়ে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন মাচাদো। তারপরেই আমেরিকা সফরের কথা ঘোষণা করেন নোবেলজয়ী নেত্রী। এদিন হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের হাতে নিজের নোবেল পুরস্কার তুলে দেন।

নোবেল কমিটি অবশ্য আগেই এই সম্মান হস্তান্তর যোগ্য নয় বলে জানিয়েছিল। তবে ট্রাম্প বা মাচাদো, কেউই তাদের গুরুত্ব দেননি। মাচাদোর বক্তব্য, 'আমাদের স্বাধীনতার জন্য তিনি (ট্রাম্প) যা করেছেন তার কৃতজ্ঞতাবশত এই পুরস্কার তুলে দিলাম।' তিনি আরও বলেন, 'মুক্তির লড়াইয়ে ট্রাম্পের অনন্য প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি হিসেবে আমি তাঁকে এই মেডেল দিয়েছি।' সমর্থকদের আশ্বস্ত করে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর ভরসা রাখতে পারি।' আর মাচাদোর হাত থেকে নোবেল নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাজের পুরস্কার পেয়েছিলেন মাচাদো। তাই এই পুরস্কার তিনি আমাকে দিয়েছেন।'

নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে মাচাদোর প্রশংসা করে তিনি লেখেন, 'তিনি একজন চমৎকার নারী, যিনি অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন।' এই মেডেল প্রদানকে ট্রাম্প 'পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক চমৎকার উদাহরণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি নোবেল ইনস্টিটিউট এই হস্তান্তরকে স্বীকৃতি না দিলেও হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে, ট্রাম্প মেডেলটি নিজের কাছেই রেখে দেবেন।

নোবেল তৃপ্তি...হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও মাচাদো।

এই উপহারের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। যেখানে কয়েক দিন আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মাচাদোর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন। কারণ, দেশের ভিতর তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান বা সমর্থন নেই।' এরপরেই মাচাদোর নোবেল 'উৎসর্গ' ট্রাম্পের মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। হোয়াইট হাউসের বাইরে অপেক্ষারত জনতাও মাচাদোর হাত থেকে ট্রাম্পের নোবেল নেওয়ার দৃশ্য দেখে স্লোগান তোলে 'ধন্যবাদ, ট্রাম্প'। এই নাটকীয় মুহূর্তটি যে বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

তৃণমূলের দুর্নীতি, তোষণ শুভেন্দুর অস্ত্র

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : চাকদার সভা থেকে বৃহস্পতিবার শুভেন্দু বলেন, 'শুধু নবদ্বীপটা একটু হিলিয়ে দিতে হবে। এই লোকসভা ৭-০ করে দিন। বাকি অঙ্ক আমরা মেলাব।'

সভা থেকে হিন্দু ভোট একজোট করতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু নিধনকে ফের সামনে আনলেও, স্থানীয় স্তরে তৃণমূলের দুর্নীতি ও হুমকির রাজনীতিকেই তুলে ধরে ক্ষোভকে উসকে দিতে চেয়েছেন শুভেন্দু। সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের একটি ভিডিও ক্লিপের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৪০ লাখ বাড়ির জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন। কম দামে উজ্জ্বলা গ্যাস দিয়েছেন, ৭২ লক্ষ শৌচালয় দিয়েছেন। এর কোনওটার জন্যই মোদি বা বিজেপিকে ফোন করতে হয়নি। অথচ কাটমানিখোর তৃণমূল নেতারা হুমকি দিচ্ছেন বাড়ি পেতে হলে ফোন করতে হবে দিদিকে। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। বিজেপিকে আনুন, ফোন করতে হবে না।'

চাকদায় গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভোট শতাংশ ছিল ৪১। বিজেপির ৪৬। শতাংশের বিচারে এগিয়ে থাকলেও, মতুয়া ও তপশিলি, নমশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় এসআইআরে নাম বাদ পড়ার তালিকায় রয়েছে বহু হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবার। এদিন তাদের আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু বলেন, '৬০-৭০ হাজার আবেদন পড়েছে। তার মধ্যে দু-তিন হাজার লোক শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন, বাকিরাও পেয়ে যাবেন। চিন্তা করবেন না।' আশঙ্কা থেকে নজর ঘোরাতে শুভেন্দু বলেছেন, 'তৃণমূল এসআইআর ভন্ডুল করতে চাইছে, রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন। এটা সনাতনদের বেঁচে থাকার লড়াই।'

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে ধরাশায়ী কংগ্রেস

উদ্ধবের হার পদ্মের দখলে বৃহন্মুম্বই

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : এশিয়ার সবথেকে ধনী পুরসভা বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপির মহাযুতির দখলে এলেও মুম্বইকে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেরা। বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) ঠাকরে দুর্গের পতন ঘটল ঠিকই। কিন্তু দেশের বাণিজ্যনগরীতে শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রভাব এখনও যে খানিকটা টিকে রয়েছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল শুক্রবার।

বিজেপির জয়ে উল্লাস সমর্থকদের। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

বিএমসি-তে বোর্ড গঠন করতে গেলে প্রয়োজন ১১৪টি আসনের। এদিন ২২৭ আসনের বিএমসি-তে যে ফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বশেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী বিজেপি ৮৮, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা পেয়েছে ২৮টি আসন। অজিত পাওয়ারের এনসিপি ৩টি আসন জিতেছে। অপরদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) পেয়েছে ৬৬টি আসন। মুম্বইয়ের দখল নিজেদের হাতে রাখতে অতীতের তিক্ততা ভুলে খুড়তুতো ভাই রাজ ঠাকরের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন উদ্ধব। কিন্তু রাজের দল এমএনএস-ও মাত্র ৬টি আসনে জিততে সক্ষম হয়েছে। শারদ পাওয়ারের এনসিপি পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। এমভিএ ভেঙে আলাদা লড়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারা জিতেছে মাত্র ২৪টি আসনে। ২০১৭ সালে বিএমসি-র ভোটে অবিভক্ত শিবসেনা পেয়েছিল ৮৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৮২টি আসন।

জয় পেলেও মুম্বইয়ের নতুন মেয়র কোন দল থেকে হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ফড়নবিশ এবং শিন্ডে। তবে এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, বৃহন্মুম্বই পুরসভার ১৩৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার মেয়র হতে চলেছেন পদ্মশিবির থেকেই। বালাসাহেব ঠাকরের আমলে শিবসেনার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়র পদটি শিবসৈনিকের জন্যই বরাদ্দ হত। কিন্তু এখন বিজেপি মহারাষ্ট্রের প্রধান শাসকদল তো বটেই, পুরসভাতেও একক বৃহত্তম দল। তাই মুম্বইয়ের মেয়র পদটি এবার নিজেদের জন্যই রাখতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

শুধু বৃহন্মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের বাকি ২৮টি পুরসভাতেও মহাযুতির জয়জয়কার। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই পুরসভাগুলির মোট ২৮৬৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৪২০, শিন্ডে সেনা ৩৭৪, এনসিপি ১৫৫টি আসন জিতেছে। অপরদিকে কংগ্রেস ৩৩০, শিবসেনা (ইউবিটি) ১৭৬, এনসিপি (এসপি) ৪১টি আসন জিতেছে। ফড়নবিশের দুর্গ নাগপুরেও নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে পদ্মশিবির।

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে বিজেপির এই সাফল্যকে এনডিএ-র জনকল্যাণ এবং সুশাসনের জয় বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ধন্যবাদ মহারাষ্ট্র। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচনের ফলে স্পষ্ট, এনডিএ এবং মহারাষ্ট্রের মানুষের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে। আমাদের পারফরমেন্সের অভিজ্ঞতা এবং উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। আমি মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' বৃহন্মুম্বই সহ মহারাষ্ট্রের পুরভোটের জয়কে ঐতিহাসিক সাফল্য বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিজেপির বিপুল জয়ের জন্য দলের রাজ্য সভাপতি ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ।

ছন্দোবদ্ধ।। *সৌহার্দ্য মালদার দ্বাদশ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

৪৯-এ জমজমাট ১৪

সম্প্রতি গাজোলে ৪৯তম বিষাণ নাট্যমেলা হয়ে গেল। পাঁচদিনে প্রদর্শিত ১৪টি নাটক জীবনের নানা অনুভূতিকে দর্শকদের সামলে তুলে ধরে হাসাল, কাঁদাল, নতুনভাবে ভাবাল। সাক্ষী থাকলেন গৌতম দাস।

জমজমাট।। *বিষাণ নাট্যমেলায় পরিবেশিত 'লজ্জা' নাটকের একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

কিছুদিন আগে বিষাণ (একটি নাট্য সংস্থা)–এর নিজস্ব মঞ্চে গাজোলে হয়ে গেল ৪৯তম বিষাণ নাট্যমেলা। পাঁচদিনে মঞ্চস্থ হয় ১৪টি নাটক। প্রথম দিন মোট তিনটি নাটক উপস্থাপিত হয়। প্রথম দর্শন ছিল ইফটা, দমদম প্রযোজিত 'দালিয়া'। নির্দেশনা-দেবাশিস দত্ত। অভিনয়ের পাশাপাশি মঞ্চ ভাবনা ও আলো দর্শক মহলে খুব প্রশংসিত হয়। দ্বিতীয় নাটক সুশান্ত মজুমদারের নির্দেশনায় রানিকুঠি আঙ্গিক, কলকাতা প্রযোজিত নাটক 'বাতিঘর'। কলাকুশলীদের সাবলীল অভিনয় এবং নাটকের গল্প দর্শকমনে নাড়া দিয়ে যায়। প্রথম দিনের শেষ নাটক ছিল আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত নাটক 'কাঁথা', নির্দেশনা সিন্টু দত্ত। দ্বিতীয় দিনের প্রথম দর্শনে ছিল সুশান্ত বালো নির্দেশিত এবং বিষাণ নাট্য সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'লজ্জা'। বর্তমান সমাজ ও সময়ের এক জ্বলন্ত দলিল হিসেবে এই নাটকটি দর্শকদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দর্শন ছিল নাট্যিক, কলকাতা প্রযোজিত নাটক 'দেবীগর্জন'। নির্দেশনায় সৃজিতা বান্টি ভদ্র। অভিনয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ এবং গান দর্শকরা খুবই উপভোগ করেছেন। নাট্যমেলার তৃতীয় দিন শুরু হয় বিষাণ নাট্য সংস্থার শিশু বিভাগ প্রযোজিত নাটক 'ডাকঘর' দিয়ে। নির্দেশনায় প্রলয় সরকার। খুদে নাট্যশিল্পীদের সহজ-সরল, স্বাভাবিক অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। দ্বিতীয় নাটক ছিল বর্ধমানের মুক্তমনন স্পিড প্রযোজিত, অমিতাভ চন্দ্র নির্দেশিত নাটক 'অমানুষ'। নাটকটির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং মুখ্য চরিত্রে অভিনেতার অভিনয় দর্শক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। শেষ নাটক ছিল বুনিয়াদপুর অরণী প্রযোজিত, শুভাশিস চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'চোখের বাহিরে'।

নাট্যমেলার চতুর্থ দিনে প্রথম দর্শনে ছিল বিষাণ নাট্য প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি প্রযোজিত ও পবন পাল নির্দেশিত নাটক 'মন্দোদরী হরণ'। হাস্যরসাত্মক এই নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকরা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল বহরমপুরের চুয়াপুর সুহৃদ প্রযোজিত এবং হরপ্রসাদ দাস নির্দেশিত নাটক 'তোতাকাহিনী'। নাটকের পোশাক পরিকল্পনায় নতুনত্ব দর্শকদের মুগ্ধ করে। চতুর্থ দিনের শেষ প্রযোজনা ছিল কালিয়াগঞ্জ অনন্যা থিয়েটার-এর 'ত্রিনয়নী'। নির্দেশনা বিভূতিভূষণ সাহা। এই নাটক প্রিয় দর্শকদের বেশ ভালো লেগেছে। নাট্যমেলার শেষ দিনের প্রথম নাটক ছিল ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, নিশান মেদিনীপুর শাখা প্রযোজিত এবং পার্থ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত কৌতুক নাটক 'প্রস্তাব'। নাটকটি দেখে প্রাণ খুলে হেসেছেন দর্শকরা। দ্বিতীয় দর্শনে ছিল তিলজলা, রিতু (কলকাতা) প্রযোজিত চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি নির্দেশিত নাটক 'ডুবুরি'। আবেগঘন এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আলোর ব্যবহার দর্শকমনে দাগ রেখে যায়। নাট্যমেলার শেষ নাটক কলকাতা অন্বেষক প্রযোজিত প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'আকাশটা আরো বড়ো হোক'। নাটকের কাহিনী এবং অভিনয় দর্শকমনে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।

বইটই

পল্লিকবিদের সৃষ্টি

বছর ৩০ আগের কথা। সেই সময় উত্তরবঙ্গের পল্লিকবিরা বড় কবিতা লিখতেন আর হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে সেইসব পাঠ করে বিক্রি করতেন। কালের কোপে সেই সংস্কৃতিতে ভাটা। আজকাল হাটেবাজারে সেই সমস্ত কবিতা মোটেও শুনতে পাওয়া যায় না। ললিতচন্দ্র বর্মন সেই অভাব মেটালেন। উত্তরবঙ্গের ১৪ জন পল্লিকবির লেখা ৩৪টি পল্লিকবিতা নিয়ে তাঁর সংকলন উত্তরবঙ্গের পল্লী কবিতা। ললিত প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ নানা পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। সৃষ্টি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য সবসময়ই সচেষ্ট। এই বইটি তাঁর সেই চেষ্টারই সাক্ষী।

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও

শালকুমারহাটের সুশীতল দল সৃজনে মগ্ন বরাবর। বাবা, মা ও স্ত্রীর মৃত্যুকে খুব সামনে থেকে দেখেছেন। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও হাল ছাড়েননি। সাহিত্যসেবা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত 'জলদাপাড়া সাহিত্য পত্রিকা' উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার জগতে যথেষ্টই পরিচিত। বেশ কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। ২৮টি কবিতা নিয়ে কবির আরেকটি কবিতা সংকলন প্রজাপতি সুখ কিছুদিন আগেই পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। সুশীতলের লেখা 'খুব সহজে সম্পর্ক বদলে যায়,/আবহাওয়া বদলে যায়/মুহূর্তের ইঙ্গিতে বদলে যায় জীবন'-তে পরিষ্কার, তিনি জীবনকে খুবই নিবিড়ভাবে দেখেছেন, আরও দেখতে চান।

নিবিড় অনুভূতি

'আমি বিশ্বাস করি/চৈত্রের প্রত্যেকটা উষ্ণ রাত্রির শেষে/একটা ভেজা শীতল ভোর আসবে।' প্রিয়দর্শী পালের লেখা কবিতা 'আকাশটাকে ছুঁতে পারব' এভাবেই শুরু হচ্ছে। আরও ১৬টি কবিতাকে সঙ্গী করে যা জুঁইফুল আর বাদল পোকারা কবিতা সংকলনের অংশ। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে প্রিয়দর্শী পশ্চিমবঙ্গের নানা এলাকাকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সেই চেনাজানার বিষয়টি নানা কবিতার মধ্যে উঠে এসেছে। এই সংকলনের প্রতিটি কবিতাই জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। সেই উপলব্ধির অঙ্গ হিসেবেই কবি লেখেন, 'শুকিয়ে যাওয়া জুঁইফুল একদিন জায়গা পায়/পোড়া দেশলাই কাঠির পাশে।'

নাচে-গানে মনোজ্ঞ সন্ধ্যা

শিল্প ও সংস্কৃতির সাধনাই তাদের পথ চলার প্রধান অনুপ্রেরণা, অনুষ্ঠানের মধ্যে জেলার বিশিষ্ট চারজনকে 'সৌহার্দ্য সূর্য সম্মাননা' প্রদান করে সৌহার্দ্য মালদা আবারও এই বিষয়টি প্রমাণ করল। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্যোতিভূষণ পাঠক, সাহিত্যক্ষেত্রে তৃপ্তি সান্ত্রা, ললিতকলা ক্ষেত্রে রণজিৎ দেবভূতি এবং রক্তদান ও সমাজকল্যাণে পাকুয়াহাট সমবেত প্রয়াসের বরুণ সরকারের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি এবং আর্দ্র ও প্রণতির শ্রুতিনাটক 'পাকা দেখা'র মতো প্রতিটি পরিবেশনাই ছিল পরিমার্জিত ও প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য মালদার সদস্যরা তাঁদের সৃজনশীল পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সৌহার্দ্য মালদার দ্বাদশ বর্ষে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'মায়াবিনী সংস্কৃতিক সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। মালদা বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলের মঞ্চে এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক, সৌহার্দ্য সূর্য সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়। এছাড়াও গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়, যা অনুষ্ঠানে বাড়তি উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগ করে।

– সৌকর্য সোম

চার সংকলনের মোড়ক উন্মোচন

৫০০ কবির কবিতা সংকলন 'স্বপ্নের প্রতিধ্বনি'র মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষ্যে ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের এক সাহিত্য সংস্কৃতি সমারোহ। শিলিগুড়ির এক হোটেলে এই সমারোহের আয়োজন করেছিল আন্তর্জাতিক স্বপ্নমায়া হিংলা সাহিত্যচর্চা পরিবার। এই অনুষ্ঠানে গল্প সংকলন 'আলোয় মোড়া স্বপ্ন', শিশুদের জন্য সংকলন 'অজানা এক স্বপ্ন' এবং রামকৃষ্ণ পালের 'কাব্যের অনুরণন' নামক সংকলনের মোড়ক উন্মোচন হয়।

উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৬৫ জন কবি-সাহিত্যিক লেখক এই সমারোহে যোগ দেন এবং তাঁদের রচনা পাঠ করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী, কবি লেখক ও সাহিত্য অনুরাগী অলক চক্রবর্তী, অনিন্দকুমার মিশ্র, মিনতি দেব, ছন্দা দে মাহাতো, সুমন্ত্র সারথি প্রমুখ। সাহিত্যের এই অনুষ্ঠানে ধ্রুপদি মাত্রা যোগ করে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উদ্বোধনী সংগীত। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অতিথিদের বক্তব্যে অস্থিরতামুক্ত একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। প্রকাশিত কবিতা সংকলনটির সম্পাদনায় রয়েছেন স্বপ্না প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং অঙ্কনে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি লেখক সমাজকর্মী কিরণ মজুমদার।*–নিজস্ব প্রতিবেদন*

ফিরে পাওয়া

কিছুদিন আগে হালকা শিশির ভেজা এক শীত সন্ধ্যা একটু অন্যভাবে কাটালেন রায়গঞ্জের নাট্যমোদীরা। তাঁরা দেখলেন ছন্দমের নতুন নাটক জীবনানন্দ দাশ স্মরণে প্রকৃতি পাঠ। হর ভট্টাচার্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী নাটকটির রূপায়ণে ছিলেন নাট্যজন গৌতম মুখোপাধ্যায়। দু'ঘণ্টার ওপরের এই নাটক দেখতে দেখতে দর্শকরা কোথায় যেন কবিকেই খুঁজে পেলেন ছন্দম মঞ্চে। অধ্যাপকের চরিত্রে স্মৃতিকণ্ঠ দত্তের ওপর চাপ অনেকটা থাকলেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। বিদিশার চরিত্রে থাকা শ্রাবণী দে ভালো চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ছাত্র নেতার চরিত্রে শুভঙ্কর দাসের স্বল্প সময়ের অভিনয় চমকিত করেছে। অন্যদিকে পার্শ্বচরিত্রে থাকা দেবব্রত দেবনাথ, বর্ণালি নন্দী এবং সায়শ্রী ভৌমিক যথাযথ অভিনয় করেছেন। মঞ্চ মানানসই। জীবনানন্দের কবিতায় যে প্রকৃতি চেতনা, গ্রামবাংলার নৈসর্গিক বর্ণনা এবং প্রকৃতিকে অনুভব করবার যে শক্তি নিহিত আছে এই নাট্য সন্ধ্যা তারই একটি প্রতিফলন। সব মিলিয়ে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে বলে জানান নাটক দেখতে আসা বালুরঘাটের নাট্যকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল। প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে বহু প্রতীক্ষার যথার্থ অবসান ঘটাল ছন্দম।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

দুই নাটকে সামাজিক বার্তা

এখনকার বাবাদের কেমন হতে হবে তার সার্থক উদাহরণ হলেন কুমুদরঞ্জন। আর সব হারানোর ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা আশালতাও যেন সর্বংসহা মায়েদেরই এক মডেল। জীবনের শেষলগ্নে তিন ছেলেমেয়ে বাড়ি বিক্রির টাকা বুঝে নেবার পর বাবা মায়ের দায়িত্ব নেবার প্রশ্নে লটারি করে। লটারিতে ঠিক হয় বাবা একজনের কাছে এবং মা আর একজনের কাছে থাকবেন। তখনই আশালতার মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাস্তববাদী কুমুদরঞ্জন কিন্তু কাঁদেননি। তিনি সকলকে শিখিয়ে দিলেন এখনকার দিনে কীভাবে সম্পত্তির ভাগাভাগি করতে হয়। আর এই শিক্ষাই ছিল কল্লোলের নাটকের মূল কথা। অনবদ্য দক্ষতায়, অসাধারণ অভিনয়ে বাবা-মাকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছেন কল্লোলের পরিচালক তথা অভিনেতা প্রণব হোড় রায় ও জয়া গুহ। দিনকয়েক আগে দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ির কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা এক সন্ধ্যায় দুটি নাটকের অভিনয় করে। এটি ছিল দ্বিতীয় পর্বের নাটক। মনোজ মিত্রের লেখা এই নাটকের নাম 'সন্ধ্যাতারা'। দলগত অভিনয়ে প্রায় সকলেই নিজের সেরাটি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন গণেশ মুস্তাফি, সায়ন চট্টোপাধ্যায়, সোমা জানা তালুকদার, সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ চন্দ, সংকল্প বোস, দীপুশংকর ভট্টাচার্য, গৌতম রায়, রিমঝিম পাল। আর নেপথ্য কণ্ঠস্বর দিয়েছেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

আবেগঘন।। *কল্লোলের 'সন্ধ্যাতারা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

প্রথম নাটক ছিল স্বপন গাঙ্গুলির লেখা 'মে আই হেল্প ইউ'। সম্পাদনা ও পরিচালনায় ছিলেন প্রণব হোড় রায়। এটি একটি হাসির নাটক। কয়েকজন মহিলার ব্যবসা করা নিয়ে যে বিড়ম্বনা তা নিয়েই এই নাটক। অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, গোপা সেনগুপ্ত, সুকন্যা ভট্টাচার্য, শমিতা রায়, জয়ন্তী দে, শিপ্রা পাল, মৌসুমি রায় চৌধুরী, শিল্পী সাহা, গৌতম রায়। দলগতভাবে এই নাটকেও শিল্পীরা নিজ নিজ চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেছেন। দুটো নাটকেই নেপথ্যে ছিলেন রূপসজ্জায়-শক্তিপ্রসাদ আইচ, আবহসংগীতে-সায়ন রায়চৌধুরী, আলো- শংকর চক্রবর্তী এবং মঞ্চ- রমেন রায়।

নাটক শুরুর আগে মঞ্চে মুখবন্ধ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তুষার মিত্র ও স্থানীয় কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন অভীক মুখোপাধ্যায়।

-- ছন্দা দে মাহাতো

কর্মশালা

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে নবাঙ্কুর সংঘ ভবনে দু'দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু সুবীর অধিকারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচলনায় ছিলেন মধুমিতা দে সরকার। প্রায় ১৫০ জন প্রার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সবাইকে শংসাপত্র ও মেডেল প্রদান করা হয়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাট্যমেলা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কিছুদিন আগে হয়ে গেল পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা। প্রতিটি নাটক দেখার পর দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্র ভবন অডিটোরিয়াম। পাশাপাশি প্রতিদিনই দুটি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। *-অনসূয়া চৌধুরী*

গ্রন্থ প্রকাশ ও কবিতা সন্ধ্যা

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কবি পবিত্র গায়েনের কাব্যগ্রন্থ 'সহজপাঠ ও সনেটগুচ্ছ'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও কবিতা সন্ধ্যা। কাব্যগ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রবীণ কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, গৌতম চৌধুরী, সৈয়দ কওসর জামাল ও সুব্রত সরকার। গ্রন্থ প্রকাশ পর্বে উপস্থিত ছিলেন অভিযান পাবলিশার্স-এর কর্ণধার মারুফ হোসেন এবং কবি পবিত্র গায়েন। বক্তৃতায় প্রবীণ কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে সমকালীন বাংলা কবিতার প্রেক্ষিতে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এই কবিতা সন্ধ্যা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কবি সুশীল মণ্ডল, কবি মৃণালেন্দু দাশ, কবি তড়িৎ চক্রবর্তী এবং লেখক মৃণাল ভট্টাচার্য সহ বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিতাপ্রেমীর উপস্থিতিতে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

সমবেত।। *কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -গৌতম চাকী*

ডুয়ার্সের জল-মাটির গন্ধ মাখা

বৈচিত্র্য ও বহুত্বে অনন্য এক ভূখণ্ড। বহুমাত্রিক তার রূপ। যেমন নিসর্গে, তেমন প্রাণে। মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়েরই। যার প্রতি আকর্ষণ নতুন নয়। এখন অধিকাংশ লোক বেড়াতে যান। কেউ কেউ ভূখণ্ডের চরিত্র বুঝতেও চান। এই বোঝার চেষ্টা দিয়ে প্রথম ডুয়ার্সকে দুই মলাটের মধ্যে রাখার উদাহরণ স্যান্ডার্স রিপোর্ট। বাস্তবে ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট অফিসার ডিএইচই স্যান্ডার জমি জরিপ করতে এসে ডুয়ার্সের মানুষ, প্রকৃতি, বনভূমি, পশুপাখির জরিপ করে ফেলেছিলেন।

স্যান্ডার্স রিপোর্টের পর গত প্রায় ১৫০ বছরে আরও অনেকে ডুয়ার্সকে নানা চোখে দেখেছেন। কেউ নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন, কেউ এখানকার জনগোষ্ঠীর তত্ত্বতালাশ করেছেন,

কেউ বেড়ানোর জায়গা খুঁজেছেন। 'ডুয়ার্স সমগ্র' এই ভূখণ্ডকে দুই মলাটে বন্দি করার সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রতিফলন দেখা গেল। ডুয়ার্সের সমস্ত মাত্রাকে ধরার চেষ্টা আছে ২৮০ পাতার বইটিতে। বইটির সম্পাদক প্রদোষরঞ্জন সাহা ডুয়ার্সের সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন।

তবে সৌম্যদ্বীপ দত্ত ছাড়া অন্য সকলের লেখায় মূলত ডুয়ার্সের পশ্চিম প্রান্তের ছবি। যে প্রান্ত ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স বা বেঙ্গল ডুয়ার্স বলে পরিচিত। সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন, ডুয়ার্স নামের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক উল্লেখ নেই। কিন্তু ডুয়ার্সকে প্রশাসন উপেক্ষাও করতে পারে না। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবনের তাই নাম হয় ডুয়ার্সকন্যা। সরকার তৈরি করে তরাই-ডুয়ার্স উন্নয়ন পর্ষদ। প্রদোষের সম্পাদনায় 'ডুয়ার্স সমগ্র' এক অর্থে বাংলা ভাষায় এই ভূখণ্ডের হ্যান্ডবুক।

একনজরে বইটিতে ডুয়ার্সের প্রচুর তথ্য কমবেশি মজুত আছে। লেখকসূচিতে তাঁরাই আছেন, যাঁরা ডুয়ার্সের জল-হাওয়া গায়ে মেখে বড় হয়েছেন কিংবা দীর্ঘ বসবাসের সূত্রে এই মাটির গন্ধের সঙ্গে পরিচিত। দামি কাগজে ছাপা সুন্দর শক্ত বাঁধাই বইটির পাতায় পাতায় সেই গন্ধের ছড়িয়ে থাকা তাই স্বাভাবিক। বইটির আরেক আকর্ষণ প্রচুর ছবি যা ডুয়ার্সের নিসর্গ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নানা ভঙ্গি অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেছে। লিখনশৈলী এমন যে বইটি পড়তে পড়তে ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো, ভূপ্রকৃতি, বন্যপ্রাণ, স্থানীয় জনজাতি, তাদের সংস্কৃতির বহু বর্ণ, বহু তথ্যের উপলব্ধি হয়।

ডুয়ার্স সমগ্র
প্রকাশক : এখন ডুয়ার্স

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

বিরাট ভুল শুধরে নিল আইসিসি

দুবাই, ১৬ জানুয়ারি : ২০২১ সালের পর সদ্য ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় সিংহাসন দখল করেছেন। সতীর্থ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে বিরাট কোহলি। যদিও কৃতিত্বের দিনেই কোহলিকে নিয়ে বিরাট ভুল আইসিসি-র। সমর্থকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশেষে আজ যা শুধরে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

বিরাটের শীর্ষস্থান দখলের সঙ্গে

মঞ্জরেকারকে তোপ হরভজনের

আইসিসি-র তরফে বলা হয়েছিল ভারতীয় 'চেজমাস্টার' সবমিলিয়ে ৮২৫ দিন র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বরে আছেন। সামগ্রিক তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন বিরাট। যদিও বাস্তবে পরিসংখ্যানটা ভুল। ৮২৫ নয়, আদপে বিরাট ১৫৪৭ দিন শীর্ষস্থানে থাকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক।

বিশ্ব তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট। সামনে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই কিংবদন্তি স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস (২৩০৬ দিন) ও ব্রায়ান লারা (২০৭৯ দিন)। বিরাটকে নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে আইসিসি। সমর্থকদের যে চাপের সামনে দ্রুত নিজেদের ভুল শুধরে নেয় তারা।

আইসিসি শুধরে নেওয়া তথ্যে জানিয়েছে, বিভিন্ন সময় ধরলে মোট ১১ বার শীর্ষস্থানে পা রেখেছেন বিরাট। প্রথমবার এক নম্বরে পৌঁছোন ২০১৩-র অক্টোবরে। ওডিআইয়ে টানা পাঁচ ইনিংসে পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোনোর সুবাদে ২০২১-এর পর আবারও র‍্যাংকিংয়ের মগডালে বিরাট।

এদিকে, সঞ্জয় মঞ্জরেকারের কটাক্ষের প্রতিবাদে বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন হরভজন সিং। কয়েকদিন আগে মঞ্জরেকার দাবি করেন, টেস্ট, টি২০-কে বিদায় জানিয়ে বিরাট সহজ ফর্ম্যাটকে বেছে নিয়েছে। যার জবাবে হরভজনের দাবি, সহজ হলে সবাই সফল হত।

মঞ্জরেকারের মন্তব্যের সমালোচনা করে হরভজন বলেছেন, 'যদি ওডিআই সহজ হত, তাহলে তো সবাই রান করত। কে কোন ফরম্যাটে খেলছে, কেন, এই সবের মধ্যে ঢুকতে রাজি নই। আমি খেলাটা উপভোগ করতে চাই।

> যদি ওডিআই ফরম্যাট সহজ হত, তাহলে তো সবাই রান করত। কে কোন ফরম্যাটে খেলছে, কেন, এসবের মধ্যে ঢুকতে রাজি নই। আমি খেলাটা উপভোগ করতে চাই।
>
> -হরভজন সিং

ওরা ভালো খেলছে, রান করছে, দলকে জেতাচ্ছে। আর সব ফর্ম্যাটে খেলুক বা একটাকে, বিরাট দুর্দান্ত ক্রিকেটার, ম্যাচ উইনার।'

৮২৫ নয়, বিরাট কোহলি আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ১৫৪৭ দিন শীর্ষে থেকেছেন। শুক্রবার আইসিসি নিজেদের ভুল সংশোধন করে জানাল।

হরভজনের আরও মন্তব্য, 'বিরাট, রোহিতরা নিঃসন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। হয়তো সঞ্জয় মঞ্জরেকার নিজের মতো করে ভাবছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত সাফল্যে দলকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিরাট।'

অর্শদীপ কেন নেই, প্রশ্ন তুললেন অশ্বীন

ইন্দোর, ১৬ জানুয়ারি : ক্যালেন্ডারের পাতায় বছর ঘুরে গিয়েছে। শুরু হয়েছে ইংরেজির নতুন বছর।

কিন্তু টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি। বরং সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের আগুনে পুড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট।

হাতে গরম উদাহরণ চলতি ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজ। যেখানে ভদোদরায় প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলি জয়ের ভিত গড়ে দেওয়ার পরও কষ্ট করে জিততে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। রাজকোটে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় দলের সার্বিক ব্যর্থতায় সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে নিউজিল্যান্ড। নায়ক হয়ে গিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। প্রশ্ন এখন একটাই, রবিবার তিন নম্বর ম্যাচ কী হবে? ভারত কি জিতে সিরিজের দখল নিতে পারবে? নাকি প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে একদিনের সিরিজ জিতে নেবে কিউয়িরা?

এমন অবস্থার মধ্যে গতকাল রাজকোট থেকে ইন্দোর পৌঁছানোর পর শুক্রবার বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল ভারতীয় দল। আর সেই বিশ্রামের দিন আচমকাই ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী পৌঁছে সেখানকার মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন। হয়তো দলের সাফল্য কামনায় প্রার্থনাও করলেন তিনি। উজ্জয়িনী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর টিম

উজ্জয়িনী মন্দিরে পুজো গম্ভীর-রাহুলের

ইন্ডিয়ার কোচ সেখানে হাজির সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দারুণভাবে পুজো দিয়েছি মন্দিরে। দলের সাফল্য প্রার্থনা করেছি। আশা করছি, রবিবার আমরা আবার জয়ের সরণিতে ফিরব।'

টিম ইন্ডিয়া রবিবার শেষ একদিনের ম্যাচ জিতে সিরিজের দখল নিতে পারবে কিনা, কোচ গম্ভীরের প্রার্থনা সফল হবে কিনা—সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে কোচ গম্ভীরের প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে প্রথম দুই একদিনের ম্যাচে খেলানো হয়নি। কিন্তু কেন? ভারতীয় দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, অর্শদীপকে বিশ্রামে রাখার লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত। যদিও এমন ভাবনা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই আজ ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন মুখ খুলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে অর্শদীপকে না দেখে তিনিও যে অবাক, স্পষ্টভাবে তিনি সেই কথা জানিয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'প্রথম একাদশে সুযোগের জন্য স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অর্শদীপের মতো জোরে বোলারকে বসিয়ে রাখতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে হিট দ্য ডেক বোলার প্রয়োজন ছিল। হর্ষিত (রানা) ও প্রসিধ (কৃষ্ণা) খেলেছিল, বুঝলাম। কিন্তু নিউজিল্যান্ড সিরিজেও এমন

উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে গৌতম গম্ভীর (উপরে) ও লোকেশ রাহুল।

ভাবনা, পরিকল্পনার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম দুই একদিনের ম্যাচেই ভারতীয় জোরে বোলাররা সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। খুবই সাধারণ দেখিয়েছে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিতদের। তারপরও দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কথা ভেবে কেন অর্শদীপের কথা ভাবা হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন। তাঁর কথায়, 'আমি এখনও বুঝতে পারিনি কেন প্রথম দুই একদিনের ম্যাচে অর্শদীপকে খেলানো হল না। দলের বাকি পেসাররা দারুণ পারফর্ম করেছেন, এমন নয়। পরিস্থিতি ও দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কথা ভেবে অর্শদীপকে খেলানো যেতেই পারত। জানি না শেষ একদিনের ম্যাচে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অর্শদীপকে খেলাবে কিনা। কিন্তু আমি সবসময় চাইব, অর্শদীপকে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলাতে।'

লোবেরার কোচিংয়ে কিবুকে খুঁজে পাচ্ছেন প্রাক্তন ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বর্তমান দলে এমন বেশ কয়েকজন ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা সাম্প্রতিক অতীতে কিবু ভিকুনার অধীনে খেলেছেন। সবুজ-মেরুনের নতুন হেডকোচ সের্জিও লোবেরার কোচিংয়ে সেই কিবুর ছায়া দেখছেন তাঁরই দুই প্রাক্তন ছাত্র।

বাইরে থেকে দেখতে বেশ গুরুগম্ভীর। কিন্তু কথা বললেই বোঝা যায় তিনি মাটির মানুষ। ফুটবলারদের সঙ্গে আচরণ বন্ধুর মতোই। বাগান সাজঘরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এই রসায়নেই অল্প সময়ের মধ্যে ফুটবলারদের কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছেন লোবেরা।

শুক্রবারই ৪৯-এ পা দিলেন তিনি। এদিন অনুশীলন শেষে সাজঘরেই কেক কেটে স্প্যানিশ কোচের জন্মদিন পালন করা হয়। মাঠ ছাড়ার সময়ই এক ফুটবলার বলে গেলেন, 'লোবেরা স্যর অনেকটা কিবুর মতোই।' আসলে অল্প সময় মোহনবাগানের আই লিগজয়ী কোচের অধীনে খেলেছেন ওই ফুটবলার। তিনিই বলছিলেন, 'কিবুর কোচিং পদ্ধতির সঙ্গে সের্জিওর কাজের বেশ মিল রয়েছে। দু-জনই পাসিং ফুটবল পছন্দ করেন। বলের দখল রেখে খেলতে বলেন। লোবেরা ও কিবুর আচরণেও অনেক মিল রয়েছে।' কিবুর আরেক প্রাক্তন ছাত্র,বর্তমানে লোবেরার দলের সদস্য বলেন, 'স্প্যানিশ কোচেদের কাজে মিল তো থাকবেই। তবে একথা ঠিক কিবু-লোবেরার ভাবনা সমান্তরাল। দু-জনের ফুটবল দর্শন একই।'

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ফুটবলার হিসাবে যথেষ্ট সফল। কোচ হিসাবেও সাফল্য এনে দিয়েছেন মোহনবাগানকে। তবে ফুটবলারদের 'প্রিয়' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কি? ফুটবলারদের কেউই মুখে কিছু না বললেও উত্তরটা যে নেতিবাচক হতে পারে তা অভিব্যক্তিতেই বোঝা যায়। এমনও শোনা যায়, ফুটবলারদের 'প্রোফাইল' ভেদে নাকি গুরুত্ব দিতেন মোলিনা। সেখানেও লোবেরা একেবারে ভিন্ন মেরুর মানুষ। মোহনবাগানের ফুটবলাররাই বলছেন এই কথা। এ যেন স্প্যানিশ কোচের জন্মদিনে উৎসর্গ করা তাঁর ছাত্রদের এক অনন্য উপহার।

সূর্য বিতর্কে ১০০ কোটির মামলা!

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে মন্তব্যের জের।

বাঙালি অভিনেত্রী খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানির মামলা। কিছুদিন আগে বলিউডের এই বাঙালি কন্যা দাবি করেন, সূর্য তাঁকে প্রায় মেসেজ করতেন। তবে কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেট করার পক্ষপাতি ছিলেন না। অনেক ক্রিকেটারই চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চাননি কাউকে নিজের সঙ্গে জড়াতে।

চাপে বাঙালি অভিনেত্রী

ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্য যদিও বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তবে সূর্যের হয়ে এই বিতর্কে ব্যাট ধরলেন সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার ফয়জান আনসারি। তাঁর দাবি, এই ধরনের আলটপকা মন্তব্যে সূর্যের মতো ক্রিকেটারের মানহানি হয়েছে। শুধু অভিযোগ তোলা নয়, কড়া পদক্ষেপও করেছেন তিনি।

অভিনেত্রী খুশি মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ১০০ কোটি টাকার মানহানির কেস দায়ের করেছেন। মুম্বইয়ের বাসিন্দা এই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ১৩ জানুয়ারি গাজিপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। দাবি, সূর্যর মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বের যেভাবে সম্মানহানি করেছেন, এর জন্য খুশির অন্তত ৭ বছর জেল হওয়া উচিত।

নিজের পদক্ষেপ সম্পর্কে সাংবাদিকদের আনসারি বলেছেন, 'খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। লিখিত অভিযোগে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। এই ধরনের বিষয়ে প্রতিবাদ করা উচিত মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এই রকম না হয়, তাই আইনি পদক্ষেপ করেছি। এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

সূর্যকে নিয়ে মন্তব্যের ফলে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর অবশ্য খুশি দাবি করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূর্যের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে অতীতে কথাবার্তা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। আরও দাবি করেন, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে।

'সি' লাইসেন্স করলেন প্রীতম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : এখনই খেলা ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তবে সময় নষ্ট না করে নিজের ভবিষ্যতের কাজের ক্ষেত্র তৈরির বিষয়টি এক ধাপ এগিয়ে রাখলেন প্রীতম কোটাল। গত এপ্রিল মাসে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শেষ হওয়ার পর সুপার কাপের তিন ম্যাচ ছাড়া আর কিছু খেলেনি চেন্নাইয়ান এফসি। ফলে বসে থাকতে হয়েছে প্রীতমদের। এখনও প্রস্তুতি শুরু করেনি চেন্নাইয়ান এফসি। তারই মধ্যে লাইসেন্সিংয়ের পরীক্ষা দিয়ে ফেললেন তিনি।

বহু টালবাহানা ও টানাপোড়েনের পর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে অবশেষে জানা গিয়েছে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মরশুমের আইএসএল। এই মাঝের সময়ে বসে না থেকে 'সি' লাইসেন্স কোর্স করে রাখলেন। নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতে কোচিংয়ের আগ্রহ থাকছে এই বাঙালি ডিফেন্ডারের। যদিও জানালেন, এখন খেলা চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের রাস্তাও তৈরি করে রাখছেন।

মঙ্গলবার এসআইআর শুনানিতে হাজিরা সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : আগেই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় বাংলা দলের সঙ্গে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য রাজকোটে ছিলেন মহম্মদ সামি। ফলে এসআইআর হাজিরায় সেই সময় হাজির হতে পারেননি তিনি।

বড় অঘটন না হলে এসআইআর শুনানির হাজিরায় আগামী মঙ্গলবার হাজির হতে চলেছেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। শুক্রবার বিকেলের দিকে জানা গিয়েছে, সোমবার কলকাতায় হাজির হচ্ছেন সামি। মঙ্গলবার এসআইআর শুনানিতে দক্ষিণ কলকাতার এক কেন্দ্রে হাজিরা দেবেন তিনি। শুধু এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়াই নয়, সেদিনই তাঁর কল্যাণী পৌঁছানোর কথা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচ শুরু হচ্ছে বাংলা দলের। সেই ম্যাচেও সামি খেলবেন।

এদিকে, সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে জমে উঠেছে বাংলার অনুশীলন। গত তিন-চারদিন ধরেই অভিমন্যু ঈশ্বরণরা সেখানে অনুশীলন করছেন। আজ সকালের অনুশীলনে ছিল অভিনবত্ব। আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল—দলের তিন টেল এন্ডারকে দীর্ঘসময় ধরে নেটে ব্যাটিং করানো হয়েছে আজ। সঙ্গে প্লাস্টিক বলে বোলিংও সামলেছেন তাঁরা। কেন টেল এন্ডারদের এমন ব্যাটিং ক্লাস করানো হল? জানা গিয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর লাল বলের রনজিতে ভালো করতে মরিয়া বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সফল হতে হলে ব্যাটারদের পাশে দলের টেল এন্ডারদেরও ব্যাট হাতে অবদান রাখতে হতে পারে। সেই লক্ষ্যেই এমন অনুশীলন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারিনি আমরা। যদিও রনজির প্রথম পর্বের সময় শুরুটা ভালো হয়েছিল। সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। দলের প্রয়োজনে অনেক সময় শেষের দিকের ব্যাটারদের অবদান রাখতে হয়। তাই ওদের তৈরি রাখছি আমরা।'

রেসিংকে হারিয়ে শেষ আটে বার্সা

মাদ্রিদ, ১৬ জানুয়ারি : সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে বার্সেলোনা।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাতে কোপা ডেল রে-তে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে রেসিং স্যান্টানডার ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বার্সা। কাতালান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফেরান টোরেস ও লামিনে ইয়ামাল।

কয়েকদিন আগেই স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল বার্সা। সেই ছন্দ বজায় রেখে এদিন মাঠে নেমেছিল হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। অবশ্য প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে পারেনি তারা। ৬৬ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বার্সা। ফের্মিন

কোপা ডেল রে

লোপেজের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে যান ফেরান। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ব্যবধান বাড়ান স্প্যানিশ 'বিস্ময় বালক' ইয়ামাল। এদিন অবশ্য রেসিংয়ের দুটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। এছাড়াও ম্যাচের শেষদিকে বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া একটি নিশ্চিত গোল বাঁচান।

ম্যাচের পর বার্সার তারকা ফেরান সতীর্থ হুয়ান গার্সিয়ার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভাগ্যিস আমাদের গোলের নীচে হুয়ান ছিল। না হলে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করতে হত। আমরা আশা করিনি ম্যাচটা এতটা কঠিন হবে। প্রতিপক্ষ দলে বেশ কয়েকজন উচ্চমানের খেলোয়াড় রয়েছে।'

এই ছবি পোস্ট করে হিরোশি ইবুসুকিকে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল।

সমর্থকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ হিরোশির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : তিক্ততা নয়, বরং বিদায়বেলায় সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন হিরোশি ইবুসুকি।

ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে তেমন ছাপ ফেলতে পারেননি। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই লাল-হলুদে হিরোশির বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিন-দুয়েকের মধ্যে আবার নতুন ক্লাবও পেয়ে গিয়েছেন এই জাপানি স্ট্রাইকার। অস্ট্রেলিয়ার 'এ' লিগের দল ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ইবুসুকি। তবে লাল-হলুদ জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরতে না পারার আক্ষেপ নিয়েই ভারত ছেড়েছেন, বিদায়বার্তায় সেই কথাই লিখেছেন হিরোশি।

সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত সকলকে এবং সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ। ভারতীয় ফুটবলে অনিশ্চয়তার মাঝেই আমাকে বাধ্য হয়ে ক্লাব ছাড়তে হল। তবে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোনও গোল করতে না পারা আমার জন্য অত্যন্ত হতাশার। সমর্থকদের আমার সেরা পারফরমেন্সটা দেখাতে পারিনি। সেইজন্য দুঃখিত।' আলাদা করে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন হিরোশি। ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে।

নর্থইস্ট ছেড়ে জাকার্তায় আলাদিন

ছোট্ট বন্ধু অশ্বীনের সঙ্গে বিচ্ছেদে আবেগপ্রবণ ইকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : অমিল সর্বত্র। গোয়া এবং কলকাতাকে বোধহয় একমাত্র মিলিয়ে দিতে পারে ফুটবল। আর সেই ফুটবলকে ঘিরেই যেন কলকাতায় ঘটে যাওয়া এক টুকরো ছবি আবার গোয়ান ফুটবলে।

২০১১-'১২ সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলে যান স্কটিশ ফুটবলার অ্যালান গাও। খুব অল্প সময়ে

> তোমার কাছ থেকেই সহৃয়তা শিখেছি, যা কোনও দেশ, ভাবনা, প্রতিযোগিতা, ধর্ম ও বিশ্বাসে বাঁধা থাকে না। তোমাকে বড় এবং অভিজ্ঞ হতে দেখা, আর এখন তুমি পরিবারের বড় ভাই।
>
> -ইকের গুয়েরচেনা

নিজের দুর্দান্ত ফুটবল স্কিলে মাতিয়েছিলেন এদেশের ফুটবল। তবে বেশিদিন তাঁকে রাখেনি ইস্টবেঙ্গল। তিনি ফিরে যান নিজের দেশে। কিন্তু চলে যাওয়ার দিনে তৈরি হয় এক আবেগঘন মুহূর্ত। নিয়মিত মাঠে আসত পাশের বস্তির ছোট্ট জ্যাকি। তার সঙ্গে কীভাবে যেন বন্ধুত্ব হয়ে যায় অ্যালানের। তাই যেদিন মাঝ মরশুমে দল ছাড়তে বাধ্য হন স্কটিশ তারকা, সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিলেন দুজনেই। সেদিনের সেই ছবি

মাঠকর্মীর ছেলে অশ্বীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ইকের গুয়েরচেনার।

আবার গোয়ার মাঠে। এদিন মাঠের ছোট্ট বন্ধু অশ্বীনকে সামাজিক মাধ্যমে চিঠি লিখলেন ইকের গুয়েরচেনা। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে গোয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি যে কতটা কষ্ট পাচ্ছেন তার প্রমাণ এই চিঠিতেই। অশ্বীন গোয়ার এক মাঠকর্মীর ছেলে। যার সঙ্গে প্রথম মরশুম থেকেই বন্ধুত্ব ইকেরের। 'আমার ছোট্ট বন্ধু অশ্বীন', লিখে শুরু করেন এই চিঠি। পরে লেখেন, 'আমি পৃথিবীর সবাইকে জানাতে চাই যে, তুমি বিশ্বের সেরা হৃদয়ের অধিকারী। প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে আমাদের যে দেখা হত, পাস বাড়াতাম কী কল্পনায় ফুট-টেনিস খেলতাম, আমার কাছ থেকে তোমার বল চুরি করার ব্যর্থ চেষ্টা বা আমাদের ভূগোল, যেখানে আমি বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী, শহর সম্পর্কে পড়া, আমাদের ফিজিওথেরাপির ক্লাস, যেখানে পেশি সম্পর্কে জানতাম আমরা, অঙ্ক কষা এবং সঙ্গে অনন্ত হাসি।' এরপর তিনি আরও অনেক কিছুর সঙ্গে লেখেন, 'তোমার কাছ থেকেই সহৃয়তা শিখেছি, যা কোনও দেশ, ভাবনা, প্রতিযোগিতা, ধর্ম ও বিশ্বাসে বাঁধা থাকে না। তোমাকে বড় এবং অভিজ্ঞ হতে দেখা, আর এখন তুমি পরিবারের বড় ভাই।' শেষ ছত্রে তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লিখেছেন, 'এবার আমরা আলাদা হচ্ছি। আর তার জন্য আমি কাঁদছি। কিন্তু তুমি চিরকাল আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে থাকবে। তোমার হৃদয়, তোমার মনুষ্যত্ববোধ এবং ত্যাগ যা তোমাকে সবার থেকে আলাদা করেছে সেই সব আরও বড় হোক।'

ইকের আবার কখনও এদেশে ফিরবেন কিনা তা সময়ই বলবে। যদি ফেরেন হয়তো এই ছোট্ট বন্ধুও হবে তার অন্যতম কারণ। আর অশ্বীনও হয়তো এই বিখ্যাত তারকা বন্ধুর জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। ফুটবলের অনিশ্চতা যাঁদের আলাদা করে দিল, সেই দায়ভারই কি নেবেন এদেশের ফুটবল কর্তারা? যাঁদের দড়ি টানাটানিতে আলাদা হলেন তার দায় কি এবার নেবেন তাঁরা? ইকেরের মতোই এবারের আইএসএলে দেখা যাবে না আলাদিন আজারাইকেও। তাঁকে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সিজা জাকার্তায় লোনে ছেড়ে দিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। সবমিলিয়ে এবারের লিগ হলেও নিশ্চিতভাবেই আকর্ষণ হারাতে চলেছে।

বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ক্রিকেটে ঘরোয়া কোন্দলে আপাতত ইতি। বোর্ডের আশ্বাসের পর বয়কট প্রত্যাহার করে নিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সেই অনুসারে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফের শুরু হয়েছে। এদিন একাধিক ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়।

টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে জট কিন্তু সেই তিমিরেই। ভিডিও কনফারেন্সে আইসিসি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) শীর্ষ আধিকারিকরা আলোচনায় বসেছিলেন। যদিও দুই পক্ষ অবস্থানে অনড় থাকার ফলে সমাধান সূত্র মেলেনি। বিসিবি আধিকারিকদের সঙ্গে এবার সরাসরি কথা বলার জন্য বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আইসিসি।

বয়কট ছেড়ে বিপিএল শুরু

সংবাদমাধ্যমকে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, 'আইসিসি-র আধিকারিকরা আলোচনা করতে বাংলাদেশে আসছেন। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেই কথা জানিয়েছেন।' তবে নতুন করে আলোচনা শুরুর আগেই ফের স্পষ্ট করে দিলেন, ভারতে বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে বর্তমান অবস্থান পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। শ্রীলঙ্কায় খেলার দাবি পুনরায় জানিয়ে রাখলেন। বিশ্বাস, আইসিসি শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য সেই ব্যবস্থা করবে। সূত্রের খবর, শনিবার কিংবা রবিবারের মধ্যেই বাংলাদেশে পৌঁছোবে প্রতিনিধিদল। তবে বিসিবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।

গত মঙ্গলবার আইসিসি-র সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বসেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহ সভাপতি মহম্মদ শাখওয়াত সহ একাধিক আধিকারিক। আইসিসি-র তরফে নির্দিষ্ট সূচি মেনে ভারতে খেলার জন্য চাপ দেওয়া হয়। যদিও বিসিবি তৎক্ষণাৎ যা খারিজ করে দেয়। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু। এখন দেখার তার আগে পরবর্তী বৈঠকে জট কাটে কিনা।

একদিন বিরতির পর শুরু হল বিপিএল। সিলেট টাইটান্সের বিরুদ্ধে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে আউট হলেন রাজশাহি ওয়ারিয়র্সের মুশফিকুর রহিম।

বিশ্বকাপ নিয়ে সমাধান সূত্র না মিললেও বাংলাদেশে ক্রিকেট বয়কট উঠে গেল। গতকাল ক্রিকেটারদের দাবি মেনে বোর্ডের আর্থিক কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে আসিফ নাজমুলকে বরখাস্ত করা হয়। ক্রিকেটারদের আরও দাবি ছিল নাজমুলকে ক্ষমা চাইতে হবে। রাতে ফের বৈঠকে বসে দুই পক্ষ, সেখানেই সুর নরম করে খেলার সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের।

বাংলাদেশ ক্রিকেট সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেছেন, 'বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ। দুই পক্ষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে। কোয়াবের সদস্য ক্রিকেটাররা বয়কট প্রত্যাহার করে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত।' বোর্ডের তরফে ক্রিকেটারদের আশ্বস্ত করা হয়েছে বহিষ্কৃত আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত হবে।

এদিকে, মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাতিল করা নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা একসময় ভেবেছিল কোয়াব। কিন্তু মুস্তাফিজুর নিজেই তা চাননি বলে সেই রাস্তা থেকে সরে আসে তারা। সংস্থার সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা ভেবেছিলাম। ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংগঠনেও যাওয়ার ভাবনা ছিল। কিন্তু মুস্তাফিজুর নিজে তা না চাওয়ায়, সেই পদক্ষেপ করা যায়নি।' নিলামে ৯.২ কোটি টাকায় মুস্তাফিজুরকে নিয়েছিল কেকেআর।

১০৫ রানের পার্টনারশিপের পথে রাধা যাদবের সঙ্গে রিচা ঘোষ।

রাধা-রিচার ব্যাটে লড়াইয়ে আরসিবি

নভি মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : শেষ বেলায় রিচা ঘোষ ও রাধা যাদবের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সম্মানজনক স্কোর করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মহিলা ক্রিকেট দল।

শুক্রবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে টস জিতে আরসিবি-কে শুরুতে ব্যাট করতে পাঠায় গুজরাট জায়েন্টস। রান পেলেন না রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। ৮ বলে ৫ রান করে আউট হন তিনি। এছাড়া প্রথম চার ব্যাটারের মধ্যে গ্রেস হ্যারিস ১৭, দয়ালান হেমালতা ৪ ও গৌতমী নায়েক ৯ রান করেন। ৪৩ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে যায় আরসিবি।

কঠিন সময় ইনিংসের হাল ধরেন রাধা-রিচা। জুটিতে ১০৫ রান যোগ করেন দুজনে। ২৮ বলে ৪৪ রান করে আউট হন রিচা। ৪৭ বল খেলে ৬৬ রান করেন রাধা। শেষবেলায় নাদিনে ডি ক্লার্কের ২৬ রানের ইনিংসে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয় আরসিবি-কে। ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে তারা। গুজরাট জায়েন্টসের হয়ে একাই ৩ উইকেট নেন সোফি ডিভাইন। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুজরাট ১৫.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৬ রান তুলেছে।

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : দুপুর ৩টা
দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বিশ্বকাপ ভাবনায় ঢুকে পড়লেন শ্রেয়সও

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

তিলক ভার্মার চোট (তলপেটে) ভারতীয় টি২০ দলের দরজা খুলে দিল শ্রেয়স আইয়ারের জন্য। একই সঙ্গে নির্বাচক কমিটি, দলের থিংকট্যাংকের বিশ্বকাপ ভাবনাতেও ঢুকে পড়লেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক। আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরমেন্স করেও টি২০ দলের দরজা খুলতে পারেননি শ্রেয়স। যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। অবশেষে আক্ষেপ দূর। চোট সারিয়ে চলতি নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটে। এবার টি২০ ফরম্যাটেও ডাক। ২১ জানুয়ারি শুরু ৫ ম্যাচের আসন্ন টি২০ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তিলকের পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেলেন শ্রেয়স।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের পরই বিশ্বকাপ। তার আগে শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তনে বড় ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। কুড়িকুড়ি ফরম্যাটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন শ্রেয়স। সেক্ষেত্রে প্রথম তিন ম্যাচের সুযোগ কাজে লাগালে বিশ্বকাপের টিকিটও দূর নয়। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ছন্দে নেই। দীর্ঘদিন ধরে রান পাচ্ছেন না। চোট চিন্তা বাড়িয়েছে তিলককে নিয়ে। এহেন পরিস্থিতিতে মিডল অর্ডারে শ্রেয়সের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হবে বিশ্বকাপের মতো আসরে বলে মনে করছে ভারতীয় থিংকট্যাংকও। বিশ্বকাপের দল

বিষ্ণোইয়ের সঙ্গে টি২০ সিরিজে ডাক

ঘোষণা হয়ে গেলেও পরিবর্ত হিসেবে শ্রেয়স ঢুকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

অপরদিকে, ওয়াশিংটন সুন্দরের (পাঁজরে চোট) পরিবর্তে টি২০ সিরিজে ডাক পেলেন রবি বিষ্ণোই। গোটা সিরিজের জন্য অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি তাঁকে বেছে নিয়েছেন। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচেই চোট পান সুন্দর। বাকি দুই ম্যাচের জন্য ডাক পান আয়ুষ বাদোনি। টি২০ সিরিজে বিষ্ণোই। খবর, হয়তো বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না তামিলনাড়ুর স্পিন-অলরাউন্ডার সুন্দর। সেই কথা মাথায় রেখেই বিষ্ণোইকে তৈরি রাখার ভাবনা।

তিলক, সুন্দরের চোট এবং পরিবর্ত হিসেবে শ্রেয়স ও বিষ্ণোইয়ের ডাক, নিশ্চিতভাবে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ ভাবনায় নয়া সমীকরণ যোগ করল। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের খবর, গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররা বিশেষ করে শ্রেয়সকে দেখে নিতে চাইছেন।

টি২০ সিরিজের পরিবর্ত দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ার (প্রথম তিন ম্যাচ), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল (সহ অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, ঈশান কিষান, রবি বিষ্ণোই।

আবারও হার সৌরভের দলের

সেঞ্চুরিয়ন, ১৬ জানুয়ারি : ফের ধারাবাহিকতায় ছেদ। জয়ের হ্যাটট্রিকের পরের ম্যাচেই হার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের ম্যাচে পার্ল রয়্যালসের কাছে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারল প্রিটোরিয়া। ব্যাটিং ব্যর্থতার জেরেই ডুবল সৌরভের দল। নিজেদের নবম ম্যাচে শুরুতে ব্যাট করে ১৯.১ ওভারে ১২৭ রান করে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। পার্লের পক্ষে সেরা বোলিং ওট্‌নিল বার্টমানের। হ্যাটট্রিক সহ ১৬ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন তিনি।

অল্প লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেও ১৭ রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় পার্ল রয়্যালস। যদিও পরের দিকে রান তুলতে তাদের বিশেষ সমস্যা হয়নি। ম্যাচে ২৯ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হাতে রেখে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় পার্ল।

ফাইনালে বিদর্ভ-সৌরাষ্ট্র দ্বৈরথ

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি : আগামী রবিবার চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র। গতকাল প্রথম সেমিফাইনালে কর্ণাটককে হারিয়ে খেতাবি যুদ্ধের টিকিট আদায় করে নিয়েছিল বিদর্ভ। আজ সৌরাষ্ট্রের

বিজয় হাজারে ট্রফি

পালা। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে একপেশে দাপট দেখিয়ে শক্তিশালী পাঞ্জাবকে হারাল সৌরাষ্ট্র।

প্রথম ব্যাটিং করে পাঞ্জাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৯১ রান তোলে। অধিনায়ক প্রভসিমরন সিং (৮৭) ও আনমোলপ্রীত সিংয়ের (১০০) দাপটে একসময় পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ২০০/২। যদিও ডেথ ওভারে ভালো শুরুর সুযোগ নিতে পারেনি পঞ্চনদের দল।

বাঁহাতি পেস ও সুইংয়ে চেতন সাকারিয়া (৬০/৪) ধস নামান প্রতিপক্ষের ইনিংসে। দুইটি করে উইকেট নেন অঙ্কুর পানওয়ার ও চিরাগ জানি। শেষপর্যন্ত ৯১ রানে শেষ ৮ উইকেট খুইয়ে তিনশোর মধ্যেই আটকে যায় পাঞ্জাব। রামনদীপ সিং (৪২) তার মধ্যেই কিছুটা চেষ্টা চালান।

সৌরাষ্ট্রের জয়ের নায়ক বিশ্বরাজ জাদেজা।

ফাইনালে উঠতে দরকার ২৯২। খেলতে নেমে সৌরাষ্ট্রের টপ অর্ডার প্রথম থেকেই বুলডোজার চালায় প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর। অধিনায়ক হার্ভিক দেশাই (৬৪) ও বিশ্বরাজ জাদেজা ২৩ ওভারে ১৭২ রান যোগ করে জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয়। হার্ভিক ফেরার পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে রানের মধ্যে থাকা প্রেরক মানকড়কে (অপরাজিত ৫২) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন বিশ্বরাজ (অপরাজিত ১৬৫)। অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেটে ১২১ রান যোগ করেন দুইজনে।

ম্যাচের নায়ক একান্তভাবেই বিশ্বরাজ। ১২৭ বলের ইনিংসে আগাগোড়া রাজত্ব চালান। সাতজন বোলার ব্যবহার করেও পাঞ্জাব থামাতে পারেননি সৌরাষ্ট্র ওপেনারের দাপট। ১৮টি চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ইনিংসে পাঞ্জাবকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে দলকে ফাইনালে তুলে দেন বিশ্বরাজ।

জয়ী লেজেন্ডস, আনবিটেন

নিশিগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে সুপার সিক্সের ম্যাচে শুক্রবার লেজেন্ডস অফ ২০১০ ব্যাচ ৬৭ রানে হারিয়েছে ইউনাইটেড ফাইটার্স ২০০৮ ব্যাচকে। লেজেন্ডস প্রথমে ১ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। অপরাজিত ১০৪ রান করে ম্যাচের সেরা রূপম বর্মন। জবাবে ফাইটার্স ৯.৫ ওভারে ৯৫ রানে সব উইকেট হারায়।

পরে আনবিটেন ২০১৬ ব্যাচ ৬ উইকেটে জিতেছে সুপার স্ট্রাইকার্স ২০১৯ ব্যাচের বিরুদ্ধে। প্রথমে স্ট্রাইকার্স ৮.৫ ওভারে ৪৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা রাজদীপ রায়ের শিকার ১২ রানে ৪ উইকেট। জবাবে আনবিটেন ৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৬ রান তুলে নেয়।

ম্যাচের সেরা রূপম বর্মন (উপরে) ও রাজদীপ রায়। -তাপস মালাকার

ব্যারেটোর দলকে হারাল নর্থবেঙ্গল

হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি : ঘরের মাঠ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি হেরে গিয়েছিল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। বেঙ্গল সুপার লিগে শুক্রবার অ্যাওয়ে ম্যাচে সেই হাওড়া-হুগলিকে হারিয়ে দিল নর্থবেঙ্গল। হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলের বিরুদ্ধে ৬২ মিনিটে গোলটি করেন অর্জুন। এদিন জিতে ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে নর্থবেঙ্গল উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে। সমসংখ্যক পয়েন্টে থাকলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় চার নম্বরে আছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। হেরে গেলেও ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ব্যারেটোর দল।

সেরা চামটা, কোচবিহার উচ্চ বালিকা

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১৫ দলীয় আন্তঃ বিদ্যালয় ছেলেদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল সিতাইয়ের চামটা আদর্শ হাইস্কুল। শুক্রবার ফাইনালে তারা ১৮-২৫, ২৫-১৫, ২৫-১০ পয়েন্টে হারিয়েছে ধুমপুর হাইস্কুলকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার সেরা হয় চামটার অরুণকুমার বর্মন।

৬ দলীয় মেয়েদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ফাইনালে তারা ২৫-১২, ২৫-২২ পয়েন্টে জিতেছে নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার সেরা নিউটাউনের মল্লিকা বর্মন। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন কার্যনির্বাহী সভাপতি সুকুমার নাগ, ভলিবল সচিব জহর রায় সহ অন্যরা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে চামটা আদর্শ হাইস্কুল (উপরে) ও কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জয়ী শিবশংকর অ্যাকাডেমি

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শুক্রবার শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৮ রানে হারিয়েছে নিশিগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে শিবশংকর ২৮ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা প্রিয়ম ঘোষের অবদান ৪০ রান। শুভদীপ দে ২৫ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে নিশিগঞ্জ ২৮ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। অরূপ তালুকদার ৩৮ রান করে। মৈনাক গুপ্তর শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট। শনিবার খেলবে বোক্সার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও এমজেএন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

জয়ী দিনহাটা

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ৬ উইকেটে জিতেছে হরিণচওড়া প্রভাতি সংঘের বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রভাতি ৩৮.৫ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। রোহিত মণ্ডলের অবদান ৫১ রান। ম্যাচের সেরা শুভ্রদীপ বসাক ৪ রানে ১ উইকেট নেন। জবাবে দিনহাটা ২৫.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। শুভঙ্কর ভৌমিক ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন। আব্দুর রাজ্জাক মিয়াঁ ২৪ রানে ২ উইকেট নেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শুভ্রদীপ বসাক। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

বাসিন্দা অনুপ গোস্বামী - কে 14.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78J 25374 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জেতা জীবন বদলে দেয়। আমাদের উদ্বেগ হালকা হয়ে যায় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ বোধ হয়। এই অবিশ্বাস্য ভাগ্যের জন্য আমরা ডিয়ার লটারিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাতে পারি না!" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

খেতাব জিতে উচ্ছ্বাস প্লেয়ার্স ইলেভেনের। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

চ্যাম্পিয়ন আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স ইলেভেন। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৫৯ রানে হারিয়েছে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্লেয়ার্স ২০ ওভারে ২১০ রানে অল আউট হয়। অভিষেক কুমারের অবদান ৩৮ রান। শচীনকুমার সিং ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে কল্যাণ ১৭.১ ওভারে ১৫১ রানে অল আউট হয়। নঈম হক ২৯ রান করেন। প্রতিযোগিতা ও ফাইনালের সেরা বৈভব লাহিড়ি ৩৫ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ অন্যরা।